বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

মানবিক বাংলাদেশ

ঢাকা সোমবার ॥ বর্ষ-৩ সংখ্যা-০৬ ॥ ২১ এপ্রিল ২০২৫ ॥ ৮ বৈশাখ ১৪৩২ বাংলা ॥ ২২ শাওয়াল ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

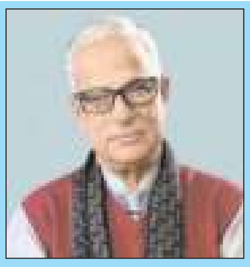

নির্বাচন বিলম্বকারীদের রুখে দেওয়ার শক্তি আমাদের আছে : ফারুক

স্টাফ রিপোর্টার : নির্বাচন বিলম্বকারীদের রুখের দেওয়ার শক্তি আমাদের আছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা জয়নুল আবদীন ফারুক। রোববার (২০ এপ্রিল) জাতীয় প্রেস ক্লাব মিলনায়তনে বাংলাদেশ মুসলিম নিকাহ রেজিস্টার সমিতির উদ্যোগে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন।

স্বাস্থ্যখাতে বড় অঙ্কের সহায়তা করবে চীন: স্বাস্থ্য উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নের জন্য চীন ১৩৮.২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সহায়তা দেবে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নূরজাহান বেগম। রোববার (২০ এপ্রিল) সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে ইউনান শিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এসব কথা বলেন তিনি।

বিএনপি আন্তরিকতার সঙ্গে সংস্কার কমিশনকে সহযোগিতা করছে : সালাহউদ্দিন আহমেদে

স্টাফ রিপোর্টার : অন্তর্বর্তী সরকারের গঠিত জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে চলমান সংস্কার প্রস্তাব নিয়ে আবারও বৈঠকে বসেছে বিএনপি। গতকাল রবিবার বেলা ১১টায় জাতীয় সংসদ ভবনের এলডি হলের সম্মেলন কক্ষে এই বৈঠক শুরু হয়।

আজ কাতার যাচ্ছেন প্রধান উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস চারদিনের সরকারি সফরে আজ সোমবার কাতারের রাজধানী দোহা যাচ্ছেন। তিনি সেখানে অংশ নেবেন 'আর্থনা সামিট ২০২৫'-এ, যা কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হামাদ আল-থানির আমন্ত্রণে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রধান উপদেষ্টার উপ-প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার জানান, সামিটে অংশগ্রহণের পাশাপাশি কাতারের আমিরের সঙ্গে তার বৈঠক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সফরে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে যাচ্ছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন, জ্বালানি উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান এবং শিল্প উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান। এ সফরের একটি বিশেষ দিক হলোড় প্রথমবারের মতো বাংলাদেশের চারজন জাতীয় নারী ক্রীড়াবিদ এতে অংশ নিচ্ছেন। তারা হলেনড় ফুটবলার আফিদা খন্দকার ও শাহেদা আখতার রিপা এবং ক্রিকেটার সুমাইয়া আখতার ও শারমিন সুলতানা। ক্রীড়াঙ্গনে নারীদের অগ্রগতির প্রতীক হিসেবে এই অংশগ্রহণকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ মনে করা হচ্ছে। 'আমাদের উত্তরাধিকার গড়ে তোলা: স্থায়িত্ব, উদ্ভাবন ও

২-এর পাতায় দেখুন

রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে আরও কার্যকর উদ্যোগের আহ্বান প্রধান উপদেষ্টার

স্টাফ রিপোর্টার : জাতিসংঘকে আরও বেশি বাংলাদেশি নারী শান্তিরক্ষী নিয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। একইসঙ্গে আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা ও নিরাপত্তা কার্যক্রমে বাংলাদেশের অটল প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন তিনি। রোববার (২০ এপ্রিল) রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল জঁ-পিয়েরে ল্যাক্রোয়া প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি এ আহ্বান জানান । প্রধান উপদেষ্টা বলেন, 'বাংলাদেশি নারীদের শান্তিরক্ষা মিশনে অংশগ্রহণ আরও বাড়াতে আমি উৎসাহিত করছি।' বৈঠকে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বাংলাদেশ নিয়মিতভাবে শান্তিরক্ষা মিশনে শীর্ষ তিনটি সেনা/পুলিশ প্রেরণকারী দেশের মধ্যে রয়েছে। বর্তমানে ১১টি সক্রিয় শান্তিরক্ষা মিশনের মধ্যে ১০টিতে বাংলাদেশের মোট ৫ হাজার ৬৭৭ জন শান্তিরক্ষী কর্মরত। প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎকালে জাতিসংঘের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল জঁ-পিয়েরে ল্যাক্রোয়া বলেন, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষায় নারীদের সম্পৃক্ততা বাড়ানোর নীতিতে অটল। তিনি বলেন, 'আমরা নারীদের নির্দিষ্ট কিছু ভূমিকায় সীমাবদ্ধ রাখতে চাই না।' শান্তিরক্ষার সব স্তরে নারীদের নিয়োগে জাতিসংঘ সহায়তা করবে বলে জানান তিনি। বাংলাদেশ অতিরিক্ত সেনা ও পুলিশ সদস্য মোতায়েনে প্রস্তুত রয়েছে বলে উল্লেখ করেন প্রধান উপদেষ্টা। তিনি জাতিসংঘের 'পিসকিপিং ক্যাপাবিলিটি রেডিনেস সিস্টেম'-এর (পিসিআরএস) র‌্যাপিড ডিপ্লয়মেন্ট লেভেলে পাঁচটি ইউনিট প্রদানের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন। এছাড়াও তিনি জাতিসংঘের সদর দপ্তর ও মাঠ পর্যায়ে শান্তিরক্ষী নেতৃত্বে বাংলাদেশিদের অংশগ্রহণ বাড়ানোর আহ্বান জানান। জাতিসংঘ কর্মকর্তা জানান, এ ব্যাপারেও বাংলাদেশকে সমর্থন দেবে জাতিসংঘ। প্রধান উপদেষ্টা জানান, জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী যাচাইকরণ প্রক্রিয়া বাংলাদেশ কঠোরভাবে অনুসরণ করে এবং মানবাধিকার নিশ্চিতে প্রশিক্ষণ ও জবাবদিহিতা জোরদারে জাতিসংঘসহ অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতা

২-এর পাতায় দেখুন

ঝামেলামুক্ত পবিত্র ঈদ উপহার দেওয়ায় কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ প্রধান উপদেষ্টার

স্টাফ রিপোর্টার : সড়ক-মহাসড়ক যানজটমুক্ত রেখে এবং নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করে দেশের জনগণকে ঝামেলামুক্ত ঈদ উপহার দেওয়ায় সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তাদের অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস। রোববার (২০ এপ্রিল) ঢাকার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় বিদ্যুৎ, জ্বালানি এবং সড়ক পরিবহন, সেতু ও রেলপথ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টা এক বৈঠকে অংশ নেন। এসময় তিনি তাদের ধন্যবাদ জানান। প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে পাঠানো এক বার্তায় বিষয়টি জানানো হয়। বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, এখন পর্যন্ত আমি এই ঈদুল ফিতর সম্পর্কে ভালো কিছু ছাড়া আর কিছুই শুনতে পাচ্ছি না। সবাই সবকিছু কীভাবে সুসংগঠিতভাবে হয়েছে তার প্রশংসা করছে। অধ্যাপক ইউনূস বলেন, এখন একটি নিয়ম নির্ধারণ করা হয়েছে এবং এটি সারা বছর ধরে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময় এসেছে। সড়ক পরিবহন ও সেতু, রেলপথ এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খানের নেতৃত্বে কর্মকর্তাদের টিমটি বৈঠকে অংশ নেন। মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান প্রধান উপদেষ্টাকে ঈদের জন্য তাদের প্রস্তুতি সম্পর্কে অবহিত করেন। তিনি বলেন, একক মন্ত্রণালয় হিসেবে কাজ করার পরিবর্তে আমরা একটি সম্পূর্ণ ইউনিট হিসেবে কাজ করেছি। সায়েদাবাদ

২-এর পাতায় দেখুন

৮২৯৪ মামলা প্রত্যাহার
রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহারের আবেদন করা যাবে আইন মন্ত্রণালয়ে

স্টাফ রিপোর্টার : রাজনৈতিক হয়রানিমূলক মামলার শিকার যে কোনো ব্যক্তি এখন থেকে সরাসরি আইন মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের সলিসিটরের কাছে মামলা প্রত্যাহারের আবেদন করতে পারবেন। রোববার (২০ এপ্রিল) সচিবালয়ে রাজনৈতিক হয়রানিমূলক মামলা প্রত্যাহার করার বিষয়ে মন্ত্রণালয় পর্যায়ে গঠিত কমিটির ১১তম সভায় এই সিদ্ধান্ত হয়। আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়, রাজনৈতিক হয়রানি-নমূলক মামলা প্রত্যাহারের চলমান কার্যক্রম আরও বেগবান করতে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ২০০৯ সালের ৬ জানুয়ারি থেকে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট সময়ের মধ্যে

২-এর পাতায় দেখুন

প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে বৈঠকে এনসিপি

স্টাফ রিপোর্টার : নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী আইন সংস্কার, নতুন দল নিবন্ধনের সময়সীমা বাড়ানো এবং মৌলিক সংস্কারের আলোকে ইসি পুনর্গঠনসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার জন্য প্রধান নির্বাচন কমিশনারের (সিইসি) সঙ্গে বৈঠকে বসেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। রোববার (২০ এপ্রিল) আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে সিইসির দপ্তরে বেলা ১২টায় বৈঠকটি শুরু হয়। প্রধান নির্বাচন কমিশনার এএমএম নাসির উদ্দিন ছাড়াও চার নির্বাচন কমিশনার ও ইসি সচিব বৈঠকে উপস্থিত রয়েছেন। সভায় এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরউদ্দীন পাটোয়ারীর নেতৃত্বে ৫ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল অংশগ্রহণ করেছেন। প্রতিনিধি দলে আরও উপস্থিত রয়েছেন অনিক রায় (যুগ্ম আহ্বায়ক), খালেদ সাইফুল্লাহ (যুগ্ম আহ্বায়ক), মুজাহিদুল ইসলাম শাহিন (যুগ্ম আহ্বায়ক) ও তাজনূভা জাবীন (যুগ্ম আহ্বায়ক)। আগামী ডিসেম্বরে নির্বাচন আয়োজনের লক্ষ্য নিয়ে গত ১০ মার্চ গণবিজ্ঞপ্তি জারি করে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। সে অনুযায়ী, আজ রোববারই (২০ এপ্রিল) শেষ হচ্ছে এবারের দল নিবন্ধন আবেদনের সময়। এ অবস্থায় নিবন্ধন আবেদনের সময়সীমা ৯০ দিন বাড়ানোর জন্য চিঠি দিয়েছে এনসিপি। নির্বাচন কমিশন বলছে, ঘোষিত সময় অনুযায়ী, ২০ এপ্রিল পর্যন্ত অপেক্ষা করে সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে। ৫ আগস্টের পটপরিবর্তনের এক মাসের মাথায় বিদায় নেন তৎকালীন ইসি। বিদ্যমান আইনের আলোকে এএমএম নাসির উদ্দিন কমিশন গঠিত

২-এর পাতায় দেখুন

নতুন দুই বিচারপতিকে অ্যাটর্নি জেনারেল-সুপ্রিম কোর্ট বারের সংবর্ধনা

স্টাফ রিপোর্টার : সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে নতুন নিয়োগ পাওয়া দুই বিচারপতিকে সংবর্ধনা দিয়েছে অ্যাটর্নি জেনারেল অফিস ও সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি। রোববার (২০ এপ্রিল) সকাল ৯টায় প্রধান বিচারপতির এজলাসে এ সংবর্ধনা দেওয়া হয়। সংবর্ধানায় প্রধান বিচারপতি, আপিল বিভাগের বিচারপতি ও আইনজীবীরা উপস্থিত ছিলেন। ২৪ মার্চ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের দুই বিচারপতিকে আপিল বিভাগে নিয়োগ দেন রাষ্ট্রপতি। তারা হলেন- বিচারপতি এ কে এম আসাদুজ্জামান ও বিচারপতি ফারাহ মাহবুব। পরদিন সকাল সাড়ে ১০টায় সুপ্রিম কোর্টের জাজেস লাউঞ্জে দুই বিচারপতিকে শপথবাক্য পাঠ করান প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত

২-এর পাতায় দেখুন

পররাষ্ট্র উপদেষ্টার সঙ্গে ইউনান প্রদেশের গভর্নরের বৈঠক

স্টাফ রিপোর্টার : পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন চীনের ইউনান প্রদেশের গভর্নর ওয়াং ইউবো। রোববার (২০ এপ্রিল) রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় তিনি সাক্ষাৎ করেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, সাক্ষাৎকালে চীন ও বাংলাদেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক পর্যালোচনা করা হয়। উভয়পক্ষ বাণিজ্য, চিকিৎসা, পর্যটন, জনগণের সাথে যোগাযোগ, বিনিময়সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে আলোচনা করেন। সাক্ষাতে ইউনান প্রদেশ ও চট্টগ্রামের সাথে সহযোগিতার নতুন দ্বার উন্মোচন এবং বিদ্যমান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক জোরদার করার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করা হয়।

ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নেওয়া আশুগঞ্জের আকরাম যেভাবে রাশিয়া গেলেন

স্টাফ রিপোর্টার : রুশ বাহিনীর হয়ে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নেওয়া ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জ উপজেলার এক তরুণের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে। তার এক সহযোদ্ধা মুঠোফোনে পরিবারকে এ তথ্য জানিয়েছেন। সহযোদ্ধার বরাত দিয়ে ওই যুবকের পরিবার জানিয়েছে, যে স্থানে সেখানে নিহত হয়েছে, সেখানে যাওয়া সম্ভব নয়। জানা যায়, রাশিয়ার হয়ে যুদ্ধে অংশ নিয়ে ইউক্রেনের ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় নিহত হন হোসেনপুর গ্রামের মো. মোরশেদ মিয়ার ছেলে মো. আকরাম হোসেন। আকরামের এক সহযোদ্ধার ফোনে এ খবর জানার পর গত বৃহস্পতিবার রাত থেকে নিহতের স্বজনদের মাঝে চলছে মাতম। তারা নিহতের লাশ ফেরত, আর্থিক ক্ষতিপূরণ ও জড়িতদের সুষ্ঠু বিচার চেয়েছেন। তাদের দাবি, আর কোনো বাবা-মার বুক যেন এভাবে

২-এর পাতায় দেখুন

আয়নাঘরে লোক না থাকলে আমার বাবা-চাচ্চুরা কোথায়

স্টাফ রিপোর্টার : 'বাবাকে ছাড়া আর থাকতে পারছি না। ৫ আগস্টের পর আমাদের এভাবে দাঁড়ানোর কথা ছিল না। আমরা বিচার পাচ্ছি না। আমাদের জন্য কোনো দেশ স্বাধীন হয়নি। আমরা তো আমাদের বাবাদের ফেরত পাইনি। আমাদের এখনো কেন এভাবে দাঁড়াতে হয়? আয়নাঘরে কোনো লোক নেই, তাহলে ওই লোকগুলো কই আমাদের বাবারা, আমাদের চাচ্চুরা কোথায় তাদের এভাবে মেরে ফেলতে পারে না।' রোববার (২০ এপ্রিল) সকালে রাজধানীর হাইকোর্টের মাজার গেইটের সামনে 'মায়ের ডাক' নামে একটি সংগঠন আয়োজিত অবস্থান কর্মসূচিতে কাঁদতে কাঁদতে এসব কথা বলছিল গুমের শিকার বংশাল থানা ছাত্রদলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক পারভেজ হোসেনের মেয়ে আদিবা ইসলাম হৃদি। ২০১৩ সালের ২ ডিসেম্বর রাজধানীর শাহবাগ থেকে যখন পারভেজ

২-এর পাতায় দেখুন

রোববার রাজধানীর হাইকোর্টের মাজার গেটের সামনে ফ্যাসিস্ট আওয়ামী খুনীদের গ্রেফতার ও বিচারের জোর দাবিতে বিক্ষোভ সমাবেশ করে মায়ের ডাক।

নাইজেরিয়ায় দুইপক্ষের সংঘর্ষে নিহত ৫৬

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : এবার মধ্য নাইজেরিয়ার বেনু রাজ্যে সহিংসতার ঘটনা ঘটলো। এই সপ্তাহে সেখানে সন্দেহভাজন যাযাবর পশুপালনকারীদের হামলায় অন্তত ৫৬ জন নিহত হয়েছে। গভর্নরের দপ্তর শনিবার (১৯ এপ্রিল) মৃতের এ সংখ্যা জানিয়েছে। এর আগের মৃত্যুর সংখ্যা ১৭ জন বলেছিল সরকারি অফিস। এখনও উদ্ধার অভিযান অব্যাহত থাকায় মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে জানিয়েছেন এক সরকারি মুখপাত্র। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা এ খবর জানিয়েছে। পুলিশের মুখপাত্র আনেনে সেউয়েসে ক্যাথরিন শুক্রবার এক বিবৃতিতে বলেন, 'বিপুল সংখ্যক সন্দেহভাজন মিলিশিয়া বেনু রাজ্যের একটি অঞ্চলে রাতের বেলায় হামলা চালিয়েছে।' এই

২-এর পাতায় দেখুন

কমছে প্রেসিডেন্টের জনপ্রিয়তা
ট্রাম্পের নীতির বিরুদ্ধে আমেরিকার ৫০ রাজ্যে একযোগে বিক্ষোভ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে বিক্ষোভে অংশ নিয়েছেন হাজারো মানুষ। মার্কিন রিপাবলিকান এই প্রেসিডেন্টের সাম্প্রতিক কিছু নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে ৫০টি অঙ্গরাজ্যে হাজার হাজার মানুষ একযোগে রাস্তায় নেমে আসেন। এই বিক্ষোভকে "স্বাধীনতার জন্য নতুন লড়াই" বলছেন প্রতিবাদকারীরা। এদিকে জনমত জরিপে ট্রাম্পের জনপ্রিয়তা কমছে। রোববার (২০ এপ্রিল) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি। সংবাদমাধ্যমটি বলছে, স্থানীয় সময় শনিবার যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি অঙ্গরাজ্যের হাজারো মানুষ একযোগে রাস্তায় নেমে এসেছিলেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাম্প্রতিক নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে। আন্দোলনটির নাম ছিল "৫০৫০১"ড় অর্থাৎ ৫০টি অঙ্গরাজ্যে ৫০টি প্রতিবাদ, একটাই আন্দোলন। এই কর্মসূচি আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরুর ২৫০তম বার্ষিকীর সঙ্গে মিলিয়ে আয়োজন করা হয়। তাই অনেক প্রতিবাদকারী বিক্ষোভের সময় "নো কিংস" (ঘড় করহমং) লেখা পোস্টার হাতে রেখেছিলেন, যেটি ইংরেজ রাজতন্ত্রবিরোধী আমেরিকান বিপ্লবের প্রতীকী চিহ্ন হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এদিনের বিক্ষোভের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল অভিবাসন ও সরকারি ব্যয়ের কাটছাঁটের ইস্যুটি। হোয়াইট হাউসের সামনেসহ উত্তর আমেরিকার এই দেশটির বহু শহরের কেন্দ্রস্থলে, এমনকি কিছু টেসলা

২-এর পাতায় দেখুন

এস আলমের ৯৯৪৮ কোটি টাকা আদায়ে নিলাম হচ্ছে ১১ একর জমি-কারখানা

স্টাফ রিপোর্টার : এস আলম গ্রুপের ৯৯৪৮ কোটি টাকা পাওনা আদায়ে চিনিকলসহ প্রায় ১১ একর সম্পত্তির নিলাম ডেকেছে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি। রোববার (২০ এপ্রিল) পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিয়ে এ নিলাম ডাকে ব্যাংকটির খাতুনগঞ্জ কর্পোরেট শাখা। চট্টগ্রামের স্থানীয় এক পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি খাতুনগঞ্জ কর্পোরেট শাখার বিনিয়োগ গ্রাহক এস আলম রিফাইন্ড সুগার ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আবদুল্লাহ হাছান এবং ব্যবস্থাপনা

২-এর পাতায় দেখুন

রাজনীতিতে আট দশকের যাত্রায় অন্যতম মুখ্য শক্তি হিসেবে আবির্ভাব জামায়াতের

স্টাফ রিপোর্টার : রাজনৈতিক দল হিসেবে যাত্রার আট দশকেরও অধিক সময় পার করেছে জামায়াতে ইসলামী। বাংলাদেশের রাজনীতিতে কখনো জোটে কখনো বা বিভিন্ন সংগঠনের আড়ালে মাঠে নেমে নিজেদের অবস্থান জানান দিয়েছে দলটি। তবে বরাবরই ছিল দ্বিদলীয় রাজনীতির বাইরের শক্তি। পেয়েছে 'কিং মেকারের' তকমাও। প্রথমবারের মতো এবারই জাতীয় রাজনীতিতে একক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। আসন্ন নির্বাচনেও ধর্মভিত্তিক দলটির প্রভাব জারি থাকবে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। মাওলানা আবুল আ'লা মওদুদীর হাত ধরে ১৯৪১ সালে লাহোরের ইসলামিয়া পার্কে জামায়াতে ইসলামীর জন্ম। জামায়াতে ইসলামী হিন্দ নামে শুরু হওয়া সামাজিক সংগঠনটিকে পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক দল হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ইসলামিক মূল্যবোধের ওপর ভিত্তি করে সমাজের পরিবর্তনই এর মূল উদ্দেশ্য বলে দাবি করত দলটি। সময়ের সঙ্গে ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের রাজনীতিতে শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করে জামায়াতে ইসলামী। যদিও সাম্প্রতিক সময়ে ভারত ও পাকিস্তানের রাজনীতিতে দলটি প্রভাব হারাচ্ছে। তবে বাংলাদেশের রাজনীতিতে যেন এর ঠিক বিপরীত চিত্র। স্বাধীনতার পর প্রথমবারের মতো জামায়াতে ইসলামী

২-এর পাতায় দেখুন

তরুণ ৩০ হাজার যোদ্ধা নিয়োগ ফিলিস্তিনি গোষ্ঠীর

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস গাজায় ৩০ হাজার তরুণ যোদ্ধাকে নিয়োগ দিয়েছে বলে জানিয়েছে সৌদি আরবের সংবাদমাধ্যম আল আরাবিয়া। হামাসের সামরিক শাখা ইজ আদ-দিন আল-কাসেম ব্রিগেডে তাদের যুক্ত করা হয়েছে। সংবাদমাধ্যমটির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নিয়োগকৃত এসব যোদ্ধাকে গোপন সামরিক ক্যাম্পে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। তবে তাদের শহুরে যুদ্ধ, রকেট নিক্ষেপ এবং বিস্ফোরক স্থাপন ছাড়া অন্য কোনো সামরিক দক্ষতা নেই বলে দাবি করেছে আল আরাবিয়া। এই যোদ্ধাদের কোন

২-এর পাতায় দেখুন

শেখ হাসিনাসহ ৪৫ জনের বিরুদ্ধে গণহত্যার প্রমাণ মিলেছে: চিফ প্রসিকিউটর

স্টাফ রিপোর্টার : গত বছরের জুলাই-আগস্টে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন দমনে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সাবেক সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের এবং ১৪ দলের বিভিন্ন নেতাসহ মোট ৪৫ জনের বিরুদ্ধে গণহত্যায় সংশ্লিষ্ট থাকার প্রমাণ মিলেছে বলে জানিয়েছেন চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম। রোববার (২০ এপ্রিল)

২-এর পাতায় দেখুন

নসরুল হামিদের ফ্ল্যাট ও গাড়ি জব্দ, ৩৭ কোটি টাকা অবরুদ্ধ

স্টাফ রিপোর্টার : সাবেক বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বিপুর ঢাকার একটি ফ্ল্যাট, তিনটি অ্যাপার্টমেন্ট, তিনটি গাড়ি জব্দ ও ৭০টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের আদেশ দিয়েছেন আদালত। এসব হিসাবে ৩৭ কোটি ৯৬ লাখ ৪৯ হাজার ৭৪৭ টাকা রয়েছে। রোববার (২০ এপ্রিল) ঢাকা মহানগর দায়রা জজ জাকির হোসেন গালিবের আদালত দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এ আদেশ দেন। দুদকের পক্ষে সহকারী পরিচালক মিনহাজ বিন ইসলাম জব্দ ও অবরুদ্ধের আবেদন করেন। জব্দ ফ্ল্যাট ও অ্যাপার্টমেন্টগুলোর

২-এর পাতায় দেখুন

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

মানবিক বাংলাদেশ

ঢাকা সোমবার ॥ ২১ এপ্রিল ২০২৫ ॥ ৮ বৈশাখ ১৪৩২ বাংলা

গাজায় ইসরায়েলি হামলায় নিহত আরও ৫৬ ফিলিস্তিনি

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি বাহিনীর বোমাবর্ষণ অব্যাহত রয়েছে। শনিবার একদিনেই কমপক্ষে ৫৬ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন গাজার স্থানীয় স্বাস্থ্য কর্মকর্তারা। এদিকে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ঘোষণা করেছেন, গাজায় হামলার মাত্রা আরও বাড়ানো হবে। তার এই ঘোষণা আসে, যখন হামাস ইসরায়েলের প্রস্তাবিত একটি সাময়িক যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। হামাসের দাবি, যুদ্ধ সম্পূর্ণভাবে বন্ধের নিশ্চয়তা ছাড়া তারা বন্দিমুক্তির কোনও চুক্তিতে যাবে না। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, ইসরায়েলি হামলা শুরুর পর গত ১৮ মাসে গাজায় ৫১,০৬৫ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন এবং ১১৬,৫০৫ জন আহত হয়েছেন। তবে গাজার সরকারি মিডিয়া অফিস আরও ভয়াবহ পরিসংখ্যান তুলে ধরেছে। তাদের দাবি, ধ্বংসস্তূপের নিচে এখনও হাজার হাজার মানুষ চাপা পড়ে আছেন, যাদের অনেকেই মৃত বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। তাই প্রকৃত মৃতের সংখ্যা ৬১,৭০০ ছাড়িয়ে গেছে বলে তারা জানিয়েছে। গাজার পাশাপাশি পশ্চিম তীরেও অভিযান জোরদার করেছে ইসরায়েলি বাহিনী। দখলকৃত পশ্চিম তীরে তুলকারেম শহরের উত্তরে এক ফিলিস্তিনি যুবককে গুলি করে পায়ে আহত করেছে ইসরায়েলি সেনারা। তাছাড়া বেইত উম্মার, ইদনা শহর এবং নাবলুস-এ অভিযান চালিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী। এসব এলাকায় ব্যাপক তল্লাশি চালানো হয়। নুর শামস শরণার্থী শিবির (তুলকারেমের কাছে) থেকে এক ফিলিস্তিনি নাগরিককে গ্রেফতার করা হয়েছে।

তুতা শহরে অভিযানের সময় ব্যাপকভাবে টিয়ার গ্যাস ও সাউন্ড বোমা ব্যবহার করা হয়েছে, যা এলাকায় আতঙ্ক ছড়ানো হয়। পাশাপাশি, সালফিত গভর্নরেটের বেশ কয়েকটি গ্রামের প্রবেশপথ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ব্রুকিন ও দেইর বল্লুত।

৩ মে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে হেফাজত ইসলামের মহাসমাবেশের ঘোষণা

স্টাফ রিপোর্টার : আগামী ৩ মে রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে মহাসমাবেশের ডাক দিয়েছে হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ। গতকাল রোববার রাজধানীর ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশে (আইডিইবি) দলটির কার্যনির্বাহী পরিষদের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠক শেষে প্রেস ব্রিফিংয়ে মহাসমাবেশের কথা জানান দলটির মহাসচিব সাজেদুর রহমান। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন হেফাজতে ইসলামের আমির শাহ্ মুহিদুল্লাহ বাবুনগরী। বৈঠকে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মহাসচিব ও হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের যুগ্ম-মহাসচিব মাওলানা মামুনুল হক বেশকিছু দাবির কথা বেলেন। তিনি বলেন, ফ্যাসিবাদী আমলে হেফাজতের বিরুদ্ধে করা মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার, ২০১৩ সালে শাপলা চত্বরে গণগত্যার বিচার করতে হবে। নারী সংস্কার কমিশনের ধর্মীয় বিধান, ইসলামী উত্তরাধিকার আইন ও পারিবারিক বৈষম্য প্রস্তাব ও কমিশন বাতিল করতে হবে। তা না হলে ৩ মে পরবর্তী কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে। এ ছাড়া ভারতীয়

৭-এর পাতায় দেখুন

বিদেশি ঋণ নিতে হলে পরামর্শকের বোঝা বইতেই হবে: পরিকল্পনা উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : বিদেশি ঋণের প্রকল্পে বাধ্য হয়েই পরামর্শক নিয়োগ দিতে হচ্ছে বলে জানিয়েছেন পরিকল্পনা উপদেষ্টা অধ্যাপক ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ। তিনি বলেন, যে কোনো বিদেশি বড় ঋণ নিতে হলে ছোট পরামর্শকের বোঝা ঘাড়ে নিতেই হবে। সেটি না হলে তারা ঋণ দিতে চায় না। রোববার (২০ এপ্রিল) একনেক সভা শেষে আয়োজিত ব্রিফিংয়ে এসব কথা বলেন তিনি। এদিন চট্টগ্রাম বে টার্মিনালের অবকাঠামো উন্নয়নসহ ১৪ প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক)। এসব প্রকল্প বাস্তবায়নে ব্যয় হবে ২৪ হাজার ২৪৭ কোটি টাকা। এর মধ্যে সরকারি তহবিলের ৩ হাজার এক কোটি টাকা, বৈদেশিক সহায়তা থেকে ১৬ হাজার ৭১৯ কোটি এবং সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন ৪ হাজার ৪২৬ কোটি টাকা। বৈঠক শেষে ব্রিফিংয়ে পরিকল্পনা উপদেষ্টা বলেন, বে টার্মিনালের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে মোট ব্যয় হবে ১৩ হাজার ৫২৫ কোটি ৫৭ লাখ টাকা। এর মধ্যে বিশ্বব্যাংক দেবে ৯ হাজার ৩৩৩ কোটি এবং সরকারি তহবিল থেকে খরচ হবে ৪ হাজার ১৯২ কোটি টাকা। তিনি বলেন, চট্টগ্রাম বন্দর আসলে সমুদ্রবন্দর নয়, এটি নদীবন্দর। কাজেই আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সমুদ্রবন্দর দরকার। এজন্য বে টার্মিনালের অবকাঠামো উন্নয়নে মেগা প্রকল্প নেওয়া হচ্ছে। এর একটি আজ অনুমোদন পেলো। আরও একটি প্রকল্প নেওয়া হবে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপের (পিপিপি) মাধ্যমে। সব মিলিয়ে এখানে চারটি টার্মিনাল হবে এবং এটি মেগা প্রকল্প হবে। প্রকল্পটি যাতে দ্রুত শেষ হয় সেজন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এক প্রশ্নের জবাবে অধ্যাপক ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ বলেন, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে রাজনৈতিকভাবে (উপকারভোগী) যুক্ত করায় প্রায় ৫০ শতাংশ প্রকৃত ভাতা পাওয়ার যোগ্য নয়। উপকারভোগী বাছাইয়ে প্রভাব বিস্তার করা হয়েছিল। ব্রিফিংয়ে পরিকল্পনা সচিব ইকবাল আব্দুল্লাহ হারুনসহ পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। একনেকে অনুমোদিত প্রকল্পগুলো হলো- জরুরি ভিত্তিতে রোহিঙ্গা সংকট মোকাবিলায় মাল্টি-সেক্টর প্রকল্প, চট্টগ্রাম মহানগরীর পয়োনিষ্কাশন ব্যবস্থা স্থাপন প্রকল্প (১ম পর্যায়) এবং চট্টগ্রাম পানি সরবরাহ উন্নয়ন। এছাড়া গ্রিন রেলওয়ে পরিবহন প্রস্তুতিমূলক কারিগরি সহায়তা, তিতাস ও বাখরাবাদ ফিল্ডে দুটি গভীর অনুসন্ধান কূপ খনন, বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের খনন সক্ষমতা বৃদ্ধি ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। এছাড়া বায়ু দূষণ পর্যবেক্ষণ যন্ত্রপাতি উন্নয়ন- বাংলাদেশ টেকসই পুনরুদ্ধার, জরুরি প্রস্তুতি ও প্রতিক্রিয়া প্রকল্প, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই), বিএডিসি উন্নয়ন- বাংলাদেশ টেকসই পুনরুদ্ধার, জরুরি প্রস্তুতি ও প্রতিক্রিয়া প্রকল্প প্রভৃতি।

ওয়াসার পানিতে ভয়াবহ ইকোলাই জীবাণু: এবি পার্টি

স্টাফ রিপোর্টার : 'ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকায় ওয়াসার পানিতে কেঁচো বা এই ধরনের পোকামাকড় পাওয়া যাচ্ছে। সেই সঙ্গে রয়েছে ময়লা ও দুর্গন্ধ। গত ফ্যাসিবাদের সময় ২২ হাজার কোটি টাকার প্রকল্প নিয়েছিল ওয়াসার লুটেরা এমডি তাসকিন এ আহমেদ। যার পুরোটাই পানি শোধনের পরিবর্তে আওয়ামী লুটেরাদের পকেটে ঢুকেছে। ওয়াসার পানিতে ভয়াবহ ইকোলাই ভাইরাস পাওয়ার পরও ওয়াসা নির্বিকার' বলে উদ্বেগ জানিয়েছেন এবি পার্টির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান ফুয়াদ। রবিবার (২০ এপ্রিল) 'ওয়াসার দূষিত পানি, ভয়াবহ স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে নগরবাসী' বিষয়ে এবি পার্টি আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি একথা বলেন। আসাদুজ্জামান ফুয়াদ বলেন, 'প্রতি বছর পানি নিয়ে একই পরিস্থিতি বিরাজ করলেও এর কোনও সমাধান নেই। বছরের পর বছর ধরে কোনও সরকারই জনগণের মৌলিক অধিকার বিশুদ্ধ খাবার পানির নিশ্চয়তা তৈরি করতে পারেনি।' তিনি বলেন, 'ওয়াসার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাঝে যে সমস্ত দুর্নীতিবাজ কেঁচো বা পোকামাকড় বসে আছে তাদের অপসারণ ব্যতীত নগরবাসীকে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করা সম্ভব নয়।' সংবাদ সম্মেলনে দূষিত পানির ভোগান্তি ও তার সমাধান বিষয়ে মুল বক্তব্য তুলে ধরেন এবি পার্টির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক

৭-এর পাতায় দেখুন

ফকিরাপুলে বিস্ফোরণে একই পরিবারের ৩ জন দগ্ধ

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকার ফকিরাপুলে একটি বাসায় গ্যাস লিকেজ থেকে বিস্ফোরণে একই পরিবারের ৩ জন দগ্ধ হয়েছেন। তাদেরকে জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়েছে। রবিবার (২০এপ্রিল) দুপুর পৌনে ১২টার দিকে মতিঝিলের ফকিরাপুল গরম পানির গলির একটি বাসার চতুর্থ তালায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। পরে আহতদের উদ্ধার করে দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। দগ্ধরা হলেন, কামরুন্নেসা রোজিনা (৪৫), তার ছেলে রিয়াজ হোসেন (২১) ও কামরুন্নেসার বোন কুলসুমা আক্তার (৩০)। তাদের বাড়ি লক্ষ্মীপুরের রায়পুর উপজেলায়। রিয়াজ হোসেন ঢাকার শান্তিনগরের হাবিবুল্লাহ বাহার ইউনিভার্সিটি কলেজের অনার্সের ছাত্র। তাদেরকে হাসপাতালে নিয়ে আসা প্রতিবেশী ভাড়াটিয়া ইব্রাহিম খলিল জানান, বাড়ির চতুর্থ তলায় ওই তিন জন ভাড়া থাকেন। বাসায় রান্না করে বিভিন্ন মেসে খাবার সরবরাহ করতেন তারা। সকাল থেকে বাসায় দুটি চুলায় রান্না করছিলেন। এসময় সেখানে গ্যাস লিকেজ থেকে হঠাৎ বিস্ফোরণ হয়। খবর পেয়ে তিনি বাসায় গিয়ে তিন জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসেন। জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের আবাসিক চিকিৎসক শাওন বিন

৭-এর পাতায় দেখুন

বিচার ব্যবস্থাকে আরও সহজ করতে হবে: আইন উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল বলেছেন, বিচার ব্যবস্থাকে আরও সহজ করতে হবে। সুবিধা না পেলেও বিচারকদের দায়িত্ব পালন করতে হবে। রোববার (২০ এপ্রিল) সকালে বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে সহকারী জজ বা সমপর্যায়ের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের জন্য আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। সীমাবদ্ধতা মেনে দায়িত্ব পালনে বিচারকদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করার আহ্বান জানিয়ে আইন উপদেষ্টা বলেন, বিচারকদের অন্যায়-অবিচার করার কোনো সুযোগ নেই। সুবিধার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের কোনো সম্পর্ক নেই। সুবিধা না পেলেও বিচারকদের দায়িত্ব পালন করতে হবে। তিনি আরও বলেন, বিচার বিভাগেও সীমাবদ্ধতা আছে। তবে সীমাবদ্ধতা মেনে সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে হবে। বিচার ব্যবস্থাকে আরও সহজ করতে হবে। আসিফ নজরুল বলেন, বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এমনভাবে প্রস্তুত করতে হবে যেন উপমহাদেশের অন্যান্য দেশগুলো থেকে প্রশিক্ষণার্থীরা বাংলাদেশে আসেন। আওয়ামী লীগ সরকারের সময় বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে এসে অনেকেই রাজনৈতিক বক্তব্য দিতেন। অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, কোটা আন্দোলনের সময় গ্রেপ্তার ১৭ বছর বয়সী শিক্ষার্থী হাসনাতুল ইসলাম ফাইয়াজের মামলার তদন্ত দ্রুত শেষ করতে অনুরোধ করা হয়েছে। তদন্ত কার্যক্রম শেষ না হলে আইন মন্ত্রণালয়ের কিছু করার নেই। তিনি আরও বলেন, এ মামলায় ২ জনের ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি আছে।? সেটি ৮ মাসেও কেন প্রত্যাহার হয়নি সেটা সংশ্লিষ্টরা বলতে পারবেন। তার ভাইকে কোনো আশ্বাস দেওয়া হয়নি। বিচার প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে।

তাপমাত্রা ও বৃষ্টি নিয়ে আবহাওয়া অফিসের নতুন বার্তা

স্টাফ রিপোর্টার : সারাদেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। এ ছাড়া আট বিভাগের দু-এক জায়গায় বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে বলেও জানিয়েছে সংস্থাটি। রোববার (২০ এপ্রিল) সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী ১২০ ঘণ্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের দু-এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ বিদ্যুৎ চমকানো অথবা বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। পাশাপাশি সারাদেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে। আগামীকাল সোমবার (২১ এপ্রিল) সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী

৭-এর পাতায় দেখুন

দ্য ইকোনমিস্টের প্রতিবেদন

মার্কিন ডলারের ওপর আস্থা হারাচ্ছে বিশ্ব?

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : মার্কিন ডলারকে দীর্ঘদিন ধরে নিরাপত্তার প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু সাম্প্রতিক প্রবণতায় ভিন্ন সুর শোনা যাচ্ছেড়ডলার এখন উল্টো আতঙ্কের উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে। জানুয়ারির মাঝামাঝি থেকে এখন পর্যন্ত মার্কিন ডলার বিশ্বের প্রধান মুদ্রাগুলোর বিপরীতে নয় শতাংশের বেশি দর হারিয়েছে। এই পতনের দুই-পঞ্চমাংশ ঘটেছে ১ এপ্রিলের পর থেকে। যদিও একই সময়ে ১০ বছর মেয়াদি ট্রেজারি বন্ডের সুদের হার ০ দশমিক ২ শতাংশ পয়েন্ট বেড়েছে। তবে সুদের হার বাড়লেও ডলারের পতন প্রমাণ করে, বিনিয়োগকারীরা যুক্তরাষ্ট্রকে এখন ঝুঁকিপূর্ণ মনে করছেন। দীর্ঘদিন ধরে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পদকে বিশ্বের সবচেয়ে স্থিতিশীল বিনিয়োগ হিসেবে বিবেচনা করা হতো। ২৭ ট্রিলিয়ন ডলারের বিশাল ট্রেজারি মার্কেট, বৈশ্বিক বাণিজ্যে ডলারের আধিপত্য এবং ফেডারেল রিজার্ভের মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের প্রতিশ্রুতি এই অবস্থানকে সুদৃঢ় করেছিল। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নীতির কারণে সেই বিশ্বাসে এখন চিড় ধরেছে। সংকটের শুরু হোয়াইট হাউজ থেকেই ট্রাম্পের বেপরোয়া বাণিজ্যযুদ্ধ এবং শুল্ক বৃদ্ধির কারণে অর্থনীতিতে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। সরবরাহ ব্যবস্থা বিঘ্নিত হয়েছে, মূল্যস্ফীতি বেড়েছে এবং ভোক্তারা ভোগান্তিতে পড়েছেন। এই অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্র মন্দার মুখোমুখি, একই সঙ্গে বাজেট ঘাটতিও ঊর্ধ্বমুখী। দেশটির মোট সরকারি ঋণ জিডিপির প্রায় ১০০ শতাংশ এবং বার্ষিক বাজেট ঘাটতি সাত শতাংশে দাঁড়িয়েছে, যা স্বাভাবিক অর্থনীতির জন্য অত্যন্ত বেশি। মার্কিন কংগ্রেস সম্প্রতি এমন একটি বাজেট পরিকল্পনা অনুমোদন করেছে, যার ফলে আগামী এক দশকে আরও ৫ দশমিক ৮ ট্রিলিয়ন ডলারের

৭-এর পাতায় দেখুন

৬ দফা দাবি আদায়ে পলিটেকনিক শিক্ষার্থীদের আল্টিমেটাম

স্টাফ রিপোর্টার : ছয় দফা দাবি আদায়ে ৪৮ ঘণ্টার আল্টিমেটাম দিয়েছেন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা। তারা বলছেন এই সময়ের মধ্যে সরকারের পক্ষ থেকে কোনো ঘোষণা না এলে লংমার্চ টু ঢাকা কর্মসূচি পালন করবেন তারা। রোববার (২০ এপ্রিল) রাজধানীর শেরে বাংলা নগর ঢাকা মহিলা পলিটেকনিকের সামনে মহাসমাবেশে এ ঘোষণা দেন শিক্ষার্থীরা। এর আগে জুনিয়র ইন্সট্রাকটর পদে ক্রাফট ইন্সট্রাকটরদের প্রমোশনের হাইকোর্টের রায় বাতিল, ক্রাফট ইন্সট্রাকটর পদবি পরিবর্তন এবং ওই মামলার সঙ্গে সম্পৃক্ত সবাইকে স্থায়ীভাবে চাকরিচ্যুত করাসহ ছয় দফা দাবি পূরণের জন্য ঢাকা মহিলা পলিটেকনিকের সামনে মহাসমাবেশ এর ডাক দিয়েছে শিক্ষার্থীরা। এ ছাড়া সমাবেশে কুমিল্লায় পলিটেকনিক শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার প্রতিবাদ জানানো হয়।

৭-এর পাতায় দেখুন

রোববার জাতীয় প্রেসক্লাব সম্মুখে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ করে সাধারণ ডিপ্লোমা নার্সিং ও মিডওয়াইফারি এবং ইন্টার্ন শিক্ষার্থীবৃন্দ।

নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ ও আওয়ামী অঙ্গসংগঠনের ১০ জন গ্রেফতার

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীতে পৃথক অভিযান চালিয়ে নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগের বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের ১০ সদস্যকে গ্রেফতার করেছে ডিএমপির গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি)। রোববার (২০এপ্রিল) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশন্স বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মুহাম্মদ তালেবুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেন। গ্রেফতার ১০ জন হলো- ঢাকা মহানগর উত্তর ছাত্রলীগের উপ-দপ্তর সম্পাদক মো. সাব্বির আহমদ নির্ঝর (২৮), মহানগর উত্তর ছাত্রলীগের পরিবেশবিষয়ক উপ-সম্পাদক কামরুল আহসান নিশাদ (২৮), শাহবাগ থানার ২০ নং ওয়ার্ড ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইব্রাহিম খলিল ওরফে কালু (২৫), ঢাকা মহানগর দক্ষিণ ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক শাকিল হোসেন ওরফে জীবন (৩০), মোহাম্মদপুর থানার ২৯ নং

৭-এর পাতায় দেখুন

লোকসানে পেশা ছেড়ে দিচ্ছেন লবণচাষীরা

স্টাফ রিপোর্টার : ক্রমাগত লোকসানে লবণচাষীরা পেশা ছেড়ে দিচ্ছেন। লবণের উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি, খরচের তুলনায় দাম অর্ধেকে নেমে যাওয়া, ন্যায্য পারিশ্রমিক না পাওয়ায় চাষীরা লবণ চাষ ছাড়ছেন। মূলত মহাজনরাই বেশির ভাগ লবণ মাঠের মালিক। তাদের কাছ থেকে মাঠ ইজারা নিয়ে চাষীরা লবণ চাষ করেন। আরেকটি পক্ষ নগদ অর্থের জোগান দেয়। লবণের মাঠ ইজারা নেয়ার সময় কিছু টাকা পরিশোধ করতে হয়। আর ওই টাকার জন্য বিত্তশালীদের কাছ থেকে ঋণ নেন কৃষকরা। কিন্তু লোকসানে মৌসুম শেষে ওই টাকা পরিশোধ করতে পারে না চাষীরা। অথচ আগে লবণ চাষে পুঁজি কম লাগতো কিন্তু উৎপাদন বেশি হতো। বিক্রি করে লাভও হতো। কিন্তু এখন উল্টো লোকসান হয় মোটা টাকা। বিসিক এবং লবণচাষীদের সূত্রে এসব তথ্য জানা যায়। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, কক্সবাজার জেলার ৯টি উপজেলায় দেশের মোট লবণ উৎপাদনের ৮৭ শতাংশ হয়। বাকিটা চট্টগ্রামের বাঁশখালী থেকে আসে। দেশে চাহিদার সঙ্গে পাল্লা লবণের উৎপাদন বাড়লেও চাষীদের ভাগ্য পরিবর্তন হয়নি। এবার মৌসুমের শুরুতে মাঠের লবণ মণপ্রতি ৩০০ টাকার ওপরে বিক্রি হলেও এখন মৌসুমের মূল সময়ে দাম উৎপাদন খরচের অর্ধেকে নেমে এসেছে। এভাবে প্রতি বছর লোকসান দিয়ে চাষীরা ঋণগ্রস্ত হচ্ছেন। এমন পরিস্থিতিতে অনেক লবণচাষী বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশনের থেকে আগে নেয়া ঋণ পরিশোধ করতে পারছেন না। ফলে ঋণমুক্ত হতে তারা বাধ্য হয়ে অন্য পেশা বেছে নিচ্ছেন। সূত্র জানায়, এবার লবণ মৌসুমের মূল সময়ে এসে হঠাৎ কমে গেছে দাম। গত বছর এ সময়ে (মার্চ-এপ্রিলে) প্রতি মণ লবণ ৩৫০ থেকে ৩৬০ টাকা এবং ২০২৩

৭-এর পাতায় দেখুন

দেশের পূর্বাঞ্চলে বন্ধ রয়েছে ৩৭টি ট্রেন

চট্টগ্রাম প্রতিনিধি : আধুনিক বিশ্বের সবচেয়ে আরামদায়ক, সাশ্রয়ী ও নিরাপদ যোগাযোগ মাধ্যমের নাম রেলব্যবস্থা। বাংলাদেশেও যোগাযোগ ব্যবস্থায় সড়কপথের তুলনায় রেলপথে ভ্রমণ করা নিরাপদ এবং আরামদায়ক। ট্রেনে ভ্রমণ করতে কষ্ট যেমন কম, তেমনি খরচও সাধ্যের মধ্যে। তাই মধ্যবিত্ত থেকে শুরু করে উচ্চবিত্তরাও ট্রেন ভ্রমণে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। কিন্তু যাত্রীদের চাহিদা অনুযায়ী সুযোগ-সুবিধা বাড়াতে পারেনি রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ। বাড়েনি সেবার মান ও রুট। উল্টো ইঞ্জিন, কোচ, ক্রু সংকটে রেলওয়ে পূর্বাঞ্চলে বন্ধ রয়েছে ৩৭টি ট্রেন। বাংলাদেশ রেলওয়ের তথ্য মতে, রেলওয়ে পূর্বাঞ্চলে বর্তমানে ৫৮টি আন্তঃনগর এবং কমিউটার ও মেইল ট্রেনসহ ৬০টি ট্রেন চলাচল করে। এছাড়া চট্টগ্রাম থেকে সারাদেশে ৮টি কন্টেনার ট্রেন এবং ১৯টি গুডস ট্রেন চলাচল করে। লোকাল ও ডেমু ট্রেন মিলিয়ে ৩৭টি ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে। বাংলাদেশ রেলওয়ের তথ্য অনুযায়ী, সারাদেশে মোট ১২০টি আন্তঃনগর ট্রেন চলাচল করে। এর মধ্যে পূর্বাঞ্চলে ৫৮টি এবং পশ্চিমাঞ্চলে ৬২টি। কমিউটার ও মেইল ট্রেন চলাচল করে ১২৮টি। এর মধ্যে পূর্বাঞ্চলে ৬০টি এবং পশ্চিমাঞ্চলে চলে ৬৮টি। এছাড়া সারাদেশে আটটি কনটেইনার ট্রেন এবং ১৯টি গুডস ট্রেন চলাচল করে। সব মিলিয়ে বর্তমানে চালু আছে ২৭৫টি

৭-এর পাতায় দেখুন

এস আলমের ৯৯৪৮ কোটি টাকা আদায়ে নিলাম হচ্ছে ১১ একর জমি-কারখানা

স্টাফ রিপোর্টার : এস আলম গ্রুপের ৯৯৪৮ কোটি টাকা পাওনা আদায়ে চিনিকলসহ প্রায় ১১ একর সম্পত্তির নিলাম ডেকেছে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি। গতকাল রোববার পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দিয়ে এ নিলাম ডাকে ব্যাংকটির খাতুনগঞ্জ কর্পোরেট শাখা। চট্টগ্রামের স্থানীয় এক পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি খাতুনগঞ্জ কর্পোরেট শাখার বিনিয়োগ গ্রাহক এস আলম রিফাইন্ড সুগার ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আবদুল্লাহ হাছান এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ সাইফুল আলমের কাছ থেকে ২০২৫ সালের ২৪ মার্চ পর্যন্ত লভ্যাংশসহ ব্যাংকের খেলাপি বিনিয়োগ বাবদ পাওনা ৯ হাজার ৯৪৮ কোটি ৪২ লাখ ৭০ হাজার টাকা এবং আদায়কাল পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ ও অন্যান্য খরচ আদায়ের

৭-এর পাতায় দেখুন

টানা দুবারের বেশি কেউ প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না, প্রস্তাবে একমত বিএনপি

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, 'এক ব্যক্তি টানা দুইবারের বেশি প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না; এই বিষয়ে বিএনপি একমত পোষণ করেছে। তবে একবার গ্যাপ দিয়ে আবারও প্রধানমন্ত্রী হতে কোনো সমস্যা নেই - এটাই বিএনপির অভিমত। রোববার (২০ এপ্রিল) দুপুরে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে বৈঠক শেষে মধ্যাহ্ন বিরতিতে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এ মন্তব্য করেন তিনি। এ সময় সালাহ উদ্দিন আহমেদ বলেন, সংস্কার প্রস্তাবের সঙ্গে মত ও দ্বিমতের বিষয়ে পঞ্চদশ সংশোধনীর পূর্বাবস্থা চায় বিএনপি। রাষ্ট্রের নাম পরিবর্তনের সঙ্গে একমত নয় দলটি। এতদিন পরে রাষ্ট্রের নাম পরিবর্তনের কোনো যৌক্তিকতা নেই বলেও দাবি করেন সালাউদ্দিন আহমেদ। এছাড়া সাম্য, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক ন্যায়বিচারে বিএনপি একমত হয়েছে জানিয়ে সালাহউদ্দিন বলেন, 'ইন্টারনেটকে মৌলিক অধিকার অন্তর্ভুক্ত করতে একমত বিএনপি। মৌলিক অধিকারে সব না এনে যা নিশ্চিত করার সামর্থ্য রয়েছে, ততটুকু করার আহ্বান জানিয়েছি। 'নারীদের জন্য সংসদে ৫০ থেকে ১০০ আসন করায় মত দিয়েছেন জানিয়ে বিএনপির এই নেতা বলেন, 'পরবর্তী সংসদে বিস্তারিত আলোচনার পর বাস্তবায়ন করা হবে। প্রতিনিধি দলের অন্য সদস্যরা হলেন- দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান, চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য ইসমাইল জবিহউল্লাহ, সাবেক সচিব আবু মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ও সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল। জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান সংবিধান সংস্কার কমিশনের প্রধান অধ্যাপক আলী রীয়াজের সভাপতিত্বে বৈঠকে রয়েছেন কমিশনের সদস্য বদিউল আলম মজুমদার, ইফতেখারুজ্জামান, সফর রাজ হোসেন এবং প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দার। গত বৃহস্পতিবার বিএনপি ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিল।

লালবাগে প্লাস্টিক কারখানায় বিদ্যুৎস্পৃষ্টে একজনের মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর লালবাগে ইসলামবাগ এলাকায় একটি প্লাস্টিক কারখানায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মো. হাসান (৫৫) নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। গত শনিবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে অচেতন অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। নিহত ওই ব্যক্তির ছেলে সালমান জানান, তার বাবা লালবাগ ইসলামবাগের এলাকায় একটি প্লাস্টিক কারখানায় অসাবধানতাবশত বিদ্যুতের তারের সঙ্গে জড়িয়ে যান। পরে খবর পেয়ে দ্রুত অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে আসলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। তিনি আরো জানান, তাদের গ্রামের বাড়ি ফরিদপুর জেলা নগরকান্দা থানা জুংগুরদী এলাকায়। লালবাগের শহীদ নগর এলাকার ৩৩/এ নম্বর

৭-এর পাতায় দেখুন

সংকটে মুমূর্ষু টেকনাফের চিকিৎসা ব্যবস্থা

টেকনাফ (কক্সবাজার) প্রতিনিধি : চিকিৎসক ও নার্স সংকটে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন কক্সবাজারের টেকনাফ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আসা সেবা প্রার্থীরা। দাতা সংস্থার বাজেট ও লোকবল সংকটের পাশাপাশি বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত এখানকার চিকিৎসা ব্যবস্থা। এছাড়া দেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ সেন্টমার্টিন, হ্নীলা সাব সেন্টার ও ডেলিভারি সেন্টারও বন্ধ রয়েছে। হাসপাতালে এক্সরে মেশিন ও ইসিজি আছে কিন্তু টেকনিশিয়ান না থাকায় মানুষ সেবা পাচ্ছে না, যার কারণে সাধারণ মানুষ অত্যন্ত কষ্টে আছে। এছাড়া সরকারি অ্যাম্বুলেন্স আছে, কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে চালক নেই। তবে টেকনাফ উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. প্রণয় রুদ্রের প্রচেষ্টায় স্থানীয়ভাবে চালক ম্যানেজ করে এ সেবাটি কোনোমতে চালু রাখা হয়েছে। তাছাড়া নেই পরিচ্ছন্নতা কর্মী ও সিকিউরিটি গার্ড। নবজাতক শিশু পরিচর্যা ইউনিট (এনআইসিইউ) বন্ধ রয়েছে গত জানুয়ারি মাসের এক তারিখ থেকে। তাছাড়া হাসপাতালে ২৯ জন নার্সের মধ্যে ৭ জন নার্স রয়েছেন। মিডওয়াইফ আছেন চারজনের মধ্যে ১ জন। এমএলএসএস আছেন মাত্র দুই জন, তার মধ্যেও একজনকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে। এদিকে হাসপাতালটিতে কোনো ধরনের ফার্মাসিস্ট নেই। সাধারণ মানুষ সকালে গিয়ে একটি টিকিট সংগ্রহ করে যে চিকিৎসা নেবে, সেখানেও কোনো লোকজন নেই। টেলিমেডিসিন সেবা বন্ধ রয়েছে। ব্লাড ট্রান্সফিউশন ও কিশোরী বান্ধব কেন্দ্রও বন্ধের পথে। অপরদিকে সেন্টমার্টিনে এনজিওর সহযোগিতায় ১৬ জন স্টাফ নিয়ে ২৪ ঘণ্টা সেবা দিতে একটি ডেলিভারি সার্ভিস সেন্টার ছিল। এনজিও সংস্থার বাজেট ও লোকবল না থাকায় সেটিও বর্তমানে বন্ধ আছে। আর হ্নীলা উপ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ১০ জন লোকবল নিয়ে একটি ডেলিভারি সেন্টার ছিল, কিন্তু বাজেট না থাকায় লোকবল সংকটে আপাতত সেটিও বন্ধ। এ বিষয়ে সিপিপির জাতীয় পদকপ্রাপ্ত নারীনেত্রী কুলসুমা বেগম বলেন, হাসপাতালে আগে

৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, ই-মেইল : news.manabikbangladesh@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.manabikbangladesh.com.

নতুন দুই বিচারপতিকে অ্যাটর্নি

আহমেদ। শুরুতে অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান অ্যাটর্নি জেনারেল অফিসের পক্ষে এবং সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির পক্ষে সভাপতি এ এম মাহবুব উদ্দিন খোকন নতুন দুই বিচারপতি এ কে এম আসাদুজ্জামান ও বিচারপতি ফারাহ মাহবুবকে সংবর্ধনা দেন। পরে সংবর্ধনার জবাবে দুই বিচারপতি বক্তব্য দেন। এরপর সংবর্ধনায় উপস্থিত হওয়ার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানান প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদ। বিচারপতি এ কে এম আসাদুজ্জামান রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এলএলবি ও এলএলএম ডিগ্রি অর্জনের পর ১৯৮৩ সালে জেলা আদালতে আইনজীবী হিসেবে তালিকাভুক্ত হন। এরপর ১৯৮৫ সালে হাইকোর্ট এবং ২০০১ সালে আপিল বিভাগের আইনজীবী হিসেবে তালিকাভুক্ত হন। ২০০৩ সালের ২৭ আগস্ট হাইকোর্ট বিভাগের অতিরিক্ত বিচারপতি হিসেবে এবং দুই বছর পর স্থায়ী বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ পান। বর্তমানে তিনি সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগ সংক্রান্ত জুডিসিয়াল অ্যাপয়েন্টমেন্ট কাউন্সিলের সদস্য।বিচারপতি ফারাহ মাহবুব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এলএলবি ও এলএলএম ডিগ্রি অর্জনের পর ১৯৯২ সালে জেলা আদালতে আইনজীবী হিসেবে তালিকাভুক্ত হন। এরপর ১৯৯৪ সালে হাইকোর্ট এবং ২০০২ সালে আপিল বিভাগের আইনজীবী হিসেবে তালিকাভুক্ত হন। ২০০৪ সালের ২৩ আগস্ট হাইকোর্ট বিভাগের অতিরিক্ত বিচারপতি হিসেবে এবং দুই বছর পর স্থায়ী বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ পান।

এস আলমের ৯৯৪৮ কোটি টাকা

পরিচালক মোহাম্মদ সাইফুল আলমের কাছ থেকে ২০২৫ সালের ২৪ মার্চ পর্যন্ত লভ্যাংশসহ ব্যাংকের খেলাপি বিনিয়োগ বাবদ পাওনা ৯ হাজার ৯৪৮ কোটি ৪২ লাখ ৭০ হাজার টাকা এবং আদায়কাল পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ ও অন্যান্য খরচ আদায়ের নিমিত্তে অর্থঋণ আদালত আইন ২০০৩এর ১২ (৩) ধারা মোতাবেক বন্ধকী সম্পত্তি নিলামে বিক্রয়ের জন্য আগ্রহী ক্রেতাদের কাছ থেকে দরপত্র আহ্বান করা হয়। প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি সূত্রে জানা গেছে, তিনটি রেজিস্টার্ড মর্টগেজ চুক্তি অনুসারে ১০ দশমিক ৯৩ একর জায়গা এবং এসব জায়গার উপর কারখানা, মেশিনারিজ, অফিস বিল্ডিংসহ আনুষাঙ্গিক স্থাপনা নিলামে তোলা হয়। এরমধ্যে ২০১৪ সালের ১৩ ও ১৬ মার্চের ৩৭৪৬ নং, ২০১৩ সালের ২৮ ও ২৯ মের ৮০৫৭ নং এবং ২০১৩ সালের ১৪ ও ১৫ জুলাইয়ের ৩৩২৭ নং রেজিস্টার্ড মর্টগেজ চুক্তিবদ্ধ সম্পদ রয়েছে।

শেখ হাসিনাসহ ৪৫ জনের বিরুদ্ধে

শুনানিকালে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালকে এ কথা জানান তিনি। এ সময় প্রসিকিউশনকে আগামী ২০ জুলাইয়ের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ দেন ট্রাইব্যুনাল। এর আগে, সকালে সাবেক মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীসহ ১৯ জনকে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয় শুনানির জন্য। তাদের উপস্থিতিতে ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান বিচারপতি মো. গোলাম মর্তুজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের বেঞ্চ এ আদেশ দেন। আদালতে চিফ প্রসিকিউটর জানান, মামলার তদন্ত প্রায় শেষ পর্যায়ে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে গণহত্যা, পরিকল্পিত সহিংসতা ও মানবতাবিরোধী অপরাধের নানা তথ্য-উপাত্ত জড়ো করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, তদন্তে এমন সব সাক্ষ্যপ্রমাণ উঠে এসেছে, যা থেকে স্পষ্ট যে, অভিযুক্তরা রাষ্ট্রীয় শক্তি ব্যবহার করে নিরীহ জনগণের বিরুদ্ধে সহিংসতা চালিয়েছেন। রোববার (২০ এপ্রিল) ট্রাইব্যুনালে হাজির করা আসামিরা হলেন আওয়ামী লীগ সরকারের সাবেক মন্ত্রী আনিসুল হক, ফারুক খান, ডা. দীপু মনি, আব্দুর রাজ্জাক, শাজাহান খান, গোলাম দস্তগীর গাজী, আমির হোসেন আমু, কামরুল ইসলাম, রাশেদ খান মেনন ও হাসানুল হক ইনু, সাবেক প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা তৌফিক-ই ইলাহী চৌধুরী ও সালমান এফ রহমান, সাবেক প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার ও জুনায়েদ আহমেদ পলক, সাবেক এমপি সোলাইমান সেলিম, আপিল বিভাগের সাবেক বিচারপতি এ এইচ এম শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক, সাবেক স্বরাষ্ট্রসচিব জাহাংগীর আলম, সাবেক আইজিপি চৌধুরী আবদুল্লাহ আল মামুন এবং ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টারের (এনটিএমসি) সাবেক মহাপরিচালক জিয়াউল আহসান।

নসরুল হামিদের ফ্ল্যাট ও গাড়ি জব্দ

মধ্যে, ফ্ল্যাটটি রাজধানী ঢাকার পরিবাগের প্রিয়প্রাঙ্গণে, আর তিনটি অ্যাপার্টমেন্ট বনানীর পিপি টাওয়ারে রয়েছে। এসবের মূল্য ধরা হয়েছে, ৮৫ লাখ ৫ হাজার ৯৪৭ টাকা। দুদকের জনসংযোগ কর্মকর্তা আকতারুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেন। আবেদনে বলা হয়েছে, আসামি নসরুল হামিদের নামে স্থাবর সম্পদ এবং অস্থাবর সম্পদ অর্জনের তথ্য পাওয়া যায়। আসামি নসরুল হামিদের নামে অর্জিত এসব সম্পদ দলিল সম্পাদন বা অন্য কোন পন্থায় মালিকানা পরিবর্তন বা হস্তান্তর করার সম্ভবনা রয়েছে। সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে নসরুল হামিদের নামে অর্জিত স্থাবর সম্পদ জব্দ এবং অস্থাবর সম্পদ অবরুদ্ধ করা আবশ্যক।

তরুণ ৩০ হাজার যোদ্ধা নিয়োগ

সময় নিয়োগ দেওয়া হয়েছে সেটি স্পষ্ট করে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়নি। তবে দখলদার ইসরায়েলের সঙ্গে চলমান যুদ্ধের সময় তাদের দলভুক্ত করা হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। ওই সময় থেকে গাজার নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার চেষ্টা করে আসছে ইসরায়েলি সেনারা। এছাড়া তারা তাদের জিম্মিদের মুক্ত করার চেষ্টা করছে। তবে দেড় বছরের বেশি সময় ধরে বর্বর হামলা চালিয়েও এখন পর্যন্ত পুরোপুরি গাজার নিয়ন্ত্রণ নিতে পারেনি তারা। এছাড়া জিম্মিদেরও মুক্ত করতে ব্যর্থ হয়েছে দখলদার বাহিনী। যদিও সাম্প্রতিক সময়ে গাজা-ইসরায়েল সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলো দখল করতে সমর্থ হয়েছে তারা। এতে করে গাজার প্রায় অর্ধেক অংশ এখন ইসরায়েলিদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এসব অঞ্চলে থাকা সব ঘরবাড়ি ধ্বংস করে সেখানে 'বাফার জোন' তৈরি করেছে ইসরায়েল। যেখানে গাজার কোনো মানুষকে প্রবেশ করতে দিচ্ছে না দখলদাররা।

রাজনীতিতে আট দশকের যাত্রায়

দেশের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় উঠে আসে প্রয়াত রাষ্ট্রপতি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের শাসনামলে। এরশাদ সরকারের অধীনে ১৯৮৬ সালের নির্বাচনে ১০টি আসন পায় দক্ষিণপন্থী দলটি। যদিও ১৯৮৮ সালের একতরফা নির্বাচনে তারা অংশ নেয়নি। বরং বিএনপি ও আওয়ামী লীগের সঙ্গে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে অংশ নেয়। নব্বইয়ের গণ-অভ্যুত্থানের ঠিক পর পরই ১৯৯১ সালের নির্বাচনে ১৮টি আসনে জয়ী হন জামায়াতের প্রার্থীরা। সে সময় বিএনপিকে সরকার গঠনে সমর্থনও করেন তারা। একসময় বিএনপিকে দেয়া সেই সমর্থন প্রত্যাহার করে জামায়াতে ইসলামী। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে ১৯৯৪ সালে আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টির সঙ্গে যুগপৎ আন্দোলনে শরিক হয় তারা। ১৯৯৬ সালের ১২ জুনের নির্বাচনে অংশ নিয়ে অবশ্য তিনটি আসন পায়। নির্বাচনের দুই বছর পর আবারো বিএনপির সঙ্গে জোট করে জামায়াত। এ জোটে থেকেই ২০০১ সালের ১ অক্টোবরের নির্বাচনে অংশ নিয়ে ১৭ আসন পেয়ে সরকারের অংশ হয়। তারপর দীর্ঘ সময় বিএনপির সঙ্গেই ছিল জামায়াতে ইসলামী। পরবর্তী সময়ে নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করলে বিএনপির সঙ্গেই আন্দোলন চালিয়ে যায় জামায়াত। অবশেষে ২০২২ সালে বিএনপি জোট ছেড়ে আসে। যদিও শেখ হাসিনার শাসনের সময়জুড়ে দলের নিবন্ধন বাতিল, প্রভাবশালী নেতাদের ফাঁসিতে অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে পড়ে দলটির। সর্বশেষ জুলাই অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনার পতন ঘটার দিন তিনেক আগে দলটির ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করে সরকার। এবারই প্রথম নয়, একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়ায় জামায়াতে ইসলামী স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে বেশ প্রশ্নবিদ্ধ হয়। এরই সূত্র ধরে ১৯৭২ সালে বাংলাদেশে সাংবিধানিকভাবে সব ধরনের ধর্মভিত্তিক দলের রাজনীতি নিষিদ্ধ হলে বন্ধ হয়ে যায় জামায়াতেরও সব ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড। পাকিস্তান আমলে ১৯৫৮ সালেও সেনাশাসক আইয়ুব খানের সময় প্রথমবার নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়তে হয় জামায়াতে ইসলামীকে। দলটি আরো একবার ১৯৬৪ সালে নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়েছিল। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে ১৯৭৭ সালের দিকে জিয়াউর রহমান জনসমর্থন আদায়ের জন্য জামায়াতের মতো দলগুলোর সহযোগিতা নিতে থাকেন। কিন্তু তার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে জামায়াত আবারো ছিটকে পড়ে। সেখান থেকে আবার ঘুরে দাঁড়ায় বিএনপি কিংবা বড় দলগুলোর হাত ধরেই। চব্বিশের গণ-অভ্যুত্থানের পর রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে জাতীয় রাজনীতির কেন্দ্রে জায়গা করে নেয় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, যা অতীতে ছিল না। এবার ভোটের হিস্যায় দলটি বেশ প্রভাব বিস্তার করবে বলে মনে করেন লেখক ও গবেষক আলতাফ পারভেজ। এ বিষয়ে তিনি বলেন, 'জামায়াতের প্রভাব বাড়ছে। তবে সেটিকে পুরো জামায়াতের কৃতিত্ব বলা যাবে না। সমাজে ধর্মের প্রভাব বেড়েছে এবং তা কালেক্টিভ। অর্থাৎ রাজনৈতিকভাবে স্মার্ট হওয়ায় ইসলামের সামগ্রিক প্রভাবকে নিজেদের বলে তুলে ধরছে দলটি। ফলে পুরো ইসলামিক ঘরানার নেতৃত্বও নিজেদের হাতে বলে দাবি করছে।' গবেষক আলতাফ পারভেজ আরো বলেন, 'সমাজের কত শতাংশ মানুষকে জামায়াত প্রতিনিধিত্ব করে তা বোঝা যাচ্ছে না, যেহেতু ১৫ বছর ধরে কোনো নির্বাচন ছিল না। এবার নির্বাচন হলে এবং তা সুষ্ঠু হলে সেটি বোঝা যাবে। তবে এটি সত্য, শহরের তুলনায় গ্রামে বিশেষ করে উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলে জামায়াতের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। আসন্ন নির্বাচনে আসন কয়টি পাবে জানি না। তবে ভোটের হার অপ্রত্যাশিতভাবে অনেক বাড়বে। আমি মনে করি ভোটের হিস্যায় জামায়াত সারপ্রাইজ দেবে।' ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর বিএনপির সঙ্গে দূরত্ব বাড়ে জামায়াতে ইসলামীর। মূলত অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকেই নির্বাচন প্রসঙ্গে দল দুটি ভিন্ন অবস্থান নিয়েছে। শুরুতে যৌক্তিক সময়ে নির্বাচন আয়োজনের দাবি করেছিল বিএনপি। অন্যদিকে নির্বাচন নিয়ে জামায়াতের পক্ষ থেকে কোনো তাড়াহুড়ো দেখা যাচ্ছে না। সর্বশেষ নির্বাচনী রোডম্যাপসহ অন্যান্য ইস্যুতে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে দেখা করে আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচনের দাবি জানায় বিএনপি। তবে ডিসেম্বর নয়, বরং সংস্কারের পর নির্বাচন দাবি করে বিএনপি থেকে স্পষ্ট ভিন্ন অবস্থান ধরে রাখে জামায়াত। এর পাশাপাশি আরো কিছু বিষয়ে দল দুটি এখন দুই মেরুতে কথা বলছে।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে একক শক্তি হিসেবে জামায়াতের আবির্ভূত হওয়ার মুখ্য কারণ তিনটি বলে উল্লেখ করেন দলটির সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার। এ বিষয়ে তিনি বলেন, 'প্রথমত, আমরা মনে করি জামায়াত একটি আদর্শবাদী রাজনৈতিক দল। এর ওপর ভিত্তি করেই আমাদের রাজনীতিবিদদের মনন, বিশ্বাস ও জীবন গড়ে ওঠে। আমরা এটিকে জীবনের লক্ষ্য মনে করি। এমন একটি দলে কার ফাঁসি হয়ে গেল কিংবা কে জেলে গেল, তা দিয়ে দুর্বল করা যায় না। এটিই আমাদের অদম্য শক্তির উৎস, যা অন্য রাজনৈতিক দলগুলোর মতো না। দ্বিতীয়ত, আমাদের ওপর যে দেশব্যাপী যে জুলুম হয়েছে এতে মানুষের মধ্যে সমবেদনা ও সহানুভূতি তৈরি হয়েছে, সেটি এখানে কাজ করেছে। তৃতীয়ত, ফ্যাসিবাদী হাসিনার বিদায়। এতে আমাদের ওপর যে খড়্গ ছিল তা দূর হয়েছে। আমরা মানুষের কাছে যেতে পারছি।' জামায়াত সেক্রেটারি জেনারেল আরো বলেন, 'রাজনীতির বৃহত্তর স্বার্থে প্রয়োজন হলে ইস্যুতে হয়তো কোনো কোনো দলের সঙ্গে জোট করেছি, লিয়াজোঁ করেছি। তবে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে নিজস্ব কর্মসূচি নিয়ে মাঠে থেকেছি। কিন্তু কারো আশ্রয়ে ছিলাম না। গত ৫ আগস্টের পর সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক শক্তি যেটি মানুষের কাছে পৌঁছেছে সেটি নিয়েই সামনে চলার জন্য পরিকল্পনা নিয়েছি। সামনের জাতীয় নির্বাচনকে ঘিরে সংগঠনের সব কার্যক্রম আবর্তিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে আমাদের শক্তি নিজস্ব সাংগঠনিক ভিত্তি ও জনগণের ভালোবাসা। ভোটের রাজনীতিতেও আমরা আশাবাদী। অতীতের নির্বাচনের চেয়ে ২০২৫-২৬-এর নির্বাচনে আমরা বেশি আশাবাদী। সামাজিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তনসহ অনেক কারণ আছে। নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হলে অন্যান্য যেকোনো সময়ের চেয়ে আমাদের নির্বাচনী ফলাফল ভালো হবে।'

আয়নাঘরে লোক না থাকলে

হোসেন নিখোঁজ হন, তখন তার মেয়ে হুদির বয়স ছিল মাত্র দুই বছর। ছোট্ট সেই শিশুর বয়স এখন প্রায় ১৪ বছর। কিন্তু এখনো বাবাকে খুঁজে পায়নি সে। পায়নি বিচারও। তাইতো গুম সংক্রান্ত কোনো অনুষ্ঠান হলেই বাবার ছবি হাতে সেখানে ছুটে যায় হুদি। অবস্থান কর্মসূচিতে হুদি বলছিল, 'আমরা বিচার চাই। আমার ভাইটা তো বাবাকে দেখেইনি। আমি শুধু আমার বাবাকে ফেরত চাই।' "বলপূর্বক গুম ও বিচারবহির্ভূত হত্যার সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন বাহিনীর অভিযুক্ত কর্মকর্তা এবং ফ্যাসিস্ট আওয়ামী খুনিদের গ্রেপ্তার ও বিচারের" দাবিতে এই অবস্থান কর্মসূচির আয়োজন করে 'মায়ের ডাক'। অবস্থান কর্মসূচিতে গুম-খুনের শিকার ব্যক্তিদের পরিবার ও গুম থেকে ফিরে আসা ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। এমনই একজন লক্ষ্মীপুরে গুমের শিকার ওমর ফারুকের ছেলে ইমন। তিনি বলেন, ২০১৪ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামের পতেঙ্গা থেকে আমার বাবাকে র‍্যাব তুলে নিয়ে যায়। অন্তর্বর্তী সরকারের আট মাস অতিবাহিত হলেও আমাদের সন্তানদের সন্ধান দিতে পারেনি। আমাদের একটাই দাবি, যেসব কর্মকর্তা গুম-খুনের অপরাধে অভিযুক্ত, তাদের দ্রুত অপসারণ করতে হবে। যদি তাদের চাকরিচ্যুত করা না হয়, তাহলে আমরা নিরাপদ নই, আমাদের পরিবার নিরাপদ নয়। আমরা চাই যেসব কর্মকর্তা গুম-খুনের অভিযোগে অভিযুক্ত তাদের আইনের আওতায় আনা হোক। তাদের বিচার করা হোক। বিচারের সময় এখনই। ২০১৩ সালের ডিসেম্বরে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পরিচয়ে তুলে নেওয়া হয় বিএনপি নেতা সাজেদুল ইসলাম সুমনকে। এরপর থেকে আর তার কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। তার বোন আফরোজা ইসলাম আঁখি বলেন, গত ১৩ বছর ধরে আমরা রাস্তায় আছি। কিন্তু খুবই বিস্ময় ও আশ্চর্যের ব্যাপার আজকেও আমাদের দাবি আদায়ে রাস্তায় দাঁড়াতে হচ্ছে। এর থেকে লজ্জার কথা আর কিছু হতে পারে না। নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না নিজেকে গুমের শিকার হয়েছেন বলে জানান। তিনি বলেন, আমাদের দাবি একটাই: এতদিন ধরে হওয়া অত্যাচার, নির্যাতনের বিচার যেনো আমরা পাই। যদি এসব অন্যায়, অত্যাচার, নির্যাতনের বিহিত না হয়, তাহলে দেশে ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠা হবে না, একটি সুন্দর দেশ হবে না, যে নতুন বাংলাদেশ গড়তে চাইছি, সেই বাংলাদেশ গড়ে উঠবে না। শুধু গুম-খুনের শিকার ব্যক্তিদের পরিবারই নয়, 'মায়ের ডাক'র এই অবস্থান কর্মসূচিতে সংহতি জানাতে আসেন বিভিন্ন দলের নেতা-কর্মী ও সংগঠনের সদস্যরাও। বাংলাদেশের যেসব গুম, খুন হয়েছে, সেগুলো ভারতের নির্দেশনায় হয়েছে অভিযোগ করে গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মো. রাশেদ খান বলেন, বিগত আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় রাখার সব চেষ্টা ভারত করেছে। সেই চেষ্টার অংশ হিসেবে প্রতিবাদী, বিপ্লবীদের গুম, খুন করা হয়েছে। কাউকে কাউকে দুই-তিন বছর গুম রেখে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে আয়নাঘর ছিল। সেনাবাহিনী কি সেটা জানতো না? আমরা সেনাবাহিনী, ডিজিএফআইয়ের যেসব সদস্যের বিচার চাই, যারা গুম ও খুনের সঙ্গে জড়িত ছিল। পুলিশের যারা গুম, খুন করেছে, তাদের গ্রেপ্তার করে বিচার করতে হবে। বিচার নিয়ে টালবাহানা আমরা মানবো না। আমার বাংলাদেশ (এবি) পার্টির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার শাহাদাত টুটুল বলেন, বাংলাদেশে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার ফিরিয়ে আনতে হলে গুম-খুনের সঙ্গে জড়িত সব ব্যক্তিকে বিচারের আওতায় আনতে হবে। প্রশাসনের যারা এসবের সঙ্গে জড়িত ছিল তাদের গ্রেপ্তার করে কারাগারে নিক্ষেপ করতে হবে। আমরা প্রশাসনকে বলবো, বাংলাদেশের মানুষ গণতন্ত্র, মানবাধিকার, মানুষের ভালোবাসা নিয়ে টিকে থাকতে চায়। সন্ত্রাস গুম, খুন, ভারতের তাঁবেদারি নিয়ে বাংলাদেশের মানুষ বাঁচবে না। বাংলাদেশের মানুষ বাঁচবে শুধু নিজের স্বাধীনতা নিয়ে, নিজের মতামতের ভিত্তিতে।'মায়ের ডাকে'র সমন্বয়কারী সানজিদা ইসলাম তুলি বলেন, বিগত ফ্যাসিস্ট সরকারের সঙ্গে জড়িত যারা আছে, যারা গুম ও বিচারবহির্ভূত হত্যার শিকার হওয়ার পেছনে অনেক ম্যাকানিজম ছিল, অনেক বড় একটি হাত ছিল, অনেক মানুষের সম্পৃক্ততা ছিল। বিভিন্ন বাহিনীর কর্মকর্তারা অভিযুক্ত ছিলেন। আজকে অন্তর্বর্তী সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের আট মাস পরেও অভিযুক্ত কয়জনকে গ্রেপ্তার হতে দেখেছেন? যুদ্ধ যদি চব্বিশে একবার হয়, যুদ্ধ প্রয়োজনে আরেকবার হবে। যারাই গুম-খুনের সঙ্গে জড়িত ছিল, যতজনই ছিল তাদের প্রত্যেককে বিচারের আওতায় আনতে হবে। 'মায়ের ডাক'র আরেক সমন্বয়ক মো. মঞ্জুর হোসেন ঈসার সঞ্চালনায় অবস্থান কর্মসূচিতে আরও বক্তব্য রাখেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি ইব্রাহিম কবির মিঠু, হিউম্যান রাইটস সোসাইটির সদস্য সাইফুল ইসলাম, জাতীয় মানবাধিকার উন্নয়ন কেন্দ্রের মহাসচিব মাহবুব প্রমুখ। অবস্থান কর্মসূচি শেষে হাইকোর্টের মাজার গেইটে চিফ প্রসিকিউটরের প্রতিনিধিদের হাতে তিন দফা দাবির স্মারকলিপি তুলে দেয় 'মায়ের ডাক'।

নাইজেরিয়ায় দুইপক্ষের সংঘর্ষে নিহত

হামলা এমন এক সময় হলো যখন পশুপালনকারী ও কৃষকদের মধ্যে প্রাণঘাতী সংঘর্ষ আবারও বেড়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল এবং যখন আক্রমণকারীদের প্রতিহত করা হচ্ছিল, তখন তারা 'ভোরবেলা বেনুর উকুম এলাকায় নিহিত কৃষকদের লক্ষ্য করে এলোপাতাড়ি গুলি চালায়। এতে পাঁচ কৃষক নিহত হন।' পুলিশ আরও জানায়, প্রায় ৭০ কিলোমিটার দূরের লোগো এলাকায় দ্বিতীয় হামলার ঘটনা ঘটে। পুলিশের পৌঁছানোর আগেই সেখানে ১২ জন নিহত হন। মাত্র দুই দিন আগেই বেনুর ওতুকপো এলাকায় ১১ জন নিহত হন এবং এর এক সপ্তাহেরও কম সময় আগে পাশের প্লাটো রাজ্যে বন্দুকধারীরা গ্রামগুলোতে হামলা চালিয়ে ৫০ জনেরও বেশি মানুষকে হত্যা করে। গবেষণা প্রতিষ্ঠান এসবিএম ইন্টেলিজেন্সের তথ্য অনুযায়ী, ২০১৯ সাল থেকে পশুপালনকারী ও কৃষকদের সংঘর্ষে ওই অঞ্চলে ৫০০ জনেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছে এবং ২২ লাখ মানুষ গৃহহীন হয়েছে। এই সংঘর্ষগুলো সাধারণত মুসলিম ফুলানি পশুপালনকারীদের সঙ্গে খ্রিস্টান বেরম ও ইরিগওয়ি জাতিগোষ্ঠীর কৃষকদের মধ্যে ঘটে এবং প্রায়শই তা জাতিগত ও ধর্মীয় সংঘর্ষ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়।

ট্রাম্পের নীতির বিরুদ্ধে আমেরিকার

শোকরুর সামনেও বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়। নানা দাবির ভিড়ে সবচেয়ে বেশি উঠে আসে কিলমার আবরেগো গার্সিয়া নামে এক ব্যক্তির ফেরত আনার দাবি। মূলত গার্সিয়া একজন মার্কিন অভিবাসী যাকে ভুলবশত এল সালভাদরে ফেরত পাঠানো হয়েছিল। তার সমর্থনে এদিনের বিক্ষোভে যোগ দিয়েছিলেন গিহাদ এলজেন্ডি নামে এক বিক্ষোভকারী। মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএন-কে তিনি বলেন, "ট্রাম্প চাইলে এল সালভাদরের ওপর চাপ দিয়ে গার্সিয়াকে ফিরিয়ে আনতে পারেন।" প্রতিবাদকারীরা "ডিপার্টমেন্ট অব গভর্নমেন্ট এফিশিয়েন্সি (ডিওজিই)" নামক ট্রাম্প প্রশাসনের এক প্রকল্পের বিরুদ্ধেও কথা বলেন। সরকারি ব্যয় এবং চাকরি কমানোর উদ্দেশ্যে এই সংস্থাটি তৈরি করা হয়েছে। এ ধরনের পদক্ষেপকে অনেকেই গণতান্ত্রিক কাঠামোর জন্য হুমকি হিসেবে দেখছেন। এদিকে শনিবার যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে বিক্ষোভগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শান্তিপূর্ণ হলেও কিছু জায়গায় উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। এক ঘটনায় ডেমোক্র্যাট কংগ্রেসম্যান সুহাস সুব্রামানিয়াম এক ট্রাম্প-সমর্থকের সাথে তর্কে জড়ান, যার ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। "স্বাধীনতার চেতনা" আবারও জেগে উঠছে বলে মন্তব্য করেছেন বিক্ষোভকারীরা। ম্যাসাচুসেটসের লেক্সিংটন ও কনকর্ড যুদ্ধের স্মরণে আয়োজিত অনুষ্ঠানেও দেখা গেছে ৫০৫০১ বিক্ষোভের ছোঁয়া। সেখানে টমাস ব্যাসফোর্ড নামে এক বিক্ষোভকারী বলেন, "এটি আমাদের স্বাধীনতার জন্য আরেকটি কঠিন সময়। আমি আমার নাতিদের শেখাতে চেয়েছিলাম যে দেশ কিভাবে গড়ে উঠেছিল, এবং কখনও কখনও স্বাধীনতার জন্য লড়াই করতেই হয়।" এদিকে জনমত জরিপে ট্রাম্পের জনপ্রিয়তা কমছে। গ্যালাপের সর্বশেষ জরিপ অনুযায়ী, ট্রাম্পের জনপ্রিয়তা কমে দাঁড়িয়েছে ৪৫ শতাংশে, যেখানে গত জানুয়ারিতে দ্বিতীয় দফায় প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার শুরুতে এই হার ছিল ৪৭ শতাংশ। একই সময়ে ১৯৫২ থেকে ২০২০ পর্যন্ত যেকোনও প্রেসিডেন্টের গড় প্রথম কোয়ার্টার জনপ্রিয়তা ছিল ৬০ শতাংশ। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি নিয়ে জনগণের সন্তুষ্টি আরও কমছে। রয়টার্স/ইপসোসের জরিপে দেখা গেছে, মাত্র ৩৭ শতাংশ আমেরিকান ট্রাম্পের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা পছন্দ করছেন, যেখানে জানুয়ারিতে এই হার ছিল ৪২ শতাংশ। অবশ্য শনিবারের এই বিক্ষোভকে সবচেয়ে বড় বিক্ষোভ বলে মনে করা হচ্ছে না। এর আগে চলতি এপ্রিলের শুরুতে "হ্যান্ডস অফ" (Hands Off) শিরোনামে আরও বৃহত্তর একটি প্রতিবাদ-বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যা যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে ১২০০টি স্থানে, ৫০টি অঙ্গরাজ্যে সংগঠিত অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ট্রাম্প ফের প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর সেটিকেই সবচেয়ে বড় বিক্ষোভ হিসেবে মনে করা হচ্ছে

প্রধান নির্বাচন কমিশনারের

হয় ২১ নভেম্বর। বর্তমান ইসির অধীনে ত্রয়োদশ সংসদে নির্বাচন হবে, এ বছরের ডিসেম্বরে ভোট করার প্রস্তুতি নিয়ে এগোচ্ছেন তারা। এরইমধ্যে দল নিবন্ধনের প্রক্রিয়া চলার মধ্যে নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের সুপারিশের আলোকে ইসি পুনর্গঠনের দাবিও এসেছে নতুন রাজনৈতিক দল এনসিপি থেকে। নির্বাচন কমিশনে দেওয়া চিঠিতে এনসিপি বলেছে, নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন প্রতিবেদনসহ সুপারিশ দিলেও অদ্যাবধি মৌলিক সংস্কার কার্যক্রমের দৃশ্যমান কোনো অগ্রগতি নেই। মৌলিক সংস্কার ও বিদ্যমান আইন যুগোপযোগী না করেই বর্তমান নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের জন্য গত ১০ মার্চ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। সংস্কারের পূর্বেই দ্রুত তড়িৎ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিমণ্ডলে সমালোচনার জন্ম দেয়। ২০০৮ সালের রাজনৈতিক দল নিবন্ধন বিধিমালা ও প্রাসঙ্গিক আইনের অধীনে রাজনৈতিক দল নিবন্ধন শর্তগুলো সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অসাংবিধানিক। পূর্বের স্বৈরাচারী সরকারের আমলে তৈরি এই বিধিগুলো রাজনৈতিক বহুত্ববাদকে সংকুচিত ও ক্ষমতা কুক্ষিগত করার জন্য প্রণীত। জেলা পর্যায় ১০ শতাংশ ও উপজেলা পর্যায়ে ৫ শতাংশ কার্যালয় স্থাপনের শর্ত সহজীকরণের পাশাপাশি প্রতি পাঁচ বছরে নিবন্ধিত দলের নিবন্ধন নবায়নের বাধ্যবাধকতার প্রস্তাবের কথাও তুলে ধরে এনসিপি বলেছে, বর্তমানের নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের সুপারিশের আলোকে প্রয়োজনীয় আইন ও বিধি প্রণয়ন বা সংশোধনপূর্বক নিবন্ধন কার্যক্রম শুরু হওয়া দরকার। একইসঙ্গে মৌলিক সংস্কারের আলোকে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন, নতুন রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন, বিদ্যমান নিবন্ধিত দলের নিবন্ধন হালনাগাদ করাও আবশ্যক। এমতাবস্থায় অনতিবিলম্বে নির্বাচন কমিশনসংক্রান্ত মৌলিক সংস্কার সাধন এবং নতুন রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের জন্য আবেদনের সময়সীমা অনূন্য ৯০ দিন বর্ধিত করার অনুরোধ করা হলো। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ঢাকার মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে বড় সমাবেশ করে জাতীয় নাগরিক পার্টির আত্মপ্রকাশ ঘটে। তথ্য উপদেষ্টার পদ ছেড়ে আসা নাহিদ ইসলামকে আহ্বায়ক ও আখতার হোসেনকে সদস্য সচিব করে ২১৭ সদস্যের কেন্দ্রীয় কমিটি ঘোষণা করে দলটি। আত্মপ্রকাশের পর নিবন্ধনের প্রস্তুতির মধ্যে এবারই প্রথম নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বৈঠকে বসল দলটি।

ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নেওয়া

কেউ খালি করতে না পারে, সে পদক্ষেপ নিতে হবে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জ উপজেলার মো. আকরাম হোসেন কীভাবে রাশিয়ায় গিয়েছিলেন সে বিষয়ে বিবিসি বাংলার এক প্রতিবেদনে বলা হয়, পরিবারের খরচে নরসিংদীর একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে ওয়েল্ডারের কাজ শেখেন ২৫ বছর বয়সী আকরাম। পরে স্বজনের কাছ থেকে ঋণ করে প্রায় ৯ মাস আগে আকরামকে রাশিয়া পাঠান তার বাবা মোরশেদ মিয়া। মোরশেদ মিয়া বলেন, 'আমি গরিব মানুষ, কৃষি কাজ করি। ছেলেকে ভালো ওয়েল্ডিংয়ের কাজ শিখিয়ে বিদেশ পাঠাইতে চাইছি, শিখছেও। পরে চায়না কোম্পানিতে জয়েন করার কথা। রাশিয়ায় যাওয়ার পর চায়না কোম্পানিতে চার মাস আমার পুতে কাজ করছে। সেখানে ওয়েল্ডার হিসেবে গেছে। কিন্তু ওয়েল্ডার হিসেবে না দিয়া তাকে হেলপার হিসাবে ছয়শো টাকা বেতনে কাজ দেওয়া হয়েছে।' পরিবারের দাবি, যে চার মাস রাশিয়ায় চীনা একটি কোম্পানিতে কাজ করতেন আকরাম, সেখান থেকে নিয়মিত বেতনভাতা দেওয়া হতো না। খাওয়া নিয়েও ছিল সংকট। নিহত আকরামের বাবা জানান, মূলত ওয়েল্ডার হিসেবে যাওয়ার পর সহযোগী হিসেবে কাজ করতে দেওয়া এবং বেতন কম দেওয়ার কারণে ওই চাকরিতে অনীহা তৈরি হয় তার। তিনি বলেন, 'ঠান্ডা ও বরফের মধ্যে কাজ করতে দেওয়া হতো। ঠিকমতো বেতন দিতো না, ভাত দিতো না, রাশিয়ান খাবার দিতো।' রাশিয়ায় চীনা কোম্পানিতে কাজ করার পর সেখানকার একটি গ্রুপের সঙ্গে আকরামের পরিচয় হয় বলে তার বাবা মোরশেদ মিয়া জানান। তিনি বলেন, 'ওই গ্রুপের একজন লোক আকরামসহ সাতজন বাঙালি ছেলেকে রাশিয়ার মস্কো নিয়ে যায়। সেখানকার সেনাবাহিনীর মাধ্যমে কিছুদিন ট্রেনিংও দেওয়া হয়। পরে সেখান থেকে তাদেরকে যুদ্ধের জন্য নিয়ে যাওয়া হয় ইউক্রেন।' আকরামের বাবা আরও বলেন, 'আমি যখন জানতে পারলাম, ছেলেরে জিগাইলাম কেমনে কী গেলি ইউক্রেন? তখন ছেলে আমারে জানাইলো আমারে এদেশের নাগরিকত্ব দিবে এবং দুই বিলিয়ন টাকাও দিবে রাশিয়া সরকার। আমার ছেলেডারে লোভ-লালসা দেখাইয়া ইউক্রেনের যুদ্ধে নিয়া গেছে দালাল চক্র।' গত দুই মাসে বেশ কিছুদিন পরপর অল্প সময়ের জন্য পরিবারের সঙ্গে ফোনে কথা বলতেন আকরাম। তখন সেখানকার ভীতিকর পরিবেশে থাকা ও যুদ্ধের সেই অভিজ্ঞতার কথাও পরিবারকে জানাতেন তিনি। এ সময় যুদ্ধের পোশাক পরা নিজের কিছু ছবিও পরিবারের কাছে পাঠান তিনি।

রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহারের

রাজনৈতিক হয়রানিমূলক মামলার শিকার যে কোনো ব্যক্তি মামলা প্রত্যাহারের আবেদন করতে পারবেন। তবে দরখাস্তের সঙ্গে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট মামলার এজাহার ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অভিযোগপত্রের (চার্জশিট) সত্যায়িত অনুলিপি দাখিল করতে হবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। ৮ হাজার ২৯৪ মামলা প্রত্যাহার এদিকে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক উপদেষ্টার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আজকের সভায় আরও ৭২৪টি মামলা প্রত্যাহার করার সুপারিশ করা হয়েছে। এর আগের বিভিন্ন সভায় কমিটি ৭ হাজার ৫৭০টি মামলা প্রত্যাহারের সুপারিশ করে। ফলে আজ পর্যন্ত মোট ৮ হাজার ২৯৪টি রাজনৈতিক হয়রানিমূলক মামলা প্রত্যাহারের সুপারিশ করলো এই কমিটি। দেশে ২০০৯ সালের ৬ জানুয়ারি থেকে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট সময়ের মধ্যে দায়ের করা সব রাজনৈতিক হয়রানিমূলক মামলা পর্যায়ক্রমে প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্তও নেয় কমিটি।

ঝামেলামুক্ত পবিত্র ঈদ উপহার

বাস টার্মিনাল কীভাবে পরিষ্কার করা হয়েছিল এবং গ্রামাঞ্চলের জন্য বার্ষিক বৃহত্তম যাত্রার জন্য প্রস্তুত করা হয়েছিল তার উদাহরণ তুলে ধরে তিনি বলেন, অন্যান্য মন্ত্রণালয় এমনকি বেসরকারি খাতও পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় জড়িত ছিল। আমরা যখন সায়েদাবাদ বাস টার্মিনালে গিয়েছিলাম, তখন এটি নোংরা এবং অগোছালো ছিল। এটি দেখতে একটি বিশাল প্রস্রাবখানার মতো ছিল। তাই আমরা পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করে বিষয়টি সমাধান করেছি, বলেন তিনি। উপদেষ্টা বলেন, ঈদের ছুটিতে কোনো কর্মকর্তা তাদের নিজ শহরে যাননি এবং সবকিছু ঠিকঠাক আছে কি না তা নিশ্চিত করার জন্য মাঠে ছিলেন। তিনি আরও বলেন, সবকিছু ঠিক থাকলে আসন্ন ঈদুল আজহা উৎসবেও লোডশেডিং সর্বনিম্ন হবে। পরিবহন যানজট থাকবে না। ইনশাআল্লাহ, ঈদুল আজহাও লজিস্টিকভাবে একটি মসৃণ যাত্রা হবে। সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের বিশেষ সহকারী শেখ মহিনউদ্দিন, বিদ্যুৎ বিভাগের সচিব ফারজানা মমতাজ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিব সিরাজ উদ্দিন মিয়াসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা সভায় উপস্থিত ছিলেন।

রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে আরও

বাড়াতে বাংলাদেশ আগ্রহী। বৈঠকে জানানো হয়, শান্তিরক্ষা বিষয়ক জাতিসংঘমন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে অংশ নিতে বাংলাদেশের একটি প্রতিনিধিদল বিদেশ উপদেষ্টার নেতৃত্বে আগামী ১৩-১৪ মে জার্মানির বার্লিনে যাবে। মিয়ানমারে চলমান সংঘাত এবং সীমান্তে গুলিবিনিময়, বেসামরিক হতাহতের ঘটনা ও নাফ নদীর আশপাশে জীবন-জীবিকার বিঘ্ন নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন প্রধান উপদেষ্টা। তিনি বলেন, চলমান অস্থিরতা আরও বাড়তে পারে, যা নিরাপত্তা ঝুঁকি তৈরি করবে। তিনি রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের আরও কার্যকর উদ্যোগের আহ্বান জানান। তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের সাম্প্রতিক কক্সবাজার রোহিঙ্গা শিবির পরিদর্শন রোহিঙ্গাদের মধ্যে নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবাসনের আশার সঞ্চার করেছে।

আজ কাতার যাচ্ছেন প্রধান উপদেষ্টা

ঐতিহ্যবাহী জ্ঞান' প্রতিপাদ্যে অনুষ্ঠিতব্য এই সামিটে কাতারের শুষ্ক ও উষ্ণ আবহাওয়ায় টেকসই উন্নয়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি ও প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যকে কাজে লাগানোর দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হবে। সামিটটি একটি আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে, যেখানে ঐতিহ্যগত জ্ঞান ও আধুনিক উদ্ভাবনের সমন্বয়ের মাধ্যমে টেকসই, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ গড়ার পথ খুঁজে বের করা হবে। ২২ ও ২৩ এপ্রিল দুই দিনব্যাপী আয়োজিত এই সম্মেলনে উপস্থাপনা, ইন্টারঅ্যাকটিভ প্যানেল আলোচনা, কর্মশালা ও গোলটেবিল বৈঠকের মাধ্যমে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ, বিশেষজ্ঞ ও অংশগ্রহণকারীরা গুরুত্বপূর্ণ নানা বিষয়ে মতবিনিময় করবেন।

চট্টগ্রামে অটোরিকশায় পেট্রোলবোমা নিক্ষেপ, দুই নারী দগ্ধ

স্টাফ রিপোর্টার : চট্টগ্রামে সিএনজিচালিত অটোরিকশায় পেট্রোলবোমা নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে। এতে দুই নারী দগ্ধ হয়েছেন। গতকাল রোববার ভোরে নগরের বায়েজিদ বোস্তামী থানার আতুরার ডিপো এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। দগ্ধ দুই নারী হলেন- রাউজান পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের সিটিয়াপাড়াশান্তিনগর গ্রামের লায়লা (৫০) ও ৫ নম্বর ওয়ার্ডের জালালিহাট উজির আলী মাঝির বাড়ির ঝর্ণা (৩০)। সিএনজি অটোরিকশা চালক মো. জামি বলেন, যাত্রীরা রাউজান উপজেলা থেকে কুতুবদিয়া মালেক শাহ'র দরবারে যাচ্ছিলেন। আতুরার ডিপো চামড়াগুদাম এলাকায় পৌঁছালে তিনজন মুখোশধারী পেট্রোলবোমা নিক্ষেপ করে। এতে সিএনজিতে আগুন ধরে দুই যাত্রী দগ্ধ হয়েছেন। বাকি তিন যাত্রী অক্ষত আছেন। অটোরিকশার সিলিন্ডার লাইন টেনে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ায় বিস্ফোরণ ঘটেনি। তাদের চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ নুরুল আলম আশেক জানান, ভোরে আগুনে দগ্ধ সিএনজি অটোরিকশার দুই যাত্রী হাসপাতালে আসেন। তাদের বার্ন ইউনিটে ভর্তি করা হয়। চালক ও যাত্রীরা জানিয়েছেন, তাদের ওপর পেট্রোলবোমা নিক্ষেপ করা হয়েছে।

নিক্সন চৌধুরীর স্ত্রীর গুলশানের ফ্ল্যাট জব্দের আদেশ

স্টাফ রিপোর্টার : ফরিদপুর-৪ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মজিবুর রহমান চৌধুরী ওরফে নিক্সন চৌধুরীর স্ত্রী তারিন হোসেনের নামে গুলশানে থাকা একটি ফ্ল্যাট, গ্যারেজ ও কমনস্পেস জব্দের আদেশ দিয়েছে আদালত। দুদকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা মহানগরের জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ মো. জাকির হোসেন গালিব গতকাল রোববার এ আদেশ দেন। এদিন দুদকের সহকারী পরিচালক মুহাম্মদ শিহাব সালাম তারিন হোসেনের ওই সম্পত্তি জব্দের আদেশ চেয়ে আবেদন করেন। সেখানে বলা হয়, মুজিবুর রহমান চৌধুরীর স্ত্রী তারিন হোসেনের নামে মোট ১০ কোটি ৩২ লাখ ৮৬ হাজার ৪৩৮ টাকা দামের স্থাবর সম্পদের তথ্য পাওয়া যায়। তদন্তকালে জানা যায়, এর মধ্যে গুলশান আবাসিক এলাকায় ১০ কাঠা ৩ ছটাক জমির ওপর নির্মিত দি সেরেনিটি নামে দুটি বেজমেন্টসহ ১৩ তলা আবাসিক ভবনের ৭ম তলার (একটি গ্যারেজ ও কমনস্পেসসহ) মোট ৫১৭২ বর্গফুট আয়তনের ফ্ল্যাট এবং অচিহ্নিত ১৭০ অযুতাংশ ভূমি রয়েছে। দুদক বলছে, ২০১৩ সালের ২৯ জানুয়ারির অ্যালটমেন্ট এগ্রিমেন্ট অনুযায়ী এই সম্পদ নিক্সন চৌধুরীর প্রথম স্ত্রী মুনতারীন মুজিব চৌধুরীর নামে করা হয়। তিনি মারা যাওয়ার পর দ্বিতীয় স্ত্রী তারিন হোসেনের নামে ফ্ল্যাটটি রেজিস্ট্রেশন করা হয়, যা নিক্সন চৌধুরী 'অবৈধ অর্থ' দিয়ে কেনেন। আবেদনে বলা হয়, দুদক অনুসন্ধান শুরু করার পর থেকে তারিন হোসেন এসব সম্পদ 'হস্তান্তরের' চেষ্টা করছেন। সে কারণে অবস্থায় এসব সম্পদ ক্রোক করা প্রয়োজন। এর আগে গত ৯ জানুয়ারি নিক্সন চৌধুরী ও তার স্ত্রী তারিন হোসেনের ব্যাংক হিসাবে তিন হাজার ১৬২ কোটি টাকার অস্বাভাবিক লেনদেন এবং প্রায় সাড়ে ১৯ কোটি টাকার অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে দুটি মামলা করে দুদক। গত ২৪ ফেব্রুয়ারি নিক্সন চৌধুরী ও তারিন হোসেনের দেশত্যাগ নিষেধাজ্ঞা দেয় এ আদালত।

আদিবাসীদের ছাড়া রাষ্ট্র সংস্কার সম্পূর্ণ হবে না: নাজমুল হক প্রধান

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ জাসদের সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হক প্রধান বলেন, রাষ্ট্র সংস্কারের যে কথা বলা হচ্ছে, সেখানে আদিবাসীদের ছাড়া রাষ্ট্র সংস্কার সম্পূর্ণ হবে না। এই সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটির সঙ্গে কোনো সংলাপের উদ্যোগ এখনও নিচ্ছে না। সংলাপ দ্রুত শুরু করতে হবে। আমরা আশা করবো, সরকার পাহাড়ের আদিবাসীদের সঙ্গে নতুন করে সংলাপ শুরু করবে। অন্তর্বর্তী সরকারের কর্মসূচিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অগ্রাধিকার তালিকায় রাখার দাবিতে গণসংযোগ, পথসভা ও প্রচারপত্র বিতরণ কর্মসূচিতে এসব কথা বলেন তিনি। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়নের দাবিতে গত গত শনিবার ঢাকায় দিনব্যাপী গণসংযোগ ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলনের উদ্যোগে পুরান ঢাকার বাহাদুর শাহ পার্ক থেকে সকাল ১০টায় কর্মসূচি শুরু হয়, যা সন্ধ্যায় উত্তরাতে গিয়ে শেষ হয়। গণসংযোগে ৬টি পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম পথসভাটি হয় পুরান ঢাকার বাহাদুর শাহ পার্কে। এরপর পর্যায়ক্রমে জাতীয় প্রেস ক্লাব, শাহবাগ, ফার্মগেট , মিরপুর-১০ ও উত্তরার রাজলক্ষ্মীতে পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। এসব সভা সঞ্চালনা করেন চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলনের সদস্য মানবাধিকার কর্মী দীপায়ন খীসা। দিনব্যাপী কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দিয়েছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন আন্দোলনের দুই যুগ্ম সমন্বয়কারী মানবাধিকারকর্মী জাকির হোসেন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক খায়রুল ইসলাম চৌধুরী। পথসভায় বক্তব্য রাখেন সিপিবির সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স, বাংলাদেশ জাসদের সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হক প্রধান, বাসদের সাধারণ সম্পাদক বজলুল রশীদ ফিরোজ, দৈনিক সমকালের উপদেষ্টা সম্পাদক আবু সাঈদ খান প্রমুখ। বাহাদুর শাহ পার্কে স্বাগত বক্তব্যে খায়রুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন না হলে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুদৃঢ় হবে না। সেজন্য এ চুক্তি বাস্তবায়ন এখন সময়ের দাবি। সিপিবির সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স বলেন, পাহাড়ের সমস্যা সমাধানের মূল কাজটা হচ্ছে পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন। আমার ধারণা এ বিষয়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংলাপ করলে তারা ঐক্যমত্য পোষণ করবেন। এই ঐক্যমত্যের মাধ্যমেই চুক্তি বাস্তবায়নের উদৌগ নিতে হবে। বাসদের সাধারণ সম্পাদক বজলুল রশীদ ফিরোজ বলেন, পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য সরকারের আশু করণীয় কী সেটা জানানোর জন্য এবং দেশবাসীকে সচেতন করার জন্য আমরা আজকে প্রচার কার্যক্রম চালাচ্ছি। আপনারা জানেন, পাহাড়ের মানুষের নিজস্ব সংস্কৃতি, সমাজ ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে সমতলের বাঙালিদের একটি মৌলিক পার্থক্য আছে। আমরা আশা করেছিলাম, স্বাধীনতার পর এ সকল ভিন্ন জাতিসত্তার মানুষের সাংবিধানিক স্বীকৃতি থাকবে। কিন্তু তা না করে তাদের সংখ্যালঘু করার জন্য পাহাড়ে বাঙালি নিয়ে গিয়ে সেটলার হিসেবে স্থাপন করা হয় এবং সেনা ছাউনির ছত্রছায়ায় আদিবাসীদের নিপীড়নের মধ্যে রাখা হয়েছে। সেই নিপীড়নের অবসান ঘটানোর জন্য ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকার চুক্তি বাস্তবায়ন করেনি। আমরা আশা করবো, বর্তমান সরকার অন্তত এ চুক্তি বাস্তবায়নে এগিয়ে আসবে এবং একটি রূপরেখা ঘোষণা করবে। অন্তত সেনাশাসনের অবসানে সরকার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। দৈনিক সমকালের উপদেষ্টা সম্পাদক আবু সাঈদ খান বলেন, বাংলাদেশ কেবলমাত্র বাঙালির না। এ দেশে বাঙালি ছাড়াও চাকমা, মারমা, সাওঁতালসহ বহু জাতির মানুষ বসবাস করে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মূল যে চেতনা সেটা হলো- একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও বহুত্ববাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। কিন্তু সেটা না হওয়ায় আদিবাসীদের সঙ্গে এ রাষ্ট্রের দূরত্ব ক্রমাগত বাড়ছে। এ দূরত্ব ঘোচানোর জন্যই পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়ন করা দরকার। আমরা প্রত্যাশা করবো, অন্তর্বর্তী সরকার পাহাড়িদের ভূমি সমস্যার সমাধান, সামরিক কর্তৃত্বের অবসান, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন জেলা পরিষদগুলোকে গণতান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে চুক্তি বাস্তবায়নের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। কর্মসূচিতে সংহতি জানিয়েছেন বাংলাদেশ যুব ইউনিয়ন, ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রফন্ট, বিসিএল ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের নেতারা। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, বিশিষ্ট নাগরিক ও মানবাধিকার কর্মীরা এতে উপস্থিত ছিলেন।

গভীর রাতে হাতিরঝিলে গোলাগুলি, যুবক গুলিবিদ্ধ

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর হাতিরঝিলে এক যুবক গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। তার নাম আরিফ হোসেন (৩৫)। গত শনিবার গভীর রাতে তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, মগবাজার মোড়ল বাড়ির সংলগ্ন হাতিরঝিলে গোলাগুলি শব্দ পাওয়া যায়। তবে ঘটনাটি কারা ঘটিয়েছে তা জানা যায়নি। পথচারী জুয়েল মিয়া জানান, তিনি মোটরসাইকেলে হাতিরঝিল দিয়ে যাওয়ার সময় রাস্তায় ওই যুবককে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকে দেখেন। পরে একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশায় তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। হাতিরঝিল থানার ওসি মোহাম্মদ রাজু বলেন, গোলাগুলি শব্দ পাওয়া গেছে। বিস্তারিত তথ্য জানার চেষ্টা চলছে। আহত আরিফ সরদার ৩৬ নম্বর ওয়ার্ড যুবদলের কর্মী বলে জানা গেছে। হাতিরঝিল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. রাসেল ইসলাম জানান, আরিফ সরদার হাতিরঝিল থানার ৩৬ নম্বর ওয়ার্ড যুবদলের সদস্য। পেশায় তিনি ওয়ার্কশপের কর্মচারী। আরিফের গ্রামের বাড়ি মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলার হোগলা বালিকান্দি গ্রামে। তার বাবার নাম গিয়াস উদ্দিন সরদার। বর্তমানে তিনি ডেমরা স্টাফ কোয়ার্টারে ভাড়া থাকেন।

চাঁদপুরে পুড়েছে ১১ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান

স্টাফ রিপোর্টার : চাঁদপুর সদর উপজেলায় আগুন লেগে ১১টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পুড়ে গেছে। উপজেলার লক্ষ্মীপুর মডেল ইউনিয়নের বহরিয়া বাজারে গত শনিবার রাত আড়াইটায় এ অগ্নিকাণ্ড ঘটে। পরে ফায়ার সার্ভিসের চারটি ইউনিট দুই ঘণ্টার চেষ্টায় তা নিয়ন্ত্রণে আনে বলে চাঁদপুর ফায়ার সার্ভিসের উপসহকারী পরিচালক সৈয়দ মুহাম্মদ মোরশেদ হোসেন জানান। তবে এই ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি। বাজারের ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের বরাতে ফায়ার সার্ভিস বলছে, প্রথমে একজন অটোরিকশা চালক বাজারে আগুন দেখেন। পরে অন্যদের জানাতে এলাকায় মাইকিং এবং ফায়ার সার্ভিসে খবর দেওয়া হয়। তবে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার আগেই পুড়ে গেছে ১১টি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। পুড়ে যাওয়া দোকানের মধ্যে কাপড়ের দোকান, খাবার হোটেল, স্বর্ণের দোকান, ফার্মেসি, মাইক ও ব্যাটারি দোকান ও টেইলার্স রয়েছে। আগুনে প্রায় কোটি টাকার ক্ষতির আশঙ্কা করছেন ব্যবসায়ীরা। চাঁদপুর দক্ষিণ ফায়ার স্টেশনের সিনিয়র স্টেশন অফিসার মো. সামছুল আলম বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট থেকে আগুন লেগেছে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ তদন্ত করলে বলা যাবে।

খুলনা সাতসকালে ঝটিকা মিছিল করে পালাল আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা

স্টাফ রিপোর্টার : খুলনা নগরে সাতসকালে ঝটিকা মিছিল করেছেন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা। গতকাল রোববার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে জিরো পয়েন্ট এলাকায় 'বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, খুলনা জেলা শাখা্র ব্যানারে এই মিছিল বের হয়। খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশের হরিণটানা থানার ওসি খাইরুল বাশার বলেন, জিরো পয়েন্ট এলাকায় হঠাৎ গাড়ি থেকে নেমেই ঝটিকা মিছিল করে পালিয়ে গেছেন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা। গত ৫ অগাস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর খুলনায় এই প্রথমবার আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের মাঠে দেখা গেল। মিছিলের ছবি ও ভিডিও এরইমধ্যে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। সেখানে দেখা যায়, একদল ব্যক্তি ব্যানার নিয়ে জিরো পয়েন্ট এলাকায় বিক্ষোভ করছেন। ব্যানারে শেখ মুজিবুর রহমান ও শেখ হাসিনার ছবি রয়েছে। এ সময় 'শেখ হাসিনা ভয় নাই, রাজপথ ছাড়ি নাই', 'শেখ হাসিনার সরকার, বারবার দরকার', 'শেখ হাসিনা ফিরবে আবার বীরের বেশে'-স্লোগান দেওয়া হয়। ওসি খাইরুল বাশার বলেন, সকালের দিকে হওয়ায় রাস্তাঘাট অনেকটা ফাঁকা ছিল। পুলিশ মিছিলকারীদের আটক করতে তৎপর আছে।

সংকটে মুমূর্ষু টেকনাফের

ভালো সেবা পাওয়া যেত। সম্প্রতি চিকিৎসক ও নার্স সংকটে তা বন্ধের পথে। সমস্যা সমাধানের জন্য জরুরি উদ্যোগ নিতে আমরা জেলা সিভিল সার্জন ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের জরুরি সহযোগিতা কামনা করছি। চিকিৎসা নিতে আসা রহিমা বেগম বলেন, আগে টেকনাফ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে যথাযথ চিকিৎসা সেবা পাওয়া যেত। এখন দেখি শত শত মানুষ আসে চিকিৎসা নিতে কিন্তু চিকিৎসক ও নার্সের অভাবে আমরা সঠিক সেবা পাচ্ছি না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হচ্ছে। টেকনাফ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. প্রণয় রুদ্র বলেন, টেকনাফ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক ও নার্স সংকট নিয়ে টেকনাফ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও পৌর প্রশাসক শেখ এহসান উদ্দিনকে জানিয়েছি। উনি কিছু লোকবল দিয়ে সহযোগিতা করার আশ্বাস দিয়েছেন। এছাড়াও জেলা সিভিল সার্জনকে লিখিতভাবে জানিয়েছি। আশা করছি শিগগিরই সমস্যার সমাধান হবে। কক্সবাজার জেলা সিভিল সার্জন ডা. মোহাম্মদুল হক বলেন, টেকনাফ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সব সমস্যা উল্লেখ করে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে চিঠি পাঠানো হয়েছে। সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলছে। তবে শিগগিরই টেকনাফ হাসপাতালে নতুন একটি প্রজেক্ট শুরু হতে পারে বলে তিনি জানান। আশা করছি শিগগিরই সমস্যার সমাধান হবে। সব মিলিয়ে তিনি গণমাধ্যমের সহযোগিতা কামনা করেন।

লালবাগে প্লাস্টিক কারখানায়

বাসায় থাকেন তারা। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, মরদেহ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে জরুরি বিভাগের মর্গে রাখা হয়েছে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানাকে অবগত করা হয়।

এস আলমের ৯৯৪৮ কোটি টাকা

নিমিত্তে অর্থঋণ আদালত আইন ২০০৩এর ১২ (৩) ধারা মোতাবেক বন্ধকী সম্পত্তি নিলামে বিক্রয়ের জন্য আগ্রহী ক্রেতাদের কাছ থেকে দরপত্র আহ্বান করা হয়।প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি সূত্রে জানা গেছে, তিনটি রেজিস্টার্ড মর্টগেজ চুক্তি অনুসারে ১০ দশমিক ৯৩ একর জায়গা এবং এসব জায়গার উপর কারখানা, মেশিনারিজ, অফিস বিল্ডিংসহ আনুষাঙ্গিক স্থাপনা নিলামে তোলা হয়। এরমধ্যে ২০১৪ সালের ১৩ ও ১৬ মার্চের ৩৭৪৬ নং, ২০১৩ সালের ২৮ ও ২৯ মের ৮০৫৭ নং এবং ২০১৩ সালের ১৪ ও ১৫ জুলাইয়ের ৩৩২৭ নং রেজিস্টার্ড মর্টগেজ চুক্তিবদ্ধ সম্পদ রয়েছে।

নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ ও আওয়ামী

ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি ওহিদ এম আর রহমান (৫০), আওয়ামী সেচ্ছাসেবক লীগের সহ-সভাপতি শামীম শাহরিয়ার (৫৮), ডেমরা থানার পাইটি ইউনিট আওয়ামী লীগের সভাপতি মো. ইলিয়াস কাঞ্চন (৬৪), ৩৩ নং বংশাল ইউনিট যুবলীগের সভাপতি মোহাম্মদ হোসেন মাছুম (৫৮), ঢাকা মহানগর উত্তর ২৭ নং ওয়ার্ড যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. হাবিবুল হাসান রতন (৩৪) ও উত্তর বাড্ডা এলাকার ছাত্রলীগ কর্মী রবিন দেওয়ান (২৯)। তালেবুর রহমান বলেন, দিবাগত রাত ১২টা ৪৫ মিনিটের দিকে বংশাল এলাকা থেকে মোহাম্মদ হোসেন মাছুমকে এবং রাত আনুমানিক ১টার দিকে মগবাজার এলাকা থেকে মো.হাবিবুল হাসান রতনকে গ্রেফতার করে ডিবি-লালবাগ বিভাগের পৃথক টিম। অন্যদিকে ১৯ এপ্রিল মিরপুর-১০ এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে মো. সাব্বির আহমদ নির্ঝরকে গ্রেফতার করে ডিবি-মিরপুর বিভাগের একটি টিম। একইদিন সকালে ডিবি-গুলশান বিভাগের একটি টিমের অভিযানে উত্তর বাড্ডা এলাকা থেকে রবিন দেওয়ানকে গ্রেফতার করা হয়। তিনি বলেন, ডিবি-রমনা বিভাগ পৃথক অভিযান পরিচালনা করে শনিবার ফুলবাড়িয়ার আনন্দ বাজার থেকে ইব্রাহিম খলিল ওরফে কালুকে এবং সন্ধ্যায় উত্তরা দিয়াবাড়ী এলাকা থেকে কামরুল আহসান নিশাদকে গ্রেফতার করে। অন্যদিকে, গতকাল সন্ধ্যা আনুমানিক ৭টার দিকে ডিবি-মতিঝিল বিভাগের একটি টিম রাজধানীর মতিঝিল এলাকা থেকে শাকিল হোসেন ওরফে জীবনকে গ্রেফতার করে এবং একই দিন রাত আনুমানিক ১১টা ৫৫ মিনিটের দিকে ডিবি-তেজগাঁও বিভাগের একটি টিম রাজধানীর মোহাম্মদপুর এলাকা থেকে ওহিদ এম আর রহমানকে গ্রেফতার করে। তালেবুর রহমান বলেন,শনিবার (১৯ এপ্রিল) রাত আনুমানিক ১১টা ৪৫ টার দিকে ডিবি-সাইবার বিভাগের একটি টিম মগবাজার এলাকা থেকে শামীম শাহরিয়ারকে গ্রেফতার করে। অন্যদিকে, ১৯ এপ্রিল রাত আনুমানিক ১১টা ৫০ মিনিটের দিকে ডিবি-ওয়ারী বিভাগের একটি টিম যাত্রাবাড়ী এলাকা থেকে মো. ইলিয়াস কাঞ্চনকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতার ১০ জন আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিনষ্টের মাধ্যমে দেশকে অস্থিতিশীল করার অপচেষ্টায় লিপ্ত, বলেন তিনি। তারা নানাভাবে সংঘবদ্ধ হয়ে রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে ঝটিকা মিছিলে অংশগ্রহনের মাধ্যমে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি করে বলেও জানান তিনি।

দেশের পূর্বাঞ্চলে বন্ধ

ট্রেন। পূর্বাঞ্চলে বন্ধ থাকা ট্রেনের হিসাবে দেখা যায়, লোকাল ও ডেমু ট্রেন মিলিয়ে পূর্বাঞ্চলে ৩৬টি এবং লোকাল ও মিশ্র মিলিয়ে ৩৭টি ট্রেন বন্ধ আছে। পূর্বাঞ্চলে বন্ধ থাকা ময়মনসিংহ-দেওয়ানগঞ্জ বাজার-ময়মনসিংহ রুটে চলাচলকারী লোকাল ২৫১/২৫২ ট্রেন, ময়মনসিংহ-ভৈরব বাজার-ময়মনসিংহ রুটের লোকাল ২৪১/২৪২, ৩৪৫/৩৪৬ ট্রেন, সিলেট-ছাতকবাজার-সিলেট রুটের লোকাল ৩৪১/৩৪২ এবং ৩৪৫/৩৪৬ ট্রেন ২০২০ সালের ২৪ মার্চ, চট্টগ্রাম-সিলেট-চট্টগ্রাম রুটের জালালাবাগ এক্সপ্রেস ১৩/১৪ ট্রেন ২০২০ সালের ১০ অক্টোবর, চট্টগ্রাম-দোহাজারী-চট্টগ্রাম রুটের দোহাজারী কমিউটার ১/৬ ট্রেন ২০২৩ সালের ১ আগস্ট, এসব ট্রেন ইঞ্জিন, ক্রু ও কোচ সংকটে বন্ধ হয়ে যায়। এছাড়া চট্টগ্রাম-নাজিরহাট-চট্টগ্রাম রুটের নাজিরহাট কমিউটার ১/৬ ট্রেন ২০২৩ সালের ৮ ডিসেম্বর, চট্টগ্রাম-চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়-চট্টগ্রাম রুটের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কমিউটার ১/২/৩/৪ ট্রেন, লাকসাম-চাঁদপুর-লাকসাম রুটের চাঁদপুর কমিউটার ৮১/৮২ ট্রেন, লাকসাম-নোয়াখালী-লাকসাম রুটের নোয়াখালী কমিউটার ৮৫/৮৮ ট্রেন ২০২০ সালের ২৪ মার্চ, চট্টগ্রাম-পটিয়া-চট্টগ্রাম রুটের পটিয়া কমিউটার ১/২ ট্রেন ২০২৩ সালের ৮ ডিসেম্বর বন্ধ হয়ে যায়। এসব ট্রেন বন্ধ হাওয়ার কারণ হিসেবে 'এমসি আন্ডার রিপেয়ার' থাকার কথা বলা হয়েছে। পূর্বাঞ্চলের ঢাকা-যমুনা সেতু পূর্ব-ঢাকা রুটে টাঙ্গাইল কমিউটার ১০৭/১০৮ ট্রেন ২০২৪ সালের ৪ মে, ময়মনসিংহ ভুয়াপুর-ময়মনসিংহ রুটের ধলেশ্বরী কমিউটার ৭৫/৭৬ ট্রেন ২০২৪ সালের ২৮ মে বন্ধ হয়ে যায়। এই দুটি ট্রেন বন্ধ হওয়ার কারণ হিসেবে ইঞ্জিন স্বল্পতার কথা বলা হয়েছে। বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক মো. আফজাল হোসেন বলেন, রেলের ইঞ্জিন আমাদের দেশে উৎপাদন হয় না, বিদেশ থেকে আনতে হয়। টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে অর্ডার দিলে ইঞ্জিন পেতে মিনিমাম দুই থেকে তিন বছর সময় লাগে। তিনি বলেন, মিটারগেজ ও ব্রডগেজ মিলে আমাদের এখন ৯০টির মতো ইঞ্জিন প্রয়োজন। নতুন ইঞ্জিন কেনার জন্য পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। প্রথম ধাপে এডিবির অর্থায়নে মিটারগেজের জন্য ৩০টি ইঞ্জিন কেনার প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। রেলওয়ের তথ্য অনুযায়ী, রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলে বর্তমানে ১৪০টি ইঞ্জিন আছে। এর মধ্যে ২০ বছরের পুরোনো রয়েছে ৮২টি। রেলের ইঞ্জিনের অর্থনৈতিক আয়ুস্কাল ধরা হয় ২০ বছর। ২০ বছরের কম, এ রকম ইঞ্জিন আছে ৫৮টি। বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সাড়ে ১৫ বছরে রেল খাতে কোটি টাকা ব্যয় হয়। বিশেষ করে রেলপথ নির্মাণ ও দৃষ্টিনন্দন স্টেশন নির্মাণে বিপুল অর্থ ব্যয় করা হয়েছে। তবে ইঞ্জিন ও কোচের সংকটে নিরসনে মনোযোগ ছিল কম। শেষ ১২ বছরে মাত্র ৩৯টি ইঞ্জিন কেনা হয়েছিল। যার মধ্যে সর্বশেষ ২০২১ সালে কেনা হয় ২৯টি ইঞ্জিন। যেগুলোর মান নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। রেলওয়ের যান্ত্রিক প্রকৌশল বিভাগের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক রাখতে প্রতিদিন ১১৩ থেকে ১১৬টি ইঞ্জিন প্রয়োজন। কাগজে-কলমে ১৪০টি ইঞ্জিন থাকলেও পাওয়া যায় ৮০ থেকে ৮২টি। একটি ইঞ্জিন গন্তব্যে পৌঁছার পর কিছু সময়ের জন্য বিশ্রামে রাখতে হয়। কিন্তু তা সম্ভব হয় না। ফলে মাঝপথে ইঞ্জিন বিকল হয়ে যায়। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) পুরকৌশল বিভাগের অধ্যাপক ও গণপরিবহন বিশেষজ্ঞ মো. সামছুল হক জানান, রেলে সেবার মান ও যাত্রী পরিবহনের সংখ্যা একেবারেই বাড়েনি। অর্থ ব্যয়, বিনিয়োগ সুবিবেচনাপ্রসূত হয়নি। ইঞ্জিন-কোচ সংগ্রহ করার চেয়ে অবকাঠামোগত উন্নয়নে নজর ছিল রেলের। প্রয়োজনের চেয়ে অপ্রয়োজনীয় কেনাকাটা ও ব্যয় হয়েছে বেশি। যার খেসারত দিচ্ছেন যাত্রীরা।

লোকসানে পেশা ছেড়ে

সালে ৪০০ টাকার ওপরেও বিক্রি হয়েছে। কিন্তু এখন তা নেমে এসেছে ১৫০ টাকায়। তার মধ্যে দালালকে প্রায় অর্ধেক দিতে হচ্ছে। তাছাড়া দেশের লবণ চাষে এখনো উন্নত প্রযুক্তির ছোঁয়া লাগেনি। লবণ চাষের জমিতে অন্য ফসল না হওয়ায় চাষীরা একরকম বাধ্য হয়েই লবণ চাষ করেন। তবে যাদের লবণের জমি নেই তাদের টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়েছে। সূত্র আরো জানায়, লবণ চাষীরা ন্যায্যমূল্য না পেলেও দেশে লবণের উৎপাদন বাড়ছে। বিসিকের তথ্যমতে, এ অঞ্চলে ১৯৬০-৬১ মৌসুম থেকে লবণ উৎপাদন শুরু হয়। ওই বছর ৬ হাজার ৭৭৪ একর জমিতে ১ দশমিক ২১ লাখ টন লবণ উৎপাদন হয়। বর্তমানে দেশের চাহিদার প্রায় ৯০ শতাংশ স্থানীয় উৎপাদন থেকেই পূরণ হচ্ছে। ২০২১-২২ মৌসুমে ২৩ দশমিক ৩৫ লাখ টন চাহিদার বিপরীতে উৎপাদিত হয়েছে ১৮ দশমিক ৩১ লাখ টন। ২০২২-২৩-এ ২৩ দশমিক ৮৫ লাখ টন চাহিদার বিপরীতে ২২ দশমিক ৩২ লাখ টন এবং ২০২৩-২৪ মৌসুমে ২৫ দশমিক ২৮ লাখ টন চাহিদার বিপরীতে ২৪ দশমিক ৩৮ লাখ টন লবণ উৎপাদন হয়েছে। ২০২৪-২৫ মৌসুমে চাহিদা ধরা হয়েছে ২৬ দশমিক ১০ লাখ টন। এরই মধ্যে ১৭ লাখ টন লবণ উৎপাদিত হয়েছে। মে মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত উৎপাদন চলবে। তবে লবণের উৎপাদন বাড়ার পাশাপাশি বাড়ছে চাষীদের খরচও। ২০২৪-২৫ মৌসুমে জমির ইজারা, পলিথিন, শ্রমিক, পানি বাবদ এক মণ লবণ উৎপাদনে খরচ হচ্ছে প্রায় ৩৫০ টাকা। তার মধ্যে জমির ইজারা বাবদ ২০০ টাকা, পলিথিন, পানি ও সেচ বাবদ ২০ টাকা এবং দুই ধাপে শ্রমিক বাবদ ১৩০ টাকা খরচ হয়। গত তিন বছরের তুলনায় এবার মণপ্রতি ২৯ টাকা খরচ বেড়েছে। আর ২০২৩-২৪-এ প্রতি মণ উৎপাদনে খরচ ছিল ৩২১ টাকা, ২০২২-২৩-এ ২৭০ টাকা এবং ২০২১-২২-এ ২৬৩ টাকা। উৎপাদন খরচ বাড়লেও এ সময়ে (মার্চ-এপ্রিল) বর্তমানে প্রতি মণ লবণ বিক্রি হচ্ছে ১৫০-২০০ টাকায়, ২০২৩-২৪-এ ২২০-২৫০ টাকা, ২০২২-২৩-এ ছিল ২৮০-৩০০ টাকা। এদিকে এ প্রসঙ্গে কক্সবাজার লবণ চাষী ও ব্যবসায়ী সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি জামিল ইব্রাহিম জানান, সারা দেশের লবণের চাহিদা কক্সবাজার পূরণ করছে। অথচ লবণচাষীদের জন্য কোনো ঋণ, আর্থিক প্রণোদনা নেই। এখনো গত মৌসুমের ১০ হাজার টন লবণ মজুদ আছে। চাষীরা দাম না পেলেও মিল মালিকরা ঠিকই ব্যবসা করছে। কিছু সিন্ডিকেট এ ব্যবসাটাকে নিচের দিকে টেনে ধরেছে। গত সরকারের আমলে সোডিয়াম সালফেট আমদানি করে একটা কৃত্রিম সমস্যা তৈরি করা হতো। এবার ইন্ডাস্ট্রিয়াল সল্টের নামে আমদানি করার কথা শুনছি। দেশে পর্যাপ্ত উৎপাদন থাকার পরও আমদানি করা হলে লবণ চাষী ও স্থানীয় ব্যবসায়ীদের ভাগ্যে পরিবর্তন আসবে না। অন্যদিকে বিসিকের দাবি লবণ চাষীদের বার্ষিক বিশেষ ঋণ দেয়া হয়ে থাকে। ২০২২-২৩-এ ১১৩ জনকে ৫০ হাজার টাকা করে ৫৬ দশমিক ৫০ লাখ টাকা, ২০২৩-২৪-এ ১৩১ জনকে ৬৫ দশমিক ৫০ লাখ টাকা ঋণ দেয়া হয়েছে। ২০২৪-২৫ মৌসুমের ঋণ এ মাসে দেয়া হবে। তবে এসব ঋণের অর্ধেকই পরিশোধ করতে পারেননি চাষীরা। এ বিষয়ে বিসিকের লবণ শিল্পের উন্নয়ন কার্যালয়ের উপমহাব্যবস্থাপক জাফর ইকবাল ভূঁইয়া জানান, বিসিক থেকে প্রতি বছর কিছু চাষীকে বিশেষ ঋণ দেয়া হয়। কিন্তু লবণের দাম কম থাকায় ওই ঋণ চাষীরা পরিশোধ করতে পারেন না। এখন বিসিক এ বিষয়ে ঋণখেলাপির মামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

৬ দফা দাবি আদায়ে পলিটেকনিক

মহাসমাবেশ দিয়ে সকাল থেকে বিভিন্ন পলিটেকনিকের শিক্ষার্থীরা এসে জড়ো হন। এ সময় তারা ৬ দফা দাবি পূরণে বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড হাতে স্লোগান দেন। ছোট ছোট মিছিল নিয়ে একত্র হন শেরে বাংলানগর মহিলা পলিটেকনিকের সামনে। শিক্ষার্থীদের দাবি, তাদের আন্দোলন যৌক্তিক। তবে তারা রাস্তায় থেকে যানজট তৈরি করতে চাচ্ছেন না। দীর্ঘ আট মাস ধরে আন্দোলন করলেও সরকার আমলে নিচ্ছেন না। তাদেরকে সরকার রাস্তায় নামতে বাধ্য করছে বলে তারা আর সময় দেয়ার পক্ষে নয়। শিগগিরই তাদের দাবি পূরণ করা না হলে আরও কঠোর থেকে কঠোর কর্মসূচিতে যাওয়ার হুঁশিয়ারি। ১। জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর পদে ক্রাফট ইন্সট্রাক্টরদের অবৈধ পদোন্নতির রায় হাইকোর্ট কর্তৃক বাতিল করতে হবে। পাশাপাশি, ক্রাফট ইন্সট্রাক্টর পদবি পরিবর্তন ও মামলার সাথে সংশ্লিষ্টদের স্থায়ীভাবে চাকরিচ্যুত করতে হবে। ২০২১ সালে প্রকাশিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে ক্রাফট ইন্সট্রাক্টরদের নিয়োগ সম্পূর্ণভাবে বাতিল এবং সেই বিতর্কিত নিয়োগবিধি অবিলম্বে সংশোধন করতে হবে। ২। ডিপ্লোমা ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে বয়সের বাধা তুলে দিয়ে ভর্তির সুযোগ বাতিলসহ উন্নত বিশ্বের আদলে চার বছর মেয়াদি মানসম্পন্ন কারিকুলাম নিশ্চিত করে একাডেমিক কার্যক্রম পরবর্তী প্রবিধান থেকে পর্যায়ক্রমিকভাবে সম্পূর্ণ ইংরেজি মাধ্যমে চালু করতে হবে। ৩। উপ-সহকারী প্রকৌশলী ও সমমান (১০ম গ্রেড) এর পদ ৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং ও মনোটেকনোলজি (সার্ভেয়িং) হতে পাসকৃত শিক্ষার্থীদের জন্য সংরক্ষিত থাকা সত্ত্বেও যেসব সরকারি, রাষ্ট্রায়ত্ত, স্বায়ত্তশাসিত ও স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে ডিপ্লোমা প্রকৌশলীদের নিম্নস্থ পদে নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে না, তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৪। কারিগরি সেক্টর পরিচালনায় পরিচালক, সহকারী পরিচালক, বোর্ড চেয়ারম্যান, উপসচিব, পরিদর্শক নিয়ন্ত্রক ও অধ্যক্ষসহ সংশ্লিষ্ট সকল পদে কারিগরি শিক্ষা বহির্ভূত জনবল নিয়োগ নিষিদ্ধ করতে হবে এবং তা আইনানুগভাবে নিশ্চিত করতে হবে। এই পদগুলোতে অনতিবিলম্বে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত জনবল নিয়োগ এবং সকল শূন্য পদে দক্ষ শিক্ষক ও এখন সহকারী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে হবে। ৫। কারিগরি শিক্ষায় বৈষম্য ও দুরবস্থা দূর করার পাশাপাশি দক্ষ জনসম্পদ তৈরিতে 'কারিগরি ও উচ্চশিক্ষা মন্ত্রণালয়' নামে স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করে দ্রুত সময়ের মধ্যে কারিগরি শিক্ষা সংস্কার কমিশন গঠন করতে হবে। ৬। পলিটেকনিক ও মনোটেকনিক ইন্সটিটিউট হতে পাসকৃত শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষার সুযোগের লক্ষ্যে একটি উন্নতমানের টেকনিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। পাশাপাশি, নির্মাণাধীন চারটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে (নড়াইল, নাটোর, খাগড়াছড়ি ও ঠাকুরগাঁও) পলিটেকনিক ও মনোটেকনিক হতে পাস করা শিক্ষার্থীদের জন্য স্থায়ী ক্যাম্পাস ও ডুয়েটের আওতাভুক্ত একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে আগামী সেশন থেকে শতভাগ সিটে ভর্তির সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

ফকিরাপুলে বিস্ফোরণে একই

রহমান জানান, ফকিরাপুলে বিস্ফোরণের ঘটনায় দগ্ধ তিন জনকে হাসপাতালে আনা হয়। দুই জনকে ভর্তি নেওয়া হয়েছে। বাকি একজনকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

ওয়াসার পানিতে ভয়াবহ ইকোলাই

ব্যারিস্টার নাসরীন সুলতানা মিলি। উপস্থিত ছিলেন, এবি পার্টির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ব্যারিস্টার যোবায়ের আহমেদ ভূইয়া, এবিএম খালিদ হাসান, শ্যাডো বিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার আব্বাস ইসলাম খান নোমান, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি বিষয়ক সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ খালিদ ও সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল বাসেত মারজান। ওয়াসার দূষণ ও সমাধান নিয়ে বক্তব্যে মিলি বলেন, প্রতি বছরই গ্রীষ্মের শেষ এবং বর্ষার শুরুতেই ওয়াসার পানি নিয়ে ওঠে নোংরা পোকামাকড়ের প্রজননক্ষেত্র। দূষণের পরিমাণ এতোটাই বাড়ে, যে রোগের প্রাদুর্ভাব প্রচণ্ডভাবে বেড়ে যায়। কিন্তু এটা নিয়ে কোনও দীর্ঘ মেয়াদী সমাধান চিন্তা করা হয়নি। ২০১৯ সালে একজন আইনজীবীর রিটে হাইকোর্ট ডিভিশন ৭ দিনের মধ্যে জানতে চেয়েছিলেন ওয়াসার পানির সাপ্লাইয়ের মল, মূত্র এবং আনুষাঙ্গিক উপস্থিতি কেন পাওয়া গেছে? যার উত্তর আজ প্রায় ৭ বছরেও পাওয়া যায়নি, যা অনাকাঙ্ক্ষিত। সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন যুগ্ম এবি পার্টি ঢাকা মহানগর দক্ষিণের যুগ্ম সদস্য সচিব আহমেদ বারকাজ নাসির, সহকারী প্রচার সম্পাদক রিপন মাহমুদ, আজাদুল ইসলাম আজাদ, সহকারী দপ্তর সম্পাদক অ্যাডভোকেট শরণ চৌধুরী, মশিউর রহমান মিলু, সহকারী অর্থ সম্পাদক আবু বকর সিদ্দিক, সহকারী নারী বিষয়ক সম্পাদক শাহিনুর আক্তার শীলা, যাত্রাবাড়ী থানার আহ্বায়ক সুলতান মোহাম্মদ আরিফসহ কেন্দ্রীয় ও মহানগর পর্যায়ের নেতারা।

মার্কিন ডলারের ওপর

ঘাটতি তৈরি হতে পারে। এটি ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদের কর ছাড়, এমনকি কোভিড মহামারির সময়ের ব্যয় এবং বাইডেন প্রশাসনের উদ্দীপনা প্যাকেজকেও ছাপিয়ে গেছে। বাজারে অনাস্থা বাড়ছে বিনিয়োগকারীরা এখন প্রশ্ন তুলছেন, ট্রাম্প আসলেই দেশ চালাতে সক্ষম কি না। হঠাৎ করে শুল্ক আরোপ, খাতভিত্তিক ছাড়গুলো মিলিয়ে তার নীতিনির্ধারণ প্রক্রিয়ায় স্পষ্টতা ও ধারাবাহিকতা নেই। এমনকি হোয়াইট হাউজের কিছু উপদেষ্টা ডলারের বৈশ্বিক মুদ্রা হিসেবে ধরে রাখার দায়ভার নিয়েও সন্দেহ প্রকাশ করছেন। এ অবস্থায় ফেডারেল রিজার্ভও চাপে পড়েছে। ট্রাম্প সুদের হার কমাতে চাপ দিচ্ছেন। ২০২৬ সালে তিনি নিজের পছন্দমতো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান নিয়োগ করতে পারবেন। এছাড়া, ট্রাম্পের নীতিনির্ধারণে অনিয়ম ও রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের প্রবণতাও বাড়ছে যেমন, অভিবাসীদের এল সালভাদরে পাঠানো বা বিরোধী আইনজীবী ফার্মকে হেনস্তা করা, প্রভৃতি। বিশ্বজুড়ে প্রভাব বিদেশি বিনিয়োগকারীদের হাতে বর্তমানে ৮ দশমিক ৫ ট্রিলিয়ন ডলারের মার্কিন সরকারি বন্ড রয়েছে যার অর্ধেকেরও বেশি বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের কাছে, যাদের ওপর রাজনৈতিক প্রভাব কম চলে না। আগামী বছর যুক্তরাষ্ট্রকে নয় ট্রিলিয়ন ডলারের ঋণ পুনঃঅর্থায়ন করতে হবে। যদি সেই বন্ডের চাহিদা কমে যায়, তাহলে সুদের হার বেড়ে যাবে এবং বাজেট ঘাটতি আরও বাড়বে। এই পরিস্থিতিতে কংগ্রেস কী করবে? অতীতের অর্থনৈতিক সংকটে তারা বাজেট ব্যয় বাড়িয়ে সমাধান করেছিল। কিন্তু এবার তাদের দ্রুত কর বাড়াতে ও খরচ কমাতে হবে। বর্তমান রাজনৈতিক বিভাজনে তা সম্ভব না হলে। ফলে বাজার থেকে চাপ না এলে নীতিগত পদক্ষেপ নেওয়া অসম্ভব হয়ে উঠতে পারে। ফেডের জটিল সমীকরণ ফেড চাইলেও সহজে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। তারা যদি বন্ড কিনে বাজারে স্থিতি আনার চেষ্টা করে, তাহলে সেটি ঋণসংকটে থাকা সরকারের দায় মেটানোর চেষ্টা বলে মনে হতে পারে। উচ্চ মূল্যস্ফীতির সময় বিপজ্জনক। আবার, ফেড যদি ট্রাম্প প্রশাসনের চাপে না চলে, তাহলে বিদেশি কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলোর জন্য ডলার সরবরাহেও প্রশ্ন উঠবে। ডলারের ভবিষ্যৎ মুদ্রার মান নির্ভর করে সে রাষ্ট্র সেটিকে সমর্থন দেয়, তার ওপর। যদি যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ব্যবস্থা বিশৃঙ্খল থাকে, ঘাটতির মোকাবিলায় ব্যর্থ হয় এবং নীতি নির্ধারণে পক্ষপাত দেখায়, তাহলে ডলারের ভবিষ্যৎ সংকটে পড়বে। তাহলে বিকল্প কী? বিশ্বের জন্য সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয় হলো, এই মুহূর্তে ডলারের কোনো সমতুল্য নেই। ইউরো জোন পর্যাপ্ত পরিমাণে নিরাপদ সম্পদ তৈরি করতে পারে না। সুইজারল্যান্ড ছোট, জাপানের নিজস্ব ঋণ অনেক বেশি। সোনা বা ক্রিপ্টোকারেন্সির স্থিতিশীলতা যথেষ্ট নেই। ফলে বিনিয়োগকারীরা একের পর এক বিকল্পের পেছনে ছুটবে, যার ফলে বাজারে অস্থিরতা ও 'বুম-বাস্ট' চক্র বাড়তে থাকবে।

৩ মে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে

ওয়াকফ আইন ও ফিলিস্তিনের গণহত্যার প্রতিবাদে আগামী মঙ্গলবার থেকে ১ সপ্তাহ গণসংযোগ ও আগামী ২৫ এপ্রিল বাদ জুমআ প্রতি জেলা উপজেলায় বিক্ষোভ করবে বলে জানানো হয় দলটি।

তাপমাত্রা ও বৃষ্টি নিয়ে আবহাওয়া

২৪ ঘণ্টায় সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, ঢাকা, খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের দু-এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ বিদ্যুৎ চমকানো বা বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সঙ্গে সারাদেশে দিনের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা ১ থেকে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বাড়তে পারে। আগামী মঙ্গলবার (২২ এপ্রিল) সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টায় সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং রংপুর, ময়মনসিংহ, ঢাকা, খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের দু-এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ বিদ্যুৎ চমকানো বা বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এ ছাড়া দেশের অন্যত্র অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। এ দিন সারাদেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। আগামী বুধবার (২৩ এপ্রিল) সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টায় রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের দু-এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ বিদ্যুৎ চমকানো বা বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এ ছাড়া দেশের অন্যত্র অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। সেই সঙ্গে সারাদেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। বৃহস্পতিবার (২৪ এপ্রিল) সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টায় রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের দু-এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ বিদ্যুৎ চমকানো অথবা বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এ ছাড়া দেশের অন্যত্র অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। এ সময় সারাদেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। লঘুচাপের বর্ধিতাংশ পশ্চিমবঙ্গ ও তৎসংলগ্ন এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। মৌসুমের স্বাভাবিক লঘুচাপ দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে।

মিরপুর-ডেমরায় আওয়ামী লীগের ঝটিকা মিছিল

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীতে ফের দুই জায়গায় ঝটিকা মিছিল করেছেন আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা। 'মিথ্যা-বানোয়াট ও ষড়যন্ত্রমূলক' মামলার বিচারের নামে প্রহসন বন্ধের দাবিতে ওই মিছিল করা হয়। গতকাল রোববার সকালে ডেমরায় ঢাকা-৫ সংসদীয় আসনের আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা বিক্ষোভ মিছিল করেন। মিছিলের নেতৃত্ব দেন মাতুয়াইল ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মো. শান্ত নূর খান শান্ত। অন্যদিকে সকালে মিরপুর এলাকায় ঢাকা মহানগর উত্তর যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক তাইজুল ইসলাম চৌধুরী বাপ্পির নেতৃত্বে একটি মিছিলটি বের করা হয়। মিছিলে ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগ, যুবলীগে নেতারা অংশ নেন। মিছিলে তারা শেখ হাসিনা আসছে, রাজপথ কাঁপছে; শেখ হাসিনা ভয় নাই, রাজপথ ছাড়ি নাই ইত্যাদি স্লোগান দেন। এর আগে গত শুক্রবার রাজধানীর উত্তরায় ঢাকা-১৮ সংসদীয় এলাকায় মিছিল করেন আওয়ামী লীগ ও এর অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা।

নারীর মরদেহের ময়নাতদন্ত নারী চিকিৎসক দিয়ে কেন নয় প্রশ্নে হাইকোর্টের রুল

স্টাফ রিপোর্টার : নারী চিকিৎসক দিয়ে নারীর মরদেহের ময়নাতদন্ত করতে একটি নীতিমালা তৈরিতে কেন নির্দেশনা দেওয়া হবে না– তা জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন হাইকোর্ট। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সচিব, স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট বিবাদীদের এ রুলের জবাব দিতে বলা হয়। গতকাল রোববার বিচারপতি ফাতেমা নজীব এবং বিচারপতি শিকদার মাহমুদুর রাজীর সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ এ রুল জারি করেন। আদালতে রিটের পক্ষে শুনানি করেন অ্যাডভোকেট মো. জুয়েল আজাদ। এর আগে গত ৩ মার্চ এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশনা চেয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সচিব, স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালক বরাবর আবেদন করা হয়। তবে এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের কোনও সাড়া পাওয়া যায়নি। পরে গত ১০ মার্চ নারী চিকিৎসক দিয়ে নারীর মরদেহের ময়নাতদন্ত করতে একটি নীতিমালা তৈরির নির্দেশনা চেয়ে হাইকোর্টে রিট দায়ের করা হয়। আইনজীবী মো. জুয়েল আজাদ হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় এ রিট আবেদন করেন। রিটে নারী চিকিৎসক ও প্যারামেডিকস দিয়ে নারীর মরদেহের ময়নাতদন্ত বা পোস্টমর্টেমের জন্য নীতিমালা তৈরি করতে সংশ্লিষ্টদের ব্যর্থতা এবং নিষ্ক্রিয়তা কেন বেআইনি ও অকার্যকর ঘোষণা করা হবে না– জানতে চেয়ে রুল জারির আরজি জানানো হয়। একইসঙ্গে জেলা পর্যায়ে নারীর মরদেহের ময়নাতদন্তের জন্য নারী কর্মীদের সঙ্গে নারী চিকিৎসক নিয়োগে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ কেন নেওয়া হবে না– তা জানতে চেয়েও রুল জারির আরজি জানানো হয়।

দিনাজপুরে ঘুরতে বেরিয়ে সড়কে গেলো এসএসসি পরীক্ষার্থীর প্রাণ

স্টাফ রিপোর্টার : দিনাজপুরের বিরামপুরে বন্ধুর সঙ্গে মোটরসাইকেলে ঘুরতে বেরিয়ে সড়ক দুর্ঘটনায় হাসান আলী নামের এক এসএসসি পরীক্ষার্থী নিহত হয়। এ ঘটনায় নাঈম নামের আরেকজন আহত হয়। গতকাল রোববার বেলা সাড়ে ১১টায় উপজেলার পল্লবীর মোড় এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত হাসান বিরামপুর উপজেলার থানাপাড়া এলাকার মিলন মিয়ার ছেলে। সে এবার আমানুল্লাহ স্কুল থেকে এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে। আহত নাঈম একই এলাকার নিয়ামত হকের ছেলে। বিরামপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মমতাজুল হক বলেন, 'আজ (রোববার) বেলা ১১টার দিকে দুই বন্ধু বাড়ি থেকে মোটরসাইকেল নিয়ে ঘুরতে বের হয়। এ সময় গোবিন্দগঞ্জ থেকে আসা দ্রুতগামী একটি মালবাহী পিকআপ উপজেলার পল্লবীর মোড় নামক এলাকায় আসলে পেছন থেকে তাদের মোটরসাইকেলটিকে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে হাসান আলী মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পড়ে পিকআপের নিচে চাপা পড়ে। গুরুতর আহত অবস্থায় স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ওসি আরও জানান, হাসানের মাথায়, বুকে ও কোমরে গুরুতর আঘাতে তার মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক। এ ঘটনায় সড়ক পরিবহন আইনে মামলা দায়ের করা হবে। নিহতের মরদেহ প্রক্রিয়া শেষে তার পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

রাজশাহীতে মদপানে দুই যুবকের মৃত্যু, গ্রেফতার ৪

স্টাফ রিপোর্টার : রাজশাহীর চারঘাটে চোলাই মদপানে দুই যুবকের মৃত্যুর পর ওই এলাকায় অভিযান চালিয়েছে র‍্যাব। এ সময় ১ হাজার ৪২০ লিটার চোলাই মদসহ চার জনকে গ্রেফতার করা হয়। গতকাল রোববার সকালে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে র‍্যাব-৫-এর পক্ষ থেকে এ তথ্য জানানো হয়। গ্রেফতার ব্যক্তিরা হলেন- রাজশাহীর পুঠিয়া উপজেলার কৃষ্ণপুর গ্রামের মৃত বাল্য সর্দারের ছেলে শক্তি সর্দার (৭০), শিমুল সর্দারের স্ত্রী চামেলী সর্দার (৩৫), দীপক সর্দারের স্ত্রী শখী সর্দার (২৩) এবং মৃত মহাদেব সর্দারের ছেলে রবিন সর্দার (১৯)। র‍্যাব জানায়, গ্রেফতার ব্যক্তিরা এলাকার চিহ্নিত চোলাই মদ প্রস্তুতকারী ও ব্যবসায়ী। তারা দীর্ঘদিন ধরে নিজ বাড়িতে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে চোলাই মদ উৎপাদন করে আসছিল। পরে তা স্থানীয় যুবকদের কাছে ৫০ ও ১০০ টাকার ছোট ছোট বোতলে বিক্রি করা হতো। র‍্যাব আরও জানায়, এই চোলাই মদ সেবনের ফলে গত ৮ এপ্রিল পার্শ্ববর্তী চারঘাট উপজেলায় দুই যুবকের মৃত্যু হয়। সেই ঘটনার সূত্র ধরেই গত শনিবার পুঠিয়ার কৃষ্ণপুর গ্রামে অভিযান চালানো হয়। অভিযানে বিপুল পরিমাণ চোলাই মদ উদ্ধার ছাড়াও মদ সংরক্ষণের উপকরণ জব্দ করা হয়। গ্রেফতার চার জনের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে পুঠিয়া থানায় একটি নিয়মিত মামলা করা হয়।

রাউজানে ভাত খাওয়ার সময় যুবদল কর্মীকে গুলি করে হত্যা

স্টাফ রিপোর্টার : চট্টগ্রামের রাউজানে সন্ত্রাসীদের গুলিতে মো. মানিক আবদুল্লাহ (৩৬) নামে এক যুবদল কর্মী নিহত হয়। গত শনিবার দিবাগত রাত দেড়টার দিকে উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের গরিব উল্লাহপাড়া গ্রামের ভান্ডারী কলোনির একটি বাসায় ভাত খাওয়ার সময় সন্ত্রাসীরা তাকে গুলি করে হত্যা করে। এ ঘটনায় একই দলের প্রতিপক্ষের লোকজন জড়িত বলে সন্দেহ নিহত ব্যক্তির পরিবারের। নিহত যুবদল কর্মী মো. মানিক আবদুল্লাহ বাগোয়ান ইউনিয়নের গরিব উল্লাহপাড়া গ্রামের আবদুল মোতালেবের ছেলে। দীর্ঘদিন তিনি সংযুক্ত আরব আমিরাতে ছিলেন। গত বছরের অক্টোবরে তিনি দেশে ফিরেন। স্থানীয় রাজনীতিতে বিএনপির কেন্দ্রীয় ভাইস চেয়ারম্যান গিয়াস উদ্দিন কাদের চৌধুরীর অনুসারী হিসেবে পরিচিত মানিক আবদুল্লাহ। প্রত্যক্ষদর্শী সূত্র জানিয়েছে, শনিবার রাত সাড়ে ১২টার দিকে ভান্ডারী কলোনির হানিফ নামে এক ব্যক্তির ভাড়া বাসায় খাবার খেতে গিয়েছিলেন মানিক। এ সময় অজ্ঞাতনামা ১০ থেকে ১৫ জন মুখোশধারী সন্ত্রাসী তাকে লক্ষ্য করে গুলি করে এবং চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করে পালিয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে রাউজান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুল ইসলাম ভুঁইয়া বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, 'লাশ উদ্ধার করে সুরতহাল রিপোর্ট প্রস্তুত শেষে ময়নাতদন্তের জন্য চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়। ঘটনাস্থল থেকে ২ রাউন্ড শটগানের কার্তুজের খোসা উদ্ধার করা হয়েছে। এই ঘটনায় জড়িত কাউকে এখন পর্যন্ত গ্রেফতার করা যায়নি।'

আসামি গ্রেফতারে পূর্বানুমতি: ডিএমপির স্মারকের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে রিট

স্টাফ রিপোর্টার : বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকে কেন্দ্র করে দায়ের করা মামলায় আসামিদের গ্রেফতারে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি নিতে হবে– ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ (ডিএমপি) কমিশনারের পক্ষে সই করা এই অফিস আদেশের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট দায়ের করা হয়। গতকাল রোববার হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট শাখায় সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মো. জসিম উদ্দিন রিটটি দায়ের করেন।

পরে তিনি বলেন, বিচারপতি ফাতেমা নজীব এবং বিচারপতি শিকদার মাহমুদুর রাজীর সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চে রিট আবেদনটির ওপর শুনানি হতে পারে। রিটে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সচিব, পুলিশের মহাপরিচালকসহ সংশ্লিদের বিবাদী করা হয়। এর আগে গত ৯ এপ্রিল ডিএমপির এক অফিস আদেশে বলা হয়, 'বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন সংক্রান্তে দায়ের করা মামলায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে এজাহার নামীয় আসামির সংখ্যা অধিক। এসব মামলার এজাহারনামীয় কিংবা তদন্তে প্রায় আসামি গ্রেফতারের নিমিত্তে উপযুক্ত প্রমাণসহ (ভিকটিম/বাণী/প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী, ঘটনা সংশ্লিষ্ট ভিডিও/অডিও/স্থির চিত্র ও সিডিআর ইত্যাদি) অবশ্যই ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে গ্রেফতার করতে হবে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া বৈষম্যবিরোধী মামলার এজাহারনামীয় কিংবা তদন্তে প্রাপ্ত কোনও আসামি গ্রেফতার না করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।'

খিলগাঁওয়ে ভবন থেকে পড়ে যুবকের মৃত্যু

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর খিলগাঁওয়ে ভবন থেকে পড়ে এক যুবকের মৃত্যু হয়। তার নাম আসিফ আনোয়ার (৩৫)। গত শনিবার দিবাগত রাতে এ ঘটনা ঘটে। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল (ঢামেক) পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক মো. ফারুক এ তথ্য জানান। আসিফ খিলগাঁও সি ব্লকের স্থায়ী বাসিন্দা আনোয়ারুল ইসলামের ছেলে। মৃতের মামা খলিলুর রহমান জানান, আসিফ বুয়েট থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করে আমেরিকায় উচ্চশিক্ষার জন্য গিয়েছিলেন। তবে মানসিক সমস্যার কারণে আড়াই বছর আগে দেশে আসেন। আবার দেশের বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। গত রাতে বাসার নিচ থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে ঢামেক হাসপাতালের জরুরি বিভাগের নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। মো. ফারুক বলেন, শনিবার দিবাগত রাত ১টার দিকে গুরুতর অবস্থায় আসিফকে ঢামেক হাসপাতালের জরুরি বিভাগের আনা হয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। মরদেহ হাসপাতাল মর্গে রাখা হয়। বিষয়টি আমরা সংশ্লিষ্ট থানায় জানিয়েছি।

লক্ষ্মীপুরে ইউপি চেয়ারম্যান-মেম্বারসহ ৭ আ.লীগ নেতা কারাগারে

স্টাফ রিপোর্টার : লক্ষ্মীপুর সদরে ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যানসহ আওয়ামী লীগের ৭ নেতাকে গ্রেফতার করা হয়। তারা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকারীদের হত্যাচেষ্টা মামলার এজাহারভুক্ত আসামি। গতকাল রোববার আদালতের মাধ্যমে তাদের কারাগারে পাঠানো হয়। গত শনিবার রাত ১০টায় সদর মডেল থানার ওসি আব্দুল মোন্নাফ, কমলনগর থানার ওসি তৌহিদুল ইসলাম ও রায়পুর থানার ওসি নিজাম উদ্দিন ভুঁইয়া গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করেন। গ্রেফতাররা হলেন- সদর উপজেলার দক্ষিণ হামছাদী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি মীর শাহ আলম, লক্ষ্মীপুর পৌরসভার সাবেক কাউন্সিলর ও পৌর আওয়ামী লীগের সদস্য কামাল উদ্দিন খোকন, কমলনগর উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান ও ছাত্রলীগের আহ্বায়ক ওমর ফারুক সাগর, তেওয়ারীগঞ্জ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি বোরহান উদ্দিন চৌধুরী, ভবানীগঞ্জ ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ডের সদস্য (মেম্বার) ও ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি নাজমুল হাসান পলাশ, রায়পুর পৌরসভার তাঁতী লীগের সদস্যসচিব মোবারক সর্দার ও ১০ নম্বর রায়পুর ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য (মেম্বার) ও আওয়ামী লীগ নেতা মো. ইউসুফ। তাদেরকে নিজ নিজ এলাকা ও বাড়ি থেকে অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। রায়পুর থানার ওসি নিজাম উদ্দিন ভুঁইয়া বলেন, 'সদর থানায় বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার ঘটনায় মামলায় রায়পুর পৌরসভার তাঁতী লীগের সদস্যসচিব ফারুক সর্দার এবং ১০ নম্বর রায়পুর ইউপি সদস্য (মেম্বার) ও ওয়ার্ডের আওয়ামী লীগ সভাপতি ইউসুফকে গ্রেফতার করা হয়েছে।' কমলনগর থানার ওসি তৌহিদুল ইসলাম বলেন, সদর থানায় বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার ঘটনায় মামলায় সাগরকে গ্রেফতার করা হয়। উপজেলার চরমার্টিন ইউনিয়নের চৌধুরী বাজার এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।' সদর মডেল থানার ওসি আব্দুল মোন্নাফ বলেন, '৪ জনকে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে হামলা মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়।

শরীয়তপুরে রাতে মশাল মিছিল সকালে স্মারকলিপি আওয়ামী লীগের

স্টাফ রিপোর্টার : শরীয়তপুরে রাতের আঁধারে মশাল জ্বালিয়ে ঝটিকা মিছিল করেছেন আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা। গতকাল রোববার সকাল থেকে এ সংক্রান্ত একটি ভিডিও ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়েছে। এছাড়া গতকাল রোববার সকালে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের নিচতলার তথ্যসেবা কেন্দ্রে (ফ্রন্ট ডেস্ক) একটি স্মারকলিপিটি জমা দিয়েছেন জেলা আওয়ামী লীগের কয়েকজন নেতা। পুলিশ জানায়, মিছিলটি গত শনিবার রাতে চিকন্দী ও পালং এলাকার মাঝামাঝি জায়গায় করা হয়। যা এরইমধ্যে শনাক্ত করা হয়। এ ব্যাপারে আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার কথা জানিয়েছে প্রশাসন। ছড়িয়ে পড়া ৪৫ সেকেন্ডের ভিডিওতে দেখা যায়, বেশ কিছু লোক মুখে মাস্ক পড়ে বাঁশের মাথায় মশাল জ্বালিয়ে সড়কে মিছিল করছে। এসময় তারা 'জয় বাংলা', 'শেখ হাসিনার ভয় নাই, রাজপথ ছাড়ি নাই', 'আওয়ামী লীগের ঘাঁটি শরীয়তপুরের মাটি'সহ বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন। আওয়ামী লীগের এমন কর্মকাণ্ড নিয়ে নিন্দা জানিয়েছেন জেলার বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক ইমরান আল নাজির। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ সর্বহারা পার্টি ও জঙ্গিদের মতো দেশকে অস্থিতিশীল করতে এই কার্যক্রম করে যাচ্ছে। আমরা এ বিষয়টি প্রশাসনকে অবগত করে ব্যবস্থা নিতে বলেছি। শরীয়তপুরের মাটিতে আওয়ামী লীগের পুনর্বাসন কিংবা সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালানো কোনোভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। তাদের গোড়া নিচ থেকে উপড়ে ফেলা হবে। জানতে চাইলে পুলিশ সুপার নজরুল ইসলাম বলেন, আওয়ামী লীগের ঝটিকা মিছিলের জায়গাটি শনাক্ত করা হয়েছে। এ ঘটনায় যারা অভিযুক্ত তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এদিকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষে একটি স্মারকলিপি শরীয়তপুরের জেলা প্রশাসকের দপ্তরে জমা দেওয়া হয়েছে। গতকাল রোববার সকালে জেলা আওয়ামী লীগের কয়েকজন নেতা জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের নিচতলার তথ্যসেবা কেন্দ্রে (ফ্রন্ট ডেস্ক) ওই স্মারকলিপিটি জমা দেন। ওই স্মারকলিপিতে আইসিটি ট্রাইব্যুনালে প্রহসনমূলক, ঘৃণ্যতম ও জঘন্যতম অসাংবিধানিক ও বেআইনি কার্যক্রমের প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। এ ব্যাপারে জানতে চাইলে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) সাদিয়া জেরিন বলেন, অনেক স্মারকলিপিই আমরা পেয়ে থাকি। তবে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে স্মারকলিপির বিষয়টি আমার জানা নেই। এ বিষয়ে জানতে শরীয়তপুরের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আশরাফ উদ্দিনের মুঠোফোনে কয়েকবার ফোন দিলেও তিনি রিসিভ করেননি।

রাজশাহীতে রিকশা আরোহীর চোখে মরিচের গুঁড়া ছিটিয়ে ১০ লাখ টাকা ছিনতাই

স্টাফ রিপোর্টার : রাজশাহীতে রিকশায় থাকা এক ব্যক্তির চোখে মরিচের গুঁড়া ছিটিয়ে ১০ লাখ টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটেছে। গতকাল রোববার সকাল পৌনে নয়টার দিকে নগরের ঘোড়ামারা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থলটি নগরের বোয়ালিয়া থানা ভবন থেকে মাত্র ৪০০ মিটার দূরে। ভুক্তভোগী দিলীপ কুমার প্রমানিক রিলায়েন্স অটো নামের একটি যন্ত্রাংশ বিক্রির দোকানের ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত। দিলীপ কুমার জানান, আগের দিনের বিক্রির প্রায় ১২ লাখ টাকা নগরীর কুমারপাড়া এলাকায় মহাজনের বাসায় রেখেছিলেন। গতকাল রোববার সকালে মহাজনের বাসা থেকে ওই টাকা নিয়ে রিকশায় করে দোকানের দিকে রওনা দেন। নগরীর ঘোড়ামারা এলাকায় পৌঁছালে রিকশাচালক হঠাৎ পাশের একটি সরু গলিতে ঢুকে পড়ে। এসময় একটি মোটরসাইকেলে আসা দুই যুবক এসে রিকশার সামনে ব্যারিকেড সৃষ্টি করে। তাদের একজন দিলীপের চোখে মরিচের গুঁড়ার মতো কিছু ছিটিয়ে দিলে তাৎক্ষণিকভাবে তিনি কিছু দেখতে না পেয়ে চিৎকার শুরু করেন। ঠিক তখনই ছিনতাইকারীরা তার পিঠের ব্যাগ টানতে শুরু করে। বাধা দিতে গেলে তারা ছুরি দিয়ে আঘাত করে তার ডান হাতের কনুই ও বাম হাতের একটি আঙুল কেটে দেয়। ধস্তাধস্তির একপর্যায়ে ব্যাগ থেকে আড়াই লাখ টাকা রাস্তায় পড়ে গেলেও মূল ব্যাগটি ছিনিয়ে নিয়ে মোটরসাইকেলে করে পালিয়ে যায় ছিনতাইকারীরা। ঘটনার পর রিকশাচালক কোনো ভাড়া না নিয়েই এলাকা থেকে সটকে পড়েন। দিলীপ কুমারের কর্মস্থলের মালিক বিপুল কুমার ঘোষ জানান, দিলীপ অনেক দিন ধরে তাদের প্রতিষ্ঠানে সততার সঙ্গে কাজ করছেন। প্রতিদিনই তিনি টাকা নিয়ে যান। তবে ছিনতাইয়ের ঘটনার পরপরই বোয়ালিয়া থানা পুলিশ ও মহানগর গোয়েন্দা বিভাগের একটি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। বোয়ালিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোস্তাক আহম্মেদ জানান, আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করা হয়েছে এবং দুর্বৃত্তদের শনাক্ত করতে কাজ চলছে। মামলা দায়েরের প্রক্রিয়াও চলছে।

রাজশাহীতে ব্যারাকে ফাঁস দিয়ে পুলিশ সদস্যের আত্মহত্যা

স্টাফ রিপোর্টার : রাজশাহীতে গলায় ফাঁস দিয়ে মো. মাসুদ রানা (৩৪) নামে এক পুলিশ সদস্য আত্মহত্যা করেছেন। গতকাল রোববার ভোরে তিনি নগরীর রাজপাড়া থানার জেলা পুলিশ লাইন্স ব্যারাকের তয় তলায় টয়লেটের জানালার সঙ্গে ফাঁস দেন। মাসুদ রানা নাটোরের গুরুদাসপুরের পাঁচশিশা এলাকার মৃত আব্দুল মজিদের ছেলে। রাজপাড়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আশরাফুল আলম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, মাসুদ রানা কনস্টেবল হিসেবে জুগিপাড়া তদন্ত কেন্দ্র বাগমারায় কর্মরত ছিলেন। অসুস্থতাজনিত কারণে রাজশাহী বিভাগীয় পুলিশ হাসপাতালে আসেন ও চিকিৎসা শেষে পুলিশ লাইন্সের ব্যারাকে অবস্থান করেছিলেন। ধারণা করা হচ্ছে পারিবারিক কলহ ও মানসিক সমস্যার কারণে তিনি আত্মহত্যা করেছেন। ওসি আরও বলেন, তার মরদেহের সুরতহাল সম্পন্ন করে ময়নাতদন্তের জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পরবর্তীতে আইনি কার্যক্রম শেষে পরিবারের নিকট মরদেহ হস্তান্তর করা হবে।

প্রাইম এশিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র খুন: আটজনকে আসামি করে মামলা

স্টাফ রিপোর্টার : বেসরকারি প্রাইম এশিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে বিবাদের জেরে ছুরিকাঘাতে জাহিদুল ইসলাম নামে এক শিক্ষার্থী নিহত হওয়ার ঘটনায় ৮ জনকে আসামি করে মামলা হয়। গতকাল রোববার মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বনানী থানার উপ-পরিদর্শক (অপারেশন) এ কে এম মইনুদ্দিন। একেএম মইনুদ্দিন বলেন, প্রাইম এশিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘর্ষের ঘটনায় নিহত জাহিদুলের ভাই হুমায়ুন কবির বাদী হয়ে একটি মামলা করেছেন। মামলায় বিশ্ববিদ্যালয়ের এলএলবি ও ইংরেজি বিভাগের তিন ছাত্র মাহাথি, মেহেরাব, আবুজর গিফারী ছাড়াও আরও পাঁচজনকে আসামি করা হয়।

সম্পাদকীয়

বিপুল পরিমাণে অর্থ পাচার ফিরিয়ে আনতে কার্যকর পদক্ষেপ জরুরি

বিগত সময়ে দেশ থেকে যে বিপুল পরিমাণের অর্থ বিদেশে পাচার হয়েছে, অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর সেগুলো ফেরত আনতে নানা উদ্যোগ নিয়েছে। নির্ধারিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পাচার হওয়া অর্থ ফেরত আনা সময়সাপেক্ষ হওয়ায় প্রয়োজনে পাচারকারীদের সঙ্গে আপসের মাধ্যমে ফেরত আনার চেষ্টা করা হবে বলেও সম্প্রতি জানিয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ড. আহসান এইচ মনসুর। বস্তুত, অর্থ পাচার নিয়ে অতীতে অনেক আলোচনা হলেও বাস্তবে পাচার রোধ কিংবা অর্থ ফেরত আনার বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে আমরা দেখিনি। শুধু তাই নয়, রক্ষক হয়ে ভক্ষকের ভূমিকা পালনের খবরও অতীতে বেরিয়েছে। রাজনৈতিক পালাবদলের এ প্রেক্ষাপটে কেউ যাতে অর্থ তুলে নিয়ে পালিয়ে যেতে না পারে, তা প্রতিরোধে সন্দেহভাজনদের ব্যাংক হিসাব জব্দকরণসহ বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি ছিল। পরিতাপের বিষয়, সার্বিকভাবে তা হতে আমরা দেখিনি। এছাড়া এখন পর্যন্ত পাচারকৃত টাকার প্রকৃত পরিমাণও জানা সম্ভব হয়নি। বলার অপেক্ষা রাখে না, পাচারকৃত অর্থ ফেরত আনা সময়সাপেক্ষ ও বিধিবিধান অনুসরণের বিষয়। তা করতে গেলে স্বাভাবিকভাবেই সময়ক্ষেপণের সুযোগ নেই। আর তাই কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যত ক্ষমতাশালীই হোক না কেন, সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকলে তাকে আইনের আওতায় আনার বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে। যেসব প্রক্রিয়ায় অর্থ পাচার হয়ে থাকে, সেগুলো চিহ্নিত করে এর ফাঁকফোকরগুলো বন্ধ করাও প্রয়োজন। সব ধরনের আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে শতভাগ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা যাতে নিশ্চিত হয়, সেদিকেও নজর দিতে হবে। যেহেতু অর্থ পাচারের সঙ্গে হুন্ডির বিষয়টি সরাসরি জড়িত, সেহেতু এটি বন্ধেও নিতে হবে পদক্ষেপ। পাচারকৃত অর্থ ফেরত আনার ক্ষেত্রে পাচারকারীদের প্রতি কঠোর মনোভাব থাকাটাই বাঞ্ছনীয়। অর্থ পাচারকারী তো বটেই, পাশাপাশি এ অপকর্মের সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত আইনের আওতায় আনা না হলে এ খাতে কাঙ্ক্ষিত সুফল মিলবে কি না, এ বিষয়ে সন্দেহ থেকেই যায়। দেশের অর্থনীতির স্বার্থে অর্থ পাচার রোধে যা যা করা দরকার, তার সবই করতে হবে। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংক, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, দুর্নীতি দমন কমিশনসহ সংশ্লিষ্ট সব প্রতিষ্ঠানকে তৎপর হতে হবে বলে মনে করি আমরা। পাচার হওয়া অর্থ দেশে ফেরত আনার ক্ষেত্রে অনুসন্ধান ও তদন্তে দিতে হবে অধিক গুরুত্ব। আর যারা এর তদন্তে থাকবেন, স্বচ্ছতার স্বার্থে তাদেরও জবাবদিহির আওতায় রাখতে হবে। আমরা আশা করি, অর্থ পাচার নিয়ন্ত্রণ ও পাচারকৃত অর্থ দেশে ফেরত আনতে সরকার কার্যকর পদক্ষেপ নেবে।

সব ধরনের আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে শতভাগ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা যাতে নিশ্চিত হয়, সেদিকেও নজর দিতে হবে। যেহেতু অর্থ পাচারের সঙ্গে হুন্ডির বিষয়টি সরাসরি জড়িত, সেহেতু এটি বন্ধেও নিতে হবে পদক্ষেপ। পাচারকৃত অর্থ ফেরত আনার ক্ষেত্রে পাচারকারীদের প্রতি কঠোর মনোভাব থাকাটাই বাঞ্ছনীয়। অর্থ পাচারকারী তো বটেই, পাশাপাশি এ অপকর্মের সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত আইনের আওতায় আনা না হলে এ খাতে কাঙ্ক্ষিত সুফল মিলবে কি না, এ বিষয়ে সন্দেহ থেকেই যায়

কিশোর গ্যাংয়ের উৎপাত থামাতেই হবে

দেশে কিশোর গ্যাংয়ের উৎপাত বেড়েই চলেছে। হত্যা ও ছিনতাইসহ নানা অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে তারা। পরিসংখ্যান বলছে, গত দুই বছরে ৩৭ শতাংশ বেড়েছে কিশোর গ্যাংয়ের সংখ্যা। ২০২৩ সালে জার্নাল অব এমার্জিং টেকনোলজিস অ্যান্ড ইনোভেশন রিসার্চে (জেইটিআইআর) প্রকাশিত মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেনের 'স্টাডি অব চিলড্রেন ক্রাইমস এট আরবান এরিয়াজ ইন বাংলাদেশ' গবেষণায় বলা হয়, অপরাধে শিশুদের সম্পৃক্ততা বর্তমান সময়ে সত্যিই উদ্বেগজনক পর্যায়ে রয়েছে। তাদের মুষ্টিমেয়দের কর্মকাণ্ডে সমাজ আক্রান্ত হচ্ছে, যা অদূর ভবিষ্যতের জন্য ভয়ংকর। বর্তমানে প্রায়ই শোনা যাচ্ছে, বেপরোয়া কিশোর গ্যাংয়ের হাতে নাজেহাল হচ্ছে কোনো না কোনো ব্যবসায়ী বা সাধারণ জনগণ। প্রায় এক দশক ধরে রাজধানীসহ সারা দেশে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে কিশোর গ্যাংয়ের সদস্যরা। দিনে দুপুরে বাসাবাড়িতে চুরি, ছিনতাই ছাড়াও এ চক্রটি প্রায়ই তুরাগ নয়ানগর, দলিপাড়া, বাউনিয়া, কামারপাড়া, দক্ষিণখান, ট্রান্সমিটার, মোল্লাবাড়ী, হলান, আজমপুর, আশকোনা, কাওলা, খিলক্ষেত নিকুঞ্জ, উত্তরখান মাদার বাড়ি, মাজারপাড়া, বড়বাগ, চাঁনপাড়া, তেরমুখ, উত্তরখান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ পাড়া মহল্লার বাসাবাড়ি, শিল্প প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন স্কুল কলেজের মূল্যবান বৈদ্যুতিক তার রাতের আধারে কেঁটে নিয়ে যায়। জানা যায়, কিশোর গ্যাং এর সাথে জড়িত রয়েছে এলাকার বখাটে যুবক, ছিঁচকে চোর, ছিনতাইকারী ও বিপথগামী কিছু স্কুল কলেজের শিক্ষার্থী। প্রায় সময়ই নির্মাণাধীন ভবনের মূল্যবান রড, সিমেন্ট চুরির ঘটনায় এলাকাবাসী চোরকে ধরে থানা পুলিশকে জানালেও চোরের বয়স কম হওয়ার কারণে থানা পুলিশ ও তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারে না। ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি) সদর দপ্তর সূত্র বলছে, ডিএমপির প্রতিটি থানা এলাকায় কিশোর গ্যাং সদস্য রয়েছে। ঢাকায় অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত ৪০ শতাংশই কিশোর। আগের চেয়ে তাদের দলের সদস্য সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২০ হাজারের বেশি। তাদের হাতে এখন পিস্তলসহ আধুনিক ধারালো অস্ত্রও রয়েছে। কিশোর অপরাধ বৃদ্ধি পেলেও সরকারি বা বেসরকারি পর্যায়ে এ নিয়ে পর্যাপ্ত গবেষণা নেই। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে হাতেগোনা কয়েকটি গবেষণা থাকলেও কিশোরদের অপরাধ প্রবণতা রোধে যে-সব পরামর্শ দেওয়া হয়, তারও বাস্তবায়ন নেই। ফলে ক্রমে মাদক ব্যবসা থেকে শুরু করে হত্যাযজ্ঞের মতো বড় বড় অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে শিশু-কিশোর। কিশোর গ্যাংয়ের পৃষ্ঠপোষকদের চিহ্নিত করে বিচারের আওতায় আনা জরুরি। এছাড়া সমাজের বিভিন্ন স্তরে যে ব্যত্যয়গুলো রয়েছে সেগুলো সংশোধন করা প্রয়োজন। আইনের বিষয়গুলোতে আরো কিছু সংযোজন-বিয়োজন প্রয়োজন। পাশাপাশি যারা সমাজের দায়িত্বশীল নাগরিকদের তাদের এগিয়ে আসা দরকার।

শিশুশ্রম রোধে পদক্ষেপ নিতে হবে

আমাদের দেশে দারিদ্রসীমার নিচে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ। এরা অভাব-অনটন ও দারিদ্র্যের কষাঘাতে ও জ্বালায় জর্জরিত হয়ে নিজেদের সন্তানদের শিশুশ্রমে বাধ্য করানো হচ্ছে। এ ছাড়া জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সম-আর্থিক বণ্টনের প্রতিক্রিয়ার ফলে শিশু শ্রমিকের সমস্যা জটিল আকার ধারণ করছে। আমাদের দেশে পিতৃমাতৃহীন শিশুরাই অধিক হারে শিশুশ্রমে জড়িত। বেঁচে থাকার জন্য নিরুপায় হয়ে তারা এপথে পা বাড়ায়। বিদ্যালয়ের প্রতি অনীহাও শিশুশ্রমের অন্যতম একটি কারণ। কুলি, হকার, রিকশা শ্রমিক, ফুল-বিক্রেতা, আবর্জনা সংগ্রাহক, ইটপাথর ভাঙা, হোটেল শ্রমিক, বুনন কর্মী, মাদক বাহক, বিড়ি শ্রমিক, ঝালাই কারখানার শ্রমিক, বেডিং স্টোরের শ্রমিক ও গৃহকর্মীর পেশাসহ আরও অনেক ঝুঁকিপূর্ণ কাজেই শ্রম দিচ্ছে শিশুরা। 'ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম' শীর্ষক আরেক সমীক্ষায় দেখা যায়, কিছু বিশেষ ঝুঁকিপূর্ণ কাজেও শিশুরা নিয়োজিত রয়েছে। যেমন- ইলেকট্রিশিয়ান, রাসায়নিক দ্রব্য তৈরির কারখানায় কাজ, মাদকদ্রব্য বিক্রি ও বহন। সমুদ্রবন্দর এলাকায় শিশুদের জোর করে মাফিয়া চক্রে যুক্ত করানো। এই উদ্দেশে অনেক শিশুকে অপহরণ করে পাশের দেশসহ নানা দেশে নিয়ে যাওয়া হয়। চুরি, ছিনতাই, ভিক্ষাবৃত্তিসহ নানা কাজে এদের লাগিয়ে এক শ্রেণির দেশ ও সমাজবিরোধী লোক প্রচুর অর্থ উপার্জন করে। তা ছাড়া পোশাকশিল্প কারখানাতেও হাড়ভাঙা খাটুনিতে শিশুদের নিযুক্ত করা হয়। ১৯২৪ সালে জেনেভায় আন্তর্জাতিক সম্মেলনে শিশু অধিকার ঘোষণা করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৫৯ সালে জাতিসংঘে শিশু অধিকার সনদ ঘোষণা করা হয়; যা চারটি ভাগে বিভক্ত বর্তমানে বাংলাদেশের আইনে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত শিশু হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে আমাদের দেশে দিন দিন শিশুশ্রমিক বৃদ্ধি পাচ্ছে।

দেশে চিড়িয়াখানা ও সাফারি পার্ক রাখার কোনো দরকার আছে কী?

শাহানা হুদা রঞ্জনা

প্রতিদিন পশুপাখিদের প্রতি নির্মম আচরণের খবর পড়ি, আর মনটা ভেঙে যায়। অনেকেই হয়তো বলতে পারেন মানুষের প্রতি নির্মম আচরণ দেখে কি আমার কষ্ট হয় না? হয়, খুব কষ্ট হয়। কিন্তু মানুষের প্রতি অত্যাচার, অবিচার ও নৃশংসতার জন্য মানুষের লোভ দায়ী। মানুষ মানুষের কাছ থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে চায়, প্রভাব বিস্তার করতে চায় এবং পূর্ব শত্রুতার জেরে সবধরনের অপরাধ করে। কিন্তু ভাষাহীন পশুপাখি কী অপরাধ করেছে? কেন তাদের উপর প্রতিদিন জোর-জুলুম করা হচ্ছে, কষ্ট দেয়া হচ্ছে? মানুষের লোভের কাছে নির্বিবাদী পশুপাখিকেও বলি হতে হচ্ছে। বাঁশখালীর সংরক্ষিত বনাঞ্চলে হাতির ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ পাওয়া গেছে। তার দাঁত তুলে নেওয়া হয়েছে। পুরুষ হাতিটির বয়স সাত-আট বছর। হাতিটির শরীরের বিভিন্ন অংশে ধারালো কিছুর আঘাতের চিহ্ন দেখা গেছে। সেটির দাঁত ও নখ তুলে ফেলা হয়েছে। গুপ্ত শিকারীরা দাঁতের জন্য হাতিটিকে হত্যা করে থাকতে পারে বলে বনবিভাগের লোকজন ধারণা করছেন। কী অদ্ভুত ব্যাপার। সংরক্ষিত এলাকায় চোরা শিকারীরা এসে হাতি মেরে দাঁত, নখ নিয়ে গেল। কেউ দেখার নেই? নাকি এখানকার লোকজনই এই হাতি হত্যার সাথে জড়িত? তা না হলে একটি সংরক্ষিত এলাকায় এমন হত্যাকাণ্ড ঘটে কীভাবে? হাতিটির পড়ে থাকা দেখে বুক ফেটে গেল। সামান্য দুটি দাঁতের জন্য তাকে প্রাণ দিতে হলো? মৃত হাতিটির ময়নাতদন্ত করার পরিকল্পনা করছে কর্তৃপক্ষ। কিন্তু আমি মনে করি ময়নাতদন্তের চেয়েও জরুরি হত্যাকারীকে খুঁজে বের করা। শুধু এখনই না, বছরের পর বছর ধরে সাতকানিয়া, শেরপুর, কক্সবাজারের চকরিয়া ও চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে হাতি হত্যা করা হচ্ছে। অথচ এই এশীয় প্রজাতির হাতি বন্যপ্রাণী বিষয়ক আন্তর্জাতিক সংস্থা আইইউসিএন 'মহা-বিপন্নের তালিকায়' অন্তর্ভুক্ত করেছে। বহুবছর ধরেই হাতি বিশেষজ্ঞরা অভিযোগ করে আসছেন যে এই প্রাণীটিকে রক্ষায় প্রশাসনের কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। ভ্রূক্ষেপ যে নাই, এর প্রমাণ হচ্ছে সংরক্ষিত বনাঞ্চলে হাতি হত্যার ঘটনা। রক্ষকই কি ভক্ষক হয়ে যাচ্ছে? এভাবে চলতে থাকলে হয়তো অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশে হাতিই থাকবে না, তেলাপোকাই একদিন হাতি হয়ে যাবে। হাতিকে মানুষ মনে করে শত্রু। হাতি তাড়াতে বনভূমিতেই মানুষ আগুন ধরিয়ে দেয়। হাতি খাবারের জন্য লোকালয়ে ঢুকে পড়লে মানুষ বৈদ্যুতিক শক দিয়ে বা পিটিয়ে মেরে ফেলে। অথচ বাংলাদেশে বসবাসের জায়গা, চাষাবাদ, রাস্তা তৈরি করার জন্য মানুষই হাতির আবাসভূমিতে মানুষ ঢুকে পড়ছে ও হাতির জায়গা দখল করছে। হাতি বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, হাতিরা বংশ পরম্পরায় হাজার হাজার বছর ধরে একটি নির্দিষ্ট রুট ধরেই চলাচল করে। সেই বিচরণ ক্ষেত্রে গত দেড়/ দুই দশকের বেশি ধরে মানুষ বসতি গড়ে তুলছে, চাষাবাদ করছে। হাতি খুব শান্ত স্বভাবের, বুদ্ধিমান ও স্বজন প্রিয় প্রাণী। এরা দলগতভাবে চলাচল করে। তবে হাতি তার বিচরণ-ক্ষেত্রে কিছু পেলেই সেটা ভেঙেচুরে দেয়। হাতি দিনে পাহাড়ে থাকে, রাতে খাওয়ার জন্য নিচে নেমে আসে। নিচে নেমে আসার পর বৈদ্যুতিক ফাঁদে পড়ে নিহত হয় এবং মানুষ ভয়ে গুলি করে। হাতি নিয়ে যারা কাজ করছেন তারা বলেন, হাতি নিরীহ প্রাণী। ওদের চলাচলের স্থান, খাওয়ার জায়গায় মানুষ বসতি গড়েছে বলে সবসময় মানুষের সাথে হাতির দ্বন্দ্ব হচ্ছে, প্রাণ দিতে হচ্ছে হাতিকে। আর চোরা শিকারীরাতো আছেই। অন্যদিকে গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলায় সাফারি পার্ক থেকে একসঙ্গে তিনটি লেমুর চুরি হয়ে গেছে। এমন মূল্যবান ও দুর্লভ প্রাণী চুরি হয়ে যাওয়ার ১৫ দিন পার হলেও ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেনি পুলিশ। পুলিশ হয়তো লেমুর হারানোর বিষয়টিকে পাত্তা দেয়নি। ২০১৮ সালের হজরত শাহজালাল বিমানবন্দর থেকে বিভিন্ন প্রজাতির পাখি ও প্রাণীর সঙ্গে দুটি লেমুর উদ্ধার করা হয়েছিল। বাংলাদেশকে রুট হিসেবে ব্যবহার করে সেগুলো অন্য দেশে পাচার করা হচ্ছিল। লেমুর দুটিকে সাফারি পার্কে রাখা হয়েছিল। উদ্ধার করা লেমুর দুটির মধ্যে একটি ছিল মেয়ে ও অন্যটি ছেলে। ওই বছরের নভেম্বরে লেমুর দম্পতির ঘরে দুটি শাবক জন্ম নেয়। গত বছরে একটি লেমুর মারা যায়। এরপর সেখানে তিনটি লেমুর ছিল। দুর্বৃত্তরা পার্কের বেষ্টনীর নেট কেটে তিনটি লেমুর চুরি করেছে। অদ্ভুত ব্যাপার এই যে নিরাপত্তা বেষ্টনী কেটে দুর্লভ তিনটি প্রাণী নিয়ে গেল, আর কেউ সেটা টের পেলেন না? অবশ্য পাবেনই বা কেমন করে? কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, গত ৫ আগস্টের পরে পার্কে দুইবার চুরি হয়েছে। তার আগেও হয়েছে। পার্কের সীমানা প্রাচীর নীচু, নেট কেটে চুরি করা সহজ। নিরাপত্তা প্রহরী নেই। ৫ আগস্টের পরে সিসিটিভি ক্যামেরাও ভেঙে ফেলেছে। পার্কে বিভিন্ন জাতের এক হাজার ৩০০টির বেশি প্রাণী রয়েছে। যে কোনো সময় অন্য প্রাণীও চুরি হতে পারে। একটি পার্কে বা সাফারিতে দুর্লভ প্রাণী থাকার পরেও নিরাপত্তা কর্মীর অভাব থাকবে কেন? কেন গত নয় মাসে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো হয়নি? এই গাফিলতি কি ইচ্ছাকৃত নয়? চুরির ঘটনার ১৪ দিন পর মামলা হলে, চুরি যাওয়া প্রাণী ফিরে পাওয়ার সম্ভাবনা কতটা থাকে? ধারণা করা যায়, পার্কের কারো সাথে সংঘবদ্ধ অপরাধী চক্রের সংযোগ রয়েছে। এরাই বাংলাদেশকে বন্যপ্রাণী পাচারের পথ হিসেবে ব্যবহার করছে। আমরা এখনো জানিনা তদন্ত কিছু হচ্ছে কিনা? আর তদন্ত হলেও কোন ফল পাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছে না। বাংলাদেশ কি আদতে সাফারিপার্ক ও চিড়িয়াখানা ব্যবস্থাপনার জন্য উপযোগী ও মানসম্মত কোন দেশ? এখানে পশুপাখি রক্ষায় অনেক আইন আছে সত্য। কিন্তু পশুপাখির প্রতি ভালবাসা ও দায়িত্বজ্ঞান খুব কম বা নাই বললেই চলে। এর পাশাপাশি পার্ক ব্যবস্থাপনার জন্য অর্থবল, লোকবল সবকিছুর অভাব রয়েছে। এইতো সেদিন পঞ্চগড় সদর উপজেলা থেকে একটি বিলুপ্ত প্রজাতির নীলগাই উদ্ধার করা হয়েছে। সীমান্ত দিয়ে কাঁটাতারের বেড়া ভেঙে বাংলাদেশে প্রবেশ করে নীলগাইটি। পরে স্থানীয় শত শত মানুষ হরিণ ভেবে নীলগাইটিকে তাড়া করে। বাধ্য হয়ে প্রাণীটি নদীতে ঝাঁপ দেয় কিন্তু তাও রক্ষা পায়নি সে। সেখান থেকে নীলগাইটিকে ধরে বেঁধে রাখে স্থানীয়রা। পরে খবর পেয়ে পঞ্চগড় বন বিভাগের কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে নীলগাইটি উদ্ধার করে পঞ্চগড় সদর উপজেলা প্রাণিসম্পদ হাসপাতালে নিয়ে যায়। সুস্থ করে নীলগাইটিকে গাজীপুরের সাফারি পার্কে পাঠানো হয়েছে। এর আগেও কয়েকটি নীল গাঁই আহত ও নিহত হয়েছে মানুষের কবলে পড়ে। বুঝতে পারি না যে, নীল গাঁই মানুষের এমন কী ক্ষতি করতে পারে যে তাকে মারতে হবে, আহত করতে হবে। নীলগাঁই একটি বিলুপ্ত প্রজাতির প্রাণী এবং খুব ভীতু। মানুষ দেখলে তারা ভয় পায়। নীলগাঁইটির বয়স দুই আড়াই বছর হতে পারে। মানুষের জীবনে স্বার্থ এত বেশি স্ট্রং যে তাদের মধ্যে মায়া মমতা কম। আর যেহেতু স্বার্থ বাড়ছে, ভালবাসা, মায়া ততোটাই কমছে। কিন্তু পশুপাখির মধ্যে তো স্বার্থপরতা নেই। তারা সহজাতভাবেই শুধু ভালবাসা বুঝে। যেমন হাতিরা ঘুরে ঘুরে তাদের হারানো সাথীকে খোঁজে, কাকেরা দলের কেউ মারা গেলে একত্রিত হয়ে শোক করে, মা কুকুর মৃত সন্তানের পাশে দাঁড়িয়েই থাকে, ভাবে বাচ্চাটা মনে হয় বেঁচে উঠবে। বিড়াল তার মৃত বাচ্চাকে মুখে করে নিয়ে লুকিয়ে রাখে, কেউ যেন নিতে না পারে। বানরের দল সংঘবদ্ধ থাকে যেকোনো বিপদে-আপদে। ফলের গন্ধে, ফসলের গন্ধে প্রাণীরা লোকালয়ে আসে। বনজঙ্গল উজাড় হয়ে যাওয়ায় পশুপাখির আশ্রয়স্থল ও খাবারের অভাব প্রকট হয়ে উঠেছে। এই সংকটের কারণেই এরা জঙ্গল থেকে লোকালয়ে চলে আসছে, আর মানুষের হতে আহত ও নিহত হচ্ছে। মানুষ কেন কোনো কারণ ছাড়াই পশুপাখি হত্যা করে? টিলার ওপরে আশ্রয় নেওয়া শিয়াল, বাগডাসকে মেরেছিল তরুণদের দল, বন্যার সময় ঘরে আশ্রয় নেওয়া হরিণটিকে খেয়ে ফেলেছিল মানুষ, মানুষ গন্ধগোকুলকে মেরে ফেলেছে, কুকুরের হাত-পা ভেঙে দিয়েছে, বিড়ালকে দড়িতে ঝুলিয়ে ফাঁসি দিয়েছে, আহত শামুকখোল পাখিদের রান্না করে খেয়ে ফেলেছে, বিষ খাইয়ে মাছ, বানর ও পাখি মেরে ফেলেছে। আজ এরা বিনা প্রয়োজনে পশুপাখি খুন করছে, কাল মানুষ খুন করবে। যেমনভাবে খুন করেছে আবরার, তসলিমা রেনু, বিশ্বজিৎ দাস, দীপন, অভিজিৎ রায় ও নিলাদ্রী চট্টোপাধ্যায়কে। জীবের প্রতি দয়ার কথা আমাদের সেভাবে শেখানো হয় না বলেই অসংখ্য নির্মম হত্যাকাণ্ড ঘটছে। সেদিনও একটি মেছোবাঘকে অকারণে হত্যা করা হয়েছে। খাবার খুঁজতে খুঁজতে একটি মেছো বাঘ খালের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। গ্রামের সবাই একজোট হয়ে ধাওয়া করে তাকে পিটিয়ে মেরেই ক্ষান্ত হয়নি, নিরীহ মেছোবাঘটির মরদেহ ঝুলিয়ে রেখেছিল গাছের ডালে। এরপর কাঁধে তুলে পুরো গ্রাম চক্কর দিয়ে উল্লাস করেছে গ্রামের কিছু তরুণ। ছবি তুলে ফেসবুকে আপলোড করে প্রচার করেছে তাদের বীরত্বের গল্প। এর আগে শ্রীমঙ্গলে ধান খেত থেকে আহত অবস্থায় একটি মেছোবাঘ উদ্ধার করা হয়েছিল। যার কোমরে কেউ লাঠি দিয়ে আঘাত করেছে। ফেনীর সোনাগাজীতে গভীর রাতে কৃষকের একটি অন্তঃসত্ত্বা গাভী চুরি করে চামড়াসহ গাভীর মাথাটি গাছের সঙ্গে ঝুলিয়ে রেখে যায় দুর্বৃত্তরা। পশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা এক ধরনের মানসিক বিকৃতি বা অসুস্থতা। মানুষই এই জীবজগতে সবচেয়ে বেশি নৃশংস। যেহেতু বাংলাদেশে মানুষের বড় একটা অংশ প্রাণীকুলকে ভালোবাসতে শিখেনি। ময়মনসিংহের জয়নুল আবেদিন চিড়িয়াখানাটিতে ভাল্লুক আহত হয়ে পড়ে ছিল কয়েকদিন ধরে। তার দেহ পচে গলে যাচ্ছিল,ভাল্লুকটির কান্নার শব্দে চারিদিক ভারী হয়ে উঠেছিল, কিন্তু কর্তৃপক্ষের কোনো খোঁজ ছিল না। এর আগে জাতীয় চিড়িয়াখানার পশুপাখির মানবেতর জীবন ও অব্যবস্থা নিয়েও পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল কিন্তু প্রাণীদের জীবনে শান্তি আসেনি। তাই এই দেশে মানুষের মনোরঞ্জনের জন্য চিড়িয়াখানা ও সাফারি পার্ক রাখারও কোনো দরকার আছে বলে মনে হয় না। এগুলো পশুপাখিদের জন্য আসলে কারাগার।

মানুষ দেখলে তারা ভয় পায়। নীলগাঁইটির বয়স দুই আড়াই বছর হতে পারে। মানুষের জীবনে স্বার্থ এত বেশি স্ট্রং যে তাদের মধ্যে মায়া মমতা কম। আর যেহেতু স্বার্থ বাড়ছে, ভালবাসা, মায়া ততোটাই কমছে। কিন্তু পশুপাখির মধ্যে তো স্বার্থপরতা নেই। তারা সহজাতভাবেই শুধু ভালবাসা বুঝে। যেমন হাতিরা ঘুরে ঘুরে তাদের হারানো সাথীকে খোঁজে, কাকেরা দলের কেউ মারা গেলে একত্রিত হয়ে শোক করে, মা কুকুর মৃত সন্তানের পাশে দাঁড়িয়েই থাকে, ভাবে বাচ্চাটা মনে হয় বেঁচে উঠবে। বিড়াল তার মৃত বাচ্চাকে মুখে করে নিয়ে লুকিয়ে রাখে, কেউ যেন নিতে না পারে। বানরের দল সংঘবদ্ধ থাকে যেকোনো বিপদে-আপদে। ফলের গন্ধে, ফসলের গন্ধে প্রাণীরা লোকালয়ে আসে। বনজঙ্গল উজাড় হয়ে যাওয়ায় পশুপাখির আশ্রয়স্থল ও খাবারের অভাব প্রকট হয়ে উঠেছে। এই সংকটের কারণেই এরা জঙ্গল থেকে লোকালয়ে চলে আসছে, আর মানুষের হতে আহত ও নিহত হচ্ছে। মানুষ কেন কোনো কারণ ছাড়াই পশুপাখি হত্যা করে? টিলার ওপরে আশ্রয় নেওয়া শিয়াল, বাগডাসকে মেরেছিল তরুণদের দল, বন্যার সময় ঘরে আশ্রয় নেওয়া হরিণটিকে খেয়ে ফেলেছিল মানুষ, মানুষ গন্ধগোকুলকে মেরে ফেলেছে, কুকুরের হাত-পা ভেঙে দিয়েছে, বিড়ালকে দড়িতে ঝুলিয়ে ফাঁসি দিয়েছে, আহত শামুকখোল পাখিদের রান্না করে খেয়ে ফেলেছে, বিষ খাইয়ে মাছ, বানর ও পাখি মেরে ফেলেছে। আজ এরা বিনা প্রয়োজনে পশুপাখি খুন করছে, কাল মানুষ খুন করবে। যেমনভাবে খুন করেছে আবরার, তসলিমা রেনু, বিশ্বজিৎ দাস, দীপন, অভিজিৎ রায় ও নিলাদ্রী চট্টোপাধ্যায়কে। জীবের প্রতি দয়ার কথা আমাদের সেভাবে শেখানো হয় না বলেই অসংখ্য নির্মম হত্যাকাণ্ড ঘটছে। সেদিনও একটি মেছোবাঘকে অকারণে হত্যা করা হয়েছে। খাবার খুঁজতে খুঁজতে একটি মেছো বাঘ খালের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। গ্রামের সবাই একজোট হয়ে ধাওয়া করে তাকে পিটিয়ে মেরেই ক্ষান্ত হয়নি, নিরীহ মেছোবাঘটির মরদেহ ঝুলিয়ে রেখেছিল গাছের ডালে। এরপর কাঁধে তুলে পুরো গ্রাম চক্কর দিয়ে উল্লাস করেছে গ্রামের কিছু তরুণ। ছবি তুলে ফেসবুকে আপলোড করে প্রচার করেছে তাদের বীরত্বের গল্প। এর আগে শ্রীমঙ্গলে ধান খেত থেকে আহত অবস্থায় একটি মেছোবাঘ উদ্ধার করা হয়েছিল। যার কোমরে কেউ লাঠি দিয়ে আঘাত করেছে। ফেনীর সোনাগাজীতে গভীর রাতে কৃষকের একটি অন্তঃসত্ত্বা গাভী চুরি করে চামড়াসহ গাভীর মাথাটি গাছের সঙ্গে ঝুলিয়ে রেখে যায় দুর্বৃত্তরা। পশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা এক ধরনের মানসিক বিকৃতি বা অসুস্থতা। মানুষই এই জীবজগতে সবচেয়ে বেশি নৃশংস

স্বদেশেই উস্কানি-গুজবের কাঠগড়ায় ভারত

মোস্তফা কামাল

একদিকে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নিপীড়নের ভুয়া অভিযোগ এবং এ সংক্রান্ত নানা কল্পকাহিনি, আরেকদিকে নিজদেশে মুসলিমদের ওপর অত্যাচারের স্ট্রিমরোলার চালাচ্ছে ভারত। চলছে গুজবসহ বানোয়াট ছবি ছড়ানোর পাগলা ঘণ্টাও। অভিযোগের তীর ক্ষমতাসীন ভারতীয় জনতা পার্টি-বিজেপির দিকে। মুর্শিদাবাদে অশান্তির আবহে স্যোশালমিডিয়ায় ছড়ানো একাধিক ভুয়া ছবি শনাক্তও করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। ওয়াক্ফ বিল সংসদে পাসের পর থেকেই মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন প্রান্তে বিক্ষিপ্ত অশান্তি। উত্তপ্ত এই পরিস্থিতির মাঝেই রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিরোধী দল বিজেপির মধ্যে তীব্র বাগ্‌যুদ্ধ। বিশেষ করে বিজেপির তরফ থেকে সামাজিক মাধ্যমে যে একাধিক ছবি প্রচার করা হচ্ছে, তা নিয়ে সরব হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। বিজেপির বিরুদ্ধে গুজব ছড়িয়ে সাম্প্রদায়িক উসকানির অপচেষ্টার অভিযোগ তুলেছে পুলিশও। ওয়াক্ফ আইন সংশোধনের পর বিক্ষোভ-সংঘর্ষ-প্রাণহানির পর থমথমে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদে অভিযানে নেমেছে যৌথবাহিনী। শুক্র ও শনিবারের সহিংসতায় ৩ জনের মৃত্যুর পর চলছে চোরাগোপ্তা হামলা। গুলিবিদ্ধ বেশ কয়েকজনকে ভর্তি করা হয়েছে হাসপাতালে। অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েনের পাশাপাশি জারি আছে আধাসামরিক বাহিনীর টহল ও সতর্ক নজরদারি। অশান্ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে মুর্শিদাবাদের নতুন কয়েকটি এলাকা ছাড়াও মালদহ আর বীরভূমের কয়েকটি এলাকায় দীর্ঘসময় ইন্টারনেট সেবা বন্ধ রাখা হয়। স্থানীয় প্রশাসনের বার্তা হচ্ছে, সহিংসতায় সরাসরি জড়িত আর ইন্ধনদাতাদের ধরতে অভিযানে নেমেছে যৌথ বাহিনী। পরিস্থিতিকে আরও ঘোলাটে করার অপচেষ্টায় নেমেছে পশ্চিমবঙ্গে বিরোধী দলের ভূমিকায় থাকা নরেন্দ্র মোদির বিজেপি। হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা বাধিয়ে ফায়দা নিতে বিজেপির ভেরিফাইড পেইজ থেকে ভুয়া ছবি ছড়ানো অভিযোগ তুলেছে রাজ্য পুলিশ। দাবি করা হচ্ছে, ছবিগুলো নাগরিক সংশোধনী আইনের সময় উত্তর প্রদেশ, আসাম ও কর্নাটকে সরকার বিরোধী বিক্ষোভের। উত্তর প্রদেশে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের কথা বড় শক্ত। তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ, জাতীয় ও মুখপাত্ররা বিজেপির ক্রিয়াকর্মে নোংরা রাজনীতি দেখছেন। তাদের দাবি, বিজেপি পরিকল্পিতভাবে ভুয়ো ছবি ছড়িয়ে গন্ডগোল আরো পাকাতে চায়। দলের মুখপাত্র, রাজ্য সাধারণ সম্পাদক মুখপাত্র কুণাল ঘোষ অভিযোগ করেছেন, সীমান্ত থেকে বিএসএফের একাংশের সহযোগিতায় কিছু দুষ্কৃতী বাংলায় ঢুকেছে, যারা ইচ্ছাকৃতভাবে এই গন্ডগোল ঘটিয়েছে। এলাকার বাসিন্দারাও যাদের চিনতে পারছেন না। এটা স্পষ্ট ষড়যন্ত্র। কেন্দ্রীয় একাধিক সংস্থার সঙ্গে মিলে গোপন নীলনকশা অনুযায়ী কাজ হচ্ছে। গন্ডগোল ঘটিয়ে পরে তাদের সরিয়েও দেওয়া হচ্ছে। বিজেপি সোশ্যাল মিডিয়ায় যেসব ছবি ছড়াচ্ছে, সেগুলোর বেশিরভাগই অন্য রাজ্যের, এ অভিযোগ করে জানান, একটি ছবি এনআরসি আন্দোলনের সময় লখনৌয়ের, আরেকটি জলন্ধরের, যেখানে একটি বাড়িতে আগুন লেগেছিল। আরও কিছু ছবি ম্যাঙ্গালোর, কর্নাটক, উত্তরপ্রদেশ ও অসমের। অথচ সেগুলিকেই মুর্শিদাবাদের ঘটনা বলে চালানো হচ্ছে। একই সুর তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সাগরিকা ঘোষের। ধর্মীয় বিভাজন ও প্ররোচনার রাজনীতি বিজেপির একটি কদাকার কৌশল বলে মন্তব্য তার। তৃণমূলের তরফ থেকে রাজ্যের মানুষকে সতর্ক থাকার আবেদন জানানো হয়েছে। বলা হয়েছে, এই ভয়ংকর খেলায় বিভ্রান্ত না হতে। তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য স্তরের শীর্ষস্থানীয় নেতারাও বারংবার শান্তি বজায় রাখার জন্য আবেদন করেছেন। বলেছেন, ভোটের রাজনীতিতে না পেরে বিভাজন চাঙ্গা করা, সাম্প্রদায়িক কেওয়াজ প্রয়োজনে দাঙ্গা বাধানো নরেন্দ্রমোদীর পুরোনো খেলা, সতর্কতাও দিয়েছেন তারা। ভারতে ওয়াক্ফ আইন পাসের পর প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে বিজেপি শাসিত মধ্যপ্রদেশের পান্না জেলায় বুলডোজারে গুঁড়িয়ে দেয়া হয় একটি মাদ্রাসা। প্রশাসনের দাবি, অবৈধভাবে জায়গা দখল করে তৈরি করা হয়েছিল ওই মাদ্রাসা। নির্বাচন ঘনিয়ে এলে বা দেশীয় রাজনীতিতে কুলাতে না পারলে এ ধরনের কিছু একটা করার কাজে নরেন্দ্র মোদী বরাবরই এক পাকা খেলোয়াড়। বাংলাদেশ প্রশ্নে নিজ দেশের রাজনীতিতে মার খেয়েছেন। বিশেষ করে বাংলাদেশ থেকে পালানো শেখ হাসিনাকে আশ্রয় দিয়ে শুরুতে কয়েক দিন একতরফা বেনিফিট নিলেও সাম্প্রতিক সময়ে একটা ঘোরপ্যাঁচে পড়ে গেছেন তিনি। জুলাই-আগস্ট বিপ্লবের পর থেকে বাংলাদেশ কথা বলছে ভারতের চোখে চোখ রেখে। আধিপত্যবাদ ঠেকানোর একটা ঐকমত্য বাংলাদেশে হয়ে গেছে। আধিপত্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে বাংলাদেশের জনগণ যে জুলাই আগস্ট বিপ্লবে জয়লাভ করেছে ভারতের কোনো কোনো অংশের কাছে তা এখনো অবিশ্বাস্য। এতদিন ভারত যুক্তরাষ্ট্রে বন্ধুত্ব নিয়ে বড়াই করেছে ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনা ও তার দোসররা। ধীরে ধীরে সব সত্য এখন সামনে আসছে। বিগত স্নায়ু যুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক নম্বর শত্রু সোভিয়েত ইউনিয়নের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল ভারত। ১৯৯১ সালের ২৬ ডিসেম্বর সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর স্নায়ু যুদ্ধ শেষ হয় এবং যুক্তরাষ্ট্র বিজয়ী হয়। চাণক্য ভারত রাতারাতি রাশিয়াকে ফেলে যুক্তরাষ্ট্রের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়। তবে গোপনে এবং প্রকাশ্যে ভারত রাশিয়ার সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক বজায় রেখে চলতে থাকার কারণে যুক্তরাষ্ট্র সবসময়ই ভারতকে সন্দেহের চোখে দেখে।

বর্তমানে মাল্টিপোলার বিশ্ব রাজনীতিতে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রণীত প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের রূপরেখা এবং নতুন বাণিজ্য-স্নায়ু যুদ্ধের সময় বাংলাদেশের কাছে ধরাশায়ী হবার সন্ধিক্ষণে। নেপাল, ভুটান, সেভেনে সিস্টার, বাংলাদেশ এবং বঙ্গোপসাগরের ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের দুয়ারে। অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নোবেল বিজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূস ও চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের মধ্যে বেজিংয়ে অনুষ্ঠিত বৈঠকের পর যৌথ সংবাদ বিজ্ঞপ্তি ভারতের জন্য বিষের মত। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশল প্রকাশের পর থেকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি স্বাধীন ও উন্মুক্ত, সংযুক্ত, সমৃদ্ধ, নিরাপদ এবং স্থিতিস্থাপক ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের জন্য কার্যক্রম অব্যাহত রাখার সময়ে বাংলাদেশ এবং চীনের মধ্যে এধরনের অঙ্গীকারবদ্ধ হ?ওয়ার বিষয়টি প্রকাশ্যে এল। দক্ষিণ এশিয়া তথা এশিয়ার রাজনীতিতে এর কী প্রভাব পড়বে, তা ভারতের রাজনৈতিক-কূটনীতিকদের জন্য উদ্বেগের। তার ওপর দেশটির অভ্যন্তরীণ গোলমাল। দেশটির যে-সব প্রচারমাধ্যম ক'দিন আগেও ব্যতিব্যস্ত থেকেছে বাংলাদেশে গন্ডগোল পাকানোর কাজে, তাদেরও এখন নিজ দেশের তথ্য নিয়ে ব্যস্ততা। ভারতীয় সংবাদমাধ্যম হিন্দুস্থান টাইমস বলছে, ওয়াক্ফ (সংশোধনী) আইনের বিরুদ্ধে সরব কংগ্রেসসহ সরকারবিরোধী দলগুলো। ইতিমধ্যে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে তারা। এই ওয়াক্ফ আইন পাস হওয়া নিয়ে দেশের একাধিক রাজ্যে তৈরি হয়েছে বিক্ষোভ পরিস্থিতি। সম্প্রতি ওয়াক্ফ আইন নিয়ে বিরোধীদের অভিযোগের জবাব দিতে ময়দানে নেমেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কংগ্রেস সারা দেশে ভোটব্যাংক রাজনীতির ভাইরাস ছড়িয়ে দিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। কংগ্রেস সংবিধানকে ক্ষমতা অর্জনের হাতিয়ার করে তুলেছে বলে মন্তব্যও করেন মোদি। দেশীয় রাজনীতির এ অবস্থার মাঝেও আশপাশে বিশেষ করে বাংলাদেশ সীমান্তে সীমান্তে উৎপাত বাড়াতে কমতি করছেন না। বাংলাদেশ সীমান্তে আরো নজরদারি বাড়িয়েছে ভারত। এর জন্য সীমান্তরক্ষীদের সংখ্যা বাড়ানোর সঙ্গে প্রযুক্তির ব্যবহারও আরো জোরদার করা হয়েছে। এর ফলে আসামের ধুবড়ি সীমান্তে হ্যান্ড হেল্ড থার্মাল ইমেজার্স, রাতের অন্ধকারে ব্যবহারের জন্য নাইট ভিশন ডিভাইসেস, ইউএভি, সিসিটিভি-পিটিজেড ক্যামেরা, আইআর সেন্সর এবং কম্প্রিহেন্সিভ ইন্টিগ্রেটেড বর্ডার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ব্যবহার করা হচ্ছে। সৌর আলো এবং অন্যান্য আলোর মাধ্যমে সীমান্ত অঞ্চল আলোকিত রাখা হয়েছে। নদী এলাকায় ভাসমান নৌকার মাধ্যমে নজরদারি চালানো হচ্ছে। সংবেদনশীল অঞ্চলে প্রয়োজনীয় ইন্টেলিজেন্সের ব্যবহার করা হচ্ছে। একটা অন্যরকম ভাব। এর মাঝে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ ও নজরদারির জন্য মহাকাশে ৫২টি সামরিক সামরিক উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করতে চলেছে। মহাকাশ-ভিত্তিক সম্পদের মাধ্যমে তার সামরিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভারত উপগ্রহগুলো উৎক্ষেপণ করতে প্রস্তুত বলে ঘোষণা করেছেন ডিফেন্স স্টাফ প্রধান জেনারেল অনিল চৌহান। এগুলো ভারতের সীমান্তে এলাকায় বিশেষ করে তথ্য সংগ্রহের কাজ করবে। এমনকি তাৎক্ষণিকভাবেও প্রয়োজনীয় সব তথ্য যোগাবে। জেনারেল চৌহান জানান, মহাকাশ একটি নতুন ক্ষেত্র হিসাবে আবির্ভূত হচ্ছে যা যুদ্ধক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তার করবে। নিজের চরকায় তেল না দিয়ে অন্যদের নিয়ে অতিখেলার পরিণতিতে ভারতকে এখন যুদ্ধ, আধিপত্য ইত্যাদি শব্দের চর্চা আরো বেশি করতে হচ্ছে। আবার নিজ দেশ সামলাতে গিয়ে দেশটির প্রধানমন্ত্রীকেও বাড়তি চাপের সমান্তরালে তাপও নিতে হচ্ছে। অন্য দেশকে ঘায়েল করতে গিয়ে গুজব রচনার কাজ এখন নিজ দেশেও করতে হয়। এটি বৈজ্ঞানিক নিয়ম। প্রকৃতির নিয়মও। অতিখেলার পরিণামও।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম হিন্দুস্থান টাইমস বলছে, ওয়াক্ফ (সংশোধনী) আইনের বিরুদ্ধে সরব কংগ্রেসসহ সরকারবিরোধী দলগুলো। ইতিমধ্যে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে তারা। এই ওয়াক্ফ আইন পাস হওয়া নিয়ে দেশের একাধিক রাজ্যে তৈরি হয়েছে বিক্ষোভ পরিস্থিতি। সম্প্রতি ওয়াক্ফ আইন নিয়ে বিরোধীদের অভিযোগের জবাব দিতে ময়দানে নেমেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কংগ্রেস সারা দেশে ভোটব্যাংক রাজনীতির ভাইরাস ছড়িয়ে দিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। কংগ্রেস সংবিধানকে ক্ষমতা অর্জনের হাতিয়ার করে তুলেছে বলে মন্তব্যও করেন মোদি। দেশীয় রাজনীতির এ অবস্থার মাঝেও আশপাশে বিশেষ করে বাংলাদেশ সীমান্তে সীমান্তে উৎপাত বাড়াতে কমতি করছেন না। বাংলাদেশ সীমান্তে আরো নজরদারি বাড়িয়েছে ভারত। এর জন্য সীমান্তরক্ষীদের সংখ্যা বাড়ানোর সঙ্গে প্রযুক্তির ব্যবহারও আরো জোরদার করা হয়েছে। এর ফলে আসামের ধুবড়ি সীমান্তে হ্যান্ড হেল্ড থার্মাল ইমেজার্স, রাতের অন্ধকারে ব্যবহারের জন্য নাইট ভিশন ডিভাইসেস, ইউএভি, সিসিটিভি-পিটিজেড ক্যামেরা, আইআর সেন্সর এবং কম্প্রিহেন্সিভ ইন্টিগ্রেটেড বর্ডার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ব্যবহার করা হচ্ছে। সৌর আলো এবং অন্যান্য আলোর মাধ্যমে সীমান্ত অঞ্চল আলোকিত রাখা হয়েছে। নদী এলাকায় ভাসমান নৌকার মাধ্যমে নজরদারি চালানো হচ্ছে। সংবেদনশীল অঞ্চলে প্রয়োজনীয় ইন্টেলিজেন্সের ব্যবহার করা হচ্ছে। একটা অন্যরকম ভাব। এর মাঝে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ ও নজরদারির জন্য মহাকাশে ৫২টি সামরিক সামরিক উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করতে চলেছে। মহাকাশ-ভিত্তিক সম্পদের মাধ্যমে তার সামরিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভারত উপগ্রহগুলো উৎক্ষেপণ করতে প্রস্তুত বলে ঘোষণা করেছেন ডিফেন্স স্টাফ প্রধান জেনারেল অনিল চৌহান। এগুলো ভারতের সীমান্তে এলাকায় বিশেষ করে তথ্য সংগ্রহের কাজ করবে। এমনকি তাৎক্ষণিকভাবেও প্রয়োজনীয় সব তথ্য যোগাবে

ধসে পড়া ডোমিনিকান নাইটক্লাবের মালিকদের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : গত সপ্তাহে ডোমিনিকান নাইটক্লাবের ছাদ ধসে পড়ায় কনসার্টে উপস্থিত দর্শকদের ২৩১ জন নিহত হয়। নিহতদের মধ্যে একজনের পরিবার ওই নাইটক্লাবের মালিকদের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ দাখিল করেছেন। ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্রের রাজধানী সান্টো ডোমিঙ্গো থেকে বার্তা সংস্থা এএফপি এ খবর জানায়। ভুক্তভোগী ভার্জিলিও ক্রুজের বিধবা স্ত্রী এবং বাবা-মা প্রসিকিউটরদের কাছে নাইটক্লাবের মালিকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন। তারা দাবি করেছেন যে, জেট সেট নাইটক্লাবের মালিকরা 'নিরাপত্তা নকশা' এবং ভবনটিতে করা পরিবর্তনগুলোতে অবহেলা করেছেন, যা এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। ওই পরিবারটি যুক্তি দিয়ে বলেছে, 'অনিচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ডের জন্য ক্লাব মালিকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনার জন্য পর্যাপ্ত প্রমাণ' তাদের রয়েছে এবং তারা বলেছে যে তারা ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্রের সরকারের বিরুদ্ধে একটি নাগরিক দায়বদ্ধতার দাবিও করা হবে। অভিযোগে বলা হয়েছে, এই মর্মান্তিক ঘটনাটি কেবল জেট সেট নাইটক্লাবের মালিক এবং পরিচালকদের জন্যই নয় বরং ডোমিনিকান রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান এবং পৌরসভাও এ জন্য দায়ী। 'তারা জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধান, পরিদর্শন এবং কার্যক্রম অনুমোদনের আইনি দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে। রাজধানী সান্তো ডোমিঙ্গোর অর্ধ শতাব্দী প্রাচীন মূল ভিত্তি, ক্লাবটির ছাদ গত সপ্তাহে মঙ্গলবার ভোরে মেরেঙ্গু তারকা রুবি পেরেজের একটি কনসার্টে উপস্থিত শত শত লোকের ওপর ধসে পড়ে। মর্মান্তিক এ দুর্ঘটনায় মেরেঙ্গু তারকা রুবি পেরেজ ও নিহত হন। যা কয়েক দশকের মধ্যে ক্যারিবীয় জাতির সবচেয়ে খারাপ দুর্ঘটনা এটি। গত সোমবার পর্যন্ত, কর্তৃপক্ষ মৃতের সংখ্যা ২৩১ এবং আরো শতাধিক আহত হয়েছে বলে জানিয়েছেন। নাইটক্লাব জেট সেটের মালিক আন্তোনিও এসপাইলাট মঙ্গলবার প্রসিকিউটরদের বলেছেন যে তিনি কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে আছেন এবং তদন্তে সহায়তা করবেন।

আইনি অভিযোগে বলা হয়েছে ভবনটি ৫২ বছরের পুরোনো, সাম্প্রতিক অগ্নিকাণ্ড, অপর্যাপ্ত মেরামত এবং এয়ার কন্ডিশনারের মতো ভারী যন্ত্রপাতি ছাদে 'অযথা বোঝা' চাপানোর কারণে দুর্বল হয়ে পড়েছিল বলে প্রমাণ দেওয়া হয়েছে।

নথিতে বলা হয়েছে, বর্ণিত তথ্যগুলো কাঠামোগত অবহেলা এবং নিরাপত্তা ত্রুটির সাক্ষ্য দেয়, যা কেবল নাইটক্লাবের পরিচালকদের এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্যই নয়, বরং সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্যও দায়ী। এই প্রতিষ্ঠানগুলো পরিদর্শন, তত্ত্বাবধান এবং নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছে। তাদের আইনি কার্যাবলী লঙ্ঘন করেছে এবং একটি বিপজ্জনক পরিবেশ তৈরি করেছে যার ফলে এই এড়ানো সম্ভব ট্র্যাজেডির সৃষ্টি হয়েছে। স্নিফার কুকুরের সহায়তায় ৩শ' জনেরও বেশি উদ্ধারকারী জীবিতদের খুঁজে বের করার জন্য কয়েকদিন ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে ১৮৯ জনকে জীবিত উদ্ধার করেছেন। ডোমিনিকান সরকার এই দুর্যোগ তদন্তের জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের একটি কমিশন গঠন করেছেন।

চীনা পণ্যে শুল্ক বাড়িয়ে ২৪৫ শতাংশ করল যুক্তরাষ্ট্র

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : বিশ্ব অর্থনীতির দুই প্রধান শক্তি যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যকার শুল্কযুদ্ধ আরও তীব্র আকার নিয়েছে। এবার চীনা পণ্যের ওপর শুল্কহার বাড়িয়ে ২৪৫ শতাংশ করল ওয়াশিংটন। হোয়াইট হাউস এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, চীনের 'প্রতিশোধমূলক পদক্ষেপ'-এর জবাবে যুক্তরাষ্ট্র এ ব্যবস্থা নিয়েছে। হোয়াইট হাউসের বক্তব্যে বলা হয়, চীন যেহেতু পাল্টা শুল্ক আরোপ করে মার্কিন পণ্যের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছে, তাই তারা এখন থেকে ২৪৫ শতাংশ পর্যন্ত আমদানি শুল্কের মুখোমুখি হবে। এর আগে চীনা পণ্যের ওপর শুল্কহার ছিল ১৪৫ শতাংশ। যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই চীনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সম্পর্ক বেশ খারাপ পর্যায়ে পৌঁছেছে। চলতি বছরের শুরুতে চীনা পণ্যের ওপর প্রথমে ২০ শতাংশ শুল্ক চাপানো হয়। এরপর একাধিক ধাপে তা বাড়িয়ে ১০৪ শতাংশ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়। এপ্রিলে ট্রাম্প প্রশাসন আরও কয়েক দফায় শুল্ক বাড়ায়। প্রথমে তা হয় ১২৫ শতাংশ, পরে গিয়ে ঠেকে ১৪৫ শতাংশে। তবে এতে থামেনি যুক্তরাষ্ট্রের পদক্ষেপ। চীনের পাল্টা শুল্ক ঘোষণার পর আরও ১০০ শতাংশ শুল্ক বাড়িয়ে মঙ্গলবার তা ২৪৫ শতাংশে উন্নীত করা হয়। এদিকে, বেইজিংও হাত গুটিয়ে বসে থাকেনি। যুক্তরাষ্ট্রের নতুন শুল্কের পাল্টা জবাবে চীন তাদের বাজারে মার্কিন পণ্যের ওপর ১২৫ শতাংশ পর্যন্ত আমদানি শুল্ক আরোপের ঘোষণা দেয়। হোয়াইট হাউস জানায়, ট্রাম্প দায়িত্ব নেওয়ার পরই 'আমেরিকা ফার্স্ট' নীতির অংশ হিসেবে দেশের অর্থনীতিকে রক্ষা করতে এই কঠোর বাণিজ্য নীতি গ্রহণ করেন। এক বিবৃতিতে জানানো হয়, ইতোমধ্যে বিশ্বের ৭৫টির বেশি দেশ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে নতুন বাণিজ্য চুক্তির আলোচনায় আগ্রহ দেখিয়েছে। তাই এসব দেশের ওপর আরোপিত বাড়তি শুল্ক আপাতত ৯০ দিনের জন্য স্থগিত করা হয়েছে।

ভবিষ্যৎ মহামারি মোকাবিলায় ঐতিহাসিক চুক্তিতে পৌঁছাল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দেশগুলো

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : বহু বছরের আলোচনার পর গতকাল বুধবার ভোরে ভবিষ্যৎ মহামারি মোকাবিলার লক্ষ্যে একটি ঐতিহাসিক চুক্তির খসড়ায় সম্মত হয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ। এই চুক্তির লক্ষ্য কোভিড-১৯ মহামারির সময় সংঘটিত ভুলগুলোর পুনরাবৃত্তি এড়ানো। জেনেভা থেকে এএফপি জানায়, তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে চলা আলোচনা ও একটানা দীর্ঘ এক সমাপনী অধিবেশনের পর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) সদর দপ্তরে বুধবার স্থানীয় সময় রাত ২টার দিকে (গ্রিনিচ সময় রাত ১২টা) চুক্তিটি চূড়ান্ত হয়। ডব্লিউএইচও প্রধান টেড্রোস আধানম গেব্রিয়েসুস বলেন, আজকের রাত আমাদের যৌথ অভিযাত্রায় একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। আজ জেনেভায় বিশ্বের দেশগুলো ইতিহাস গড়েছে।, কোভিড-১৯ উদ্ভবের পাঁচ বছর পর, যে ভাইরাস কোটি মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে, অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করেছে এবং স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে ওলটপালট করে দিয়েছেড় তার পরিপ্রেক্ষিতে এই আলোচনায় ছিল এক ধরনের তীব্র জরুরি ভাব। কারণ সামনে রয়েছে নতুন হুমকিড়এইচ৫এন১ বার্ড ফ্লু, হাম, এমপক্স ও ইবোলা। তবে আলোচনার শেষ পর্যায়টি সংঘটিত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক সহায়তা খাতে বাজেট কাটছাঁট এবং ওষুধের ওপর সম্ভাব্য শুল্ক আরোপের হুমকির ছায়ায়। **'গৃহীত হয়েছে'** আলোচনার একেবারে শেষ মুহূর্ত পর্যন্তও কিছু জটিল বিষয়ে মতবিরোধ থেকে গিয়েছিল। বিতর্কের কেন্দ্রে ছিল চুক্তির ১১ নম্বর অনুচ্ছেদ, যা মহামারি-সংক্রান্ত স্বাস্থ্যপণ্যের প্রযুক্তি উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে স্থানান্তর সংক্রান্ত। কোভিড-১৯ মহামারির সময় দরিদ্র দেশগুলো ধনী দেশগুলোর বিরুদ্ধে টিকা ও পরীক্ষার কিট মজুত করার অভিযোগ তোলে। তবে বড় বড় ওষুধ কোম্পানির দেশগুলো বাধ্যতামূলক প্রযুক্তি হস্তান্তরের ঘোর বিরোধিতা করেছে, দাবি করেছে এটি অবশ্যই স্বেচ্ছায় হতে হবে। শেষ পর্যন্ত 'পারস্পরিক সম্মতিতে' প্রযুক্তি হস্তান্তরের বিষয়টি যোগ করে এই প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে ওঠা গেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। চুক্তির মূল অংশে রয়েছে প্রস্তাবিত 'প্যাথোজেন অ্যাকসেস অ্যান্ড বেনিফিট-শেয়ারিং সিস্টেম' (পিএবিএস), যার লক্ষ্য হলড় জীবাণুর তথ্য দ্রুত ওষুধ কোম্পানিগুলোর সঙ্গে ভাগাভাগি করা, যাতে তারা মহামারি মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় পণ্য তৈরিতে দ্রুত কাজ শুরু করতে পারে। শেষ পর্যন্ত ৩২ পৃষ্ঠার পুরো চুক্তির খসড়া সবুজ হাইলাইটে চিহ্নিত হয়ড় অর্থাৎ হু সদস্য দেশগুলো এটি পূর্ণাঙ্গভাবে অনুমোদন করেছে।

৯৮ দিনে ৮৫ হাজার ভারতীয়কে ভিসা দিল চীন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদারে বড় পদক্ষেপ নিয়েছে চীন। চলতি বছরের ১ জানুয়ারি থেকে ৯ এপ্রিল পর্যন্ত মাত্র ৯৮ দিনের ব্যবধানে চীনের ভারতে অবস্থিত দূতাবাস ও কনস্যুলেটগুলো ৮৫ হাজারের বেশি ভারতীয় নাগরিককে ভিসা দিয়েছে। চীনে নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত সু ফিহং এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। ভারতীয় গণমাধ্যম এনডিটিভির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রদূত সু ফিহং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক পোস্টে জানান, ২০২৫ সালের ৯ এপ্রিল পর্যন্ত ৮৫ হাজারের বেশি ভিসা ইস্যু করা হয়েছে, যা দুই দেশের জনগণের মধ্যে যোগাযোগ বাড়ানোর ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি। চীনে ভ্রমণে ভারতীয়দের উৎসাহ জানিয়ে রাষ্ট্রদূত বলেন, ভারতীয় পর্যটকদের জন্য চীন এখন আরও বেশি উন্মুক্ত, নিরাপদ, প্রাণবন্ত এবং বন্ধুত্বপূর্ণ। চীনের অভ্যন্তরে শিক্ষা, ব্যবসা, পর্যটনসহ বিভিন্ন খাতে ভারতীয়দের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে বেইজিং আগ্রহী। ভারতীয় নাগরিকদের জন্য ভিসা প্রক্রিয়া সহজ করে দিয়েছে চীন। এখন আর অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে হচ্ছে নাড়সরাসরি ভিসা কেন্দ্রে গিয়ে আবেদন করা যাচ্ছে। একই সঙ্গে স্বল্প মেয়াদি ভ্রমণকারীদের জন্য বায়োমেট্রিক তথ্য দেওয়ার বাধ্যবাধকতাও বাতিল করা হয়েছে। কমানো হয়েছে ভিসা ফি, আর অনুমোদনের সময়সীমাও হয়েছে আরও দ্রুত। চীন মনে করছে, এ পদক্ষেপের ফলে ব্যবসা ও ভ্রমণড়উভয় খাতে ভারতীয়দের আগ্রহ বাড়বে। পাশাপাশি দুই দেশের মধ্যকার সাংস্কৃতিক বিনিময়, শিক্ষার্থী বিনিময় এবং পর্যটনের ক্ষেত্রেও এটি একটি নতুন অধ্যায় তৈরি করবে।

নারীর 'জৈবিক' সংজ্ঞাকে সমর্থন জানালো ব্রিটিশ সুপ্রিম কোর্ট

আন্তর্জাতিক ডেস্ক: ব্রিটিশ সুপ্রিম কোর্ট এক ঐতিহাসিক রায়ে বলেছে, সমতা আইনে নারী বলতে জৈবিক নারীকেই বোঝায়। গতকাল বুধবার দেওয়া এ রায়ে স্কটল্যান্ড, ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে লিঙ্গভিত্তিক অধিকারের ক্ষেত্রে বড় প্রভাব ফেলতে পারে।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি এ খবর জানিয়েছে। পাঁচ জন বিচারকের বেঞ্চ সর্বসম্মতিক্রমে রায় দেন যে, ২০১০ সালের সমতা আইনে 'নারী' ও 'লিঙ্গ' শব্দের অর্থ জৈবিক নারী ও জৈবিক লিঙ্গ। বিচারপতি লর্ড হজ বলেছেন, এ রায়কে এক পক্ষের জয় হিসেবে দেখা উচিত নয়। ট্রান্সজেন্ডার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বৈষম্য রোধে আইনি সুরক্ষা এখনও বলবৎ রয়েছে।

দ.কোরিয়ায় সাবেক প্রেসিডেন্টের দপ্তরে পুলিশের অভিযান

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : দক্ষিণ কোরিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট ইউন সুক ইওলের দপ্তর ও তার নিরাপত্তা কমপাউন্ডে অভিযান চালিয়েছে পুলিশ। গতকাল বুধবার অভিশংসিত এই নেতার বিরুদ্ধে চলমান ফৌজদারি তদন্তের অংশ হিসেবে এ অভিযান চালানো হয়। খবর বার্তা সংস্থা এএফপির। সিউল থেকে এএফপির সাংবাদিক জানান, গত ডিসেম্বরে ইউন সামরিক আইন জারি করে সশস্ত্র সেনাদের পার্লামেন্টে প্রেরণ করেছিলেন, তবে পরে সেই সিদ্ধান্ত তিনি প্রত্যাহার করেন। এরপরই সংসদ সদস্যরা দ্রুত তাকে অভিশংসিত করেন। তবে ফৌজদারি তদন্তে চালিয়ে এনক্রিপ্টেড ফোন সার্ভার জব্দ করেন। পুলিশ জানায়, গ্রেপ্তারি পরোয়ানা কার্যকরে বাধা দেওয়ার অভিযোগের ভিত্তিতে এ তল্লাশি চালানো হয়েছে। চলতি বছরের জানুয়ারিতে ইউন প্রেসিডেনশিয়াল সিকিউরিটি সার্ভিসের অনুগত সদস্যদের দ্বারা সুরক্ষিত অবস্থায় তার বাসভবনে আশ্রয় নেন। তাঁর নিরাপত্তারক্ষীরা বাসভবনের চারপাশে কাঁটাতারের বেড়া ও ব্যারিকেড স্থাপন করায় শত শত পুলিশ ও তদন্তকারীকে মই ব্যবহার করে ভেতরে প্রবেশ করতে হয়। তখন ইউনের বিরুদ্ধে বাধাদানের অভিযোগ

গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে তিনি কয়েক সপ্তাহ ধরে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। ইউনের নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের প্রতিরোধের মুখে এক দীর্ঘ অচলাবস্থার পর চলতি বছরের জানুয়ারিতে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি দক্ষিণ কোরিয়ার ইতিহাসে প্রথম কোনো ক্ষমতাসীন রাষ্ট্রপ্রধান, যিনি গ্রেপ্তার হন। পরে তাকে প্রক্রিয়াগত কারণে মুক্তি দেওয়া হয়। দক্ষিণ কোরিয়ার পুলিশ জানায়, আজ বুধবার সাবেক প্রেসিডেন্টের দপ্তর এবং তার বাসভাবনে তল্লাশি ও জব্দ পরোয়ানা কার্যকরের প্রক্রিয়া শুরু করেছেন তারা। তদন্ত কর্মকর্তারা ইউনের দপ্তর ও তার প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তার বাসায় তল্লাশি আনা হয়। পুলিশ এ সপ্তাহে জানায়, এসব ঘটনায় নীতিগতভাবে একটি পূর্ণ তদন্ত অপরিহার্য। পুলিশ আরও জানায়, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লি সাং-মিনের বিরুদ্ধে আলাদা একটি তদন্তের অংশ হিসেবে প্রেসিডেন্ট কার্যালয়ের সিসিটিভি ফুটেজও জব্দ করা হয়েছে। ইউন গত সোমবার আদালতে তার বিরুদ্ধে থাকা মামলার প্রথম আনুষ্ঠানিক শুনানিতে হাজির হন। নিজের বিরুদ্ধে ওঠা বিদ্রোহ সংঘটনের অভিযোগ অস্বীকার করেন তিনি। এ মামলায় পরবর্তী শুনানি নির্ধারিত রয়েছে ২১ এপ্রিল। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই বিচারপ্রক্রিয়া কয়েক মাস ধরে চলতে পারে।

১০০ কোটির মাইলফলকের পথে বরবাদ

বিনোদন ডেস্ক : বাংলাদেশের কোনো সিনেমা ১০০ কোটি টাকার ব্যবসা করবে, বছরখানেক আগেও এমনটা কল্পনা করা ছিল দিবাস্বপ্নের মতো। কিন্তু ২০২৩ সালেই যেন সকল হিসাব-নিকাশ পাল্টে গেল। ঢালিউড সুপারস্টার শাকিব খানের 'প্রিয়তমা' ঈদে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেতেই ঝড় তুললো। এই সিনেমার পরিচালক ও প্রযোজকদের দাবি, 'প্রিয়তমা'র গ্রস কালেকশন প্রায় ৪৪ কোটির ওপরে। ঢাকাই সিনেমায় যেটাকে সর্বোচ্চ আয়েরও রেকর্ড বলা যেতে পারে। ঠিক এক বছর পরই প্রিয়তমার রেকর্ড ভেঙে দেয় শাকিব খানের আরও একটি সিনেমা। রায়হানী রাফী নির্মিত 'তুফান' নিয়ে এবার ঝড় তোলেন শাকিব। লন্ডভন্ড করে দেন ঢালিউডের অতীতের সকল রেকর্ড। জানা যায়, তুফানের মোট আয় দাঁড়ায় প্রায় ৫৬ কোটি টাকা। যা প্রিয়তমার গ্রস কালেকশনের থেকেও প্রায় ১২ কোটি বেশি। এরপরই ভক্তরা ভাবতে শুরু করেন, বলিউডের মতো এবার হয়তো ঢালিউডেও ১০০ কোটির ঘরে পা রাখতে পারে ঢাকাই কোনো সিনেমা। আর সেটা মেগাস্টার শাকিব খানের হাত ধরেই সম্ভব হতে পারে। শাকিব অবশ্য ভক্তদের নিরাশ করলেন না। এবারের ঈদুল ফিতরে মেহেদী হাসান হৃদয় পরিচালিত 'বরবাদ' নিয়ে হাজির হলেন তিনি। যেই সিনেমা মুক্তির প্রথমদিনেই দর্শকমহলে ব্যাপক সাড়া ফেলে দিল। এরপর সময়ের সাথে সাথে বরবাদ দেখতে সিঙ্গেলস্ক্রিন, মাল্টিপ্লেক্সগুলোতে দর্শক হুমড়ি খেয়ে পড়ল। 'বরবাদ' দেখতে প্রেক্ষাগৃহে দর্শকদের এতটাই চাপ ছিল যে, শাকিব খান বলেই ফেললেন- তার পরিবারের মানুষও টিকিটের অভাবে নাকি সিনেমাটি এখনও পর্যন্ত দেখতে পারছেন না। সিনেমা মুক্তির প্রথম সপ্তাহ শেষে বরবাদের প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান রিয়েল এনার্জি প্রডাকশন জানায়, মুক্তির প্রথম সাতদিনে বরবাদের গ্রস কালেকশন ২৭ কোটি ৪৩ লাখ টাকা। যা ছিল তুফান-প্রিয়তমাকে ছাড়িয়ে গিয়ে নতুন এক রেকর্ড। স্বাভাবিকভাবেই এরপর প্রশ্ন আসে, বরবাদ কি তাহলে এবার তুফানকে ছাড়িয়ে একশ কোটির গণ্ডি ছুঁয়ে ফেলতে পারে? আপাতত শাকিবের এই সিনেমা নিয়ে তেমনটা প্রত্যাশা করলেও দিবাস্বপ্নের মতো কিছু হবে না, সেটা বলে দেওয়া যেতে পারে। কারণ সিনেমা মুক্তির দ্বিতীয় সপ্তাহ পার হয়ে গেলেও এখনও সিঙ্গেল স্ক্রিন ও মাল্টিপ্লেক্স মিলিয়ে প্রায় ১২৩টি সিনেমা হলে চলছে 'বরবাদ'। গত দুই সপ্তাহে যেই সংখ্যাটা কমেনি।

স্ত্রীকে বয়কটের ঘোষণা হিরো আলমের

বিনোদন ডেস্ক : গত মঙ্গলবার রাত ৯টায় রাজধানীর একটি সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন কনটেন্ট ক্রিয়েটর হিরো আলমের পালক পিতা আবদুর রাজ্জাক। হাসপাতালে আবদুর রাজ্জাক যখন মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছিলেন, সে সময় তার পাশে ছিলেন না পুত্রবধূ রিয়া মনি। এজন্য রিয়া মনিকে জীবন থেকে বয়কটের ঘোষণা দিয়েছেন হিরো আলম। হিরো আলম সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ঘোষণা দেন, ''রিয়া মনিকে আমার জীবন থেকে বয়কট করলাম।'' কারণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন, তার বাবা যখন হাসপাতালে ছিলেন তখন পাশে ছিলেন না রিয়া মনি। এমনকি তার পরিবারের অন্য কোনো সদস্যও আসেনি।'' উল্লেখ্য, রিয়া মনি হিরো আলমের তৃতীয় স্ত্রী। একসঙ্গে কাজ করতে গিয়ে রিয়া মনির প্রেমে পড়েছিলেন হিরো আলম। সে সময়ই হিরো আলমের দ্বিতীয় স্ত্রী মডেল নুসরাত জাহান হিরো আলমকে ডিভোর্স দেন। পরে হিরো আলম রিয়া মনিকে বিয়ে করেন। এরপরে তারা জুটিবেঁধে বেশ কিছু কনটেন্ট ক্রিয়েট করেছেন।

ভাইরাল ভিডিওর জবাব দিলেন মাহি

বিনোদন ডেস্ক : এই সময়ের ছোট পর্দার অভিনেত্রী সামিরা খান মাহি। সামাজিকমাধ্যমে কয়েক দিন আগে তার নাচের ভিডিও ক্লিপ ভাইরাল হয়েছে। যেখানে সাহসী পোশাকে দেখা যায় তাকে। ভিডিওটি অন্তর্জালে ছড়িয়ে পড়ার পর সমালোচনার মুখে পড়েন এই অভিনেত্রী। অবশেষে বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলেছেন মাহি। কিন্তু মাহি দায় চাপিয়েছেন, ভিডিওটি যে ব্যক্তি প্রকাশ করেছেন তার ওপরে। ইচ্ছাকৃতভাবে এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে হেয় করতেই এই নাচের ভিডিও ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বলে দাবি এই অভিনেত্রীর। নাচের খণ্ডিত অংশ প্রকাশ করা হয়েছে। তা জানিয়ে সামিরা খান মাহি বলেন,

আমি ইভেন্টে অংশ নিয়ে এক ঘণ্টার মতো পারফর্ম করি। পুরো নাচের মধ্যে অনেকগুলো মুদ্রা ছিল কিন্তু সেখান থেকে কিছু অংশ নিয়ে সেটা জুম করে কেউ পাবলিশ করেছে, যেটা দেখতেও খুব বাজে লেগেছে। এমনটা করা মোটেও উচিত না। বিতর্কিত পোশাক নিয়ে সামিরা খান মাহি বলেন, অনেকের মনে হয়েছে, নাচের কস্টিউমের নিচে কিছুই পরিনি। কিন্তু তা না। নাচের কস্টিউমের ভেতরে আরো দুইটা জামা পরেছিলাম। যেহেতু কস্টিউম একদম বডি ফিটিং সেজন্য হয়তো এমন লেগেছে। কিছু সংকটের কথা জানিয়ে মাহি বলেন, আমাদের তো নিজস্ব কস্টিউম ডিজাইনার বা মেকআপ আর্টিস্ট নেই। যে কারণে চাইলেও সবকিছু করতে পারি না। এছাড়া এই কস্টিউমটাও পেয়েছিল পারফরম্যান্সের মাত্র একদিন আগে। যে কারণে পরিবর্তন করারও সময় ছিল না।

'ডন থ্রি'তে রণবীরের সঙ্গে জুটি বাঁধছেন শর্বরী

বিনোদন ডেস্ক : 'ডন' ফ্র্যাঞ্চাইজির আগামী ছবি 'ডন থ্রি' নিয়ে ইতোমধ্যেই দর্শকদের আগ্রহ তুঙ্গে। ছবিতে নায়কের ভূমিকায় রণবীর সিংয়ের নাম ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই আলোচনায় উঠে এসেছে 'ডন থ্রি'। ছবির নায়িকার নাম নিয়ে জল্পনা চলছিল বেশ কিছুদিন ধরেই। অনেকের নামও শোনা যাচ্ছিল। এদিকে ভারতীয় গণমাধ্যমের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, অভিনেত্রী শর্বরী ওয়াঘকে দেখা যাবে 'ডন থ্রি'তে। শর্বরীর কাছে 'ডন থ্রি'র প্রস্তাব পাঠায় প্রযোজনা সংস্থা এক্সেল এন্টারটেনমেন্ট। ছবির প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন অভিনেত্রী। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, প্রযোজনা সংস্থার পক্ষ থেকে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। 'মুনিয়া' ও 'আলফার' পর এবার 'ডন' ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে জুড়ল শর্বরীর নাম। গতবছর থেকে সময়টা এককথায় দারুণ যাচ্ছে শর্বরীর। শুধু 'মুনিয়া'র বক্স অফিস সাফল্যই নয়, ছবিতে 'তরস' গানে শর্বরীর হট সিজলিং অবতার দর্শকদের মনে ঝড় তুলেছিল। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পাওয়া 'মহারাজ' কিংবা সাম্প্রতিক ছবি 'বেদা'য় শর্বরীর অভিনয় প্রশংসিত হয়েছে। এই তিন ছবি বলিপাড়ায় পরিচিতি দিয়েছে শর্বরীকে।

ফিলিস্তিনি শিশুদের জন্য সংহতি জানালো গ্রিন ডে

বিনোদন ডেস্ক : ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলি গণহত্যায় নিন্দার ঝড় বইছে পুরো বিশ্বজুড়েই। দেশ-বিদেশের বিনোদন অঙ্গনও সহবস্থান জানাচ্ছে ফিলিস্তিনের পক্ষে; গাজাবাসীদের প্রতি সংহতি জানিয়ে শিল্পীরা বেঁধেছে অসংখ্য প্রতিবাদী গান। বলতে বাকি নেই, ফিলিস্তিনের এই বিষাদ পৌঁছে গেছে পৃথিবীর কোণায় কোণায়। পশ্চিমের বিনোদন দুনিয়াও শুনতে পেয়েছে গাজার ক্ষত-বিক্ষত হাজারো শিশুর আর্তনাদ। তাই তো ফিলিস্তিনের প্রতি সংহতি জানিয়ে গান দিয়ে প্রতিবাদ জানাল জনপ্রিয় মার্কিন ব্যান্ড গ্রিন ডে। সংবাদমাধ্যম জেরুজালেম পোস্টের খবরে বলা হয়েছে, 'জেসাস অফ সাবার্বিয়া'-শিরোনামের একটি গানের কথার পরিবর্তন করেছে গ্রিন ডে; যেখানে ফিলিস্তিনি শিশুদের প্রতি নির্যাতনের মাত্রা তুলে ধরা হয়েছে। আর গত শনিবার রাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোচেল্লা সংগীত উৎসবে সে কথা দিয়েই গানটি পরিবেশন করে ব্যান্ডটি। সেই গানের একটি লাইনে ছিল- 'রানিং অ্যাওয়ে ফ্রম পেইন হোয়েন ইউ হ্যাভ বিন ভিক্টিমাইজড' অর্থাৎ,'নির্যাতনের শিকার হলে যন্ত্রণা থেকে নিজেকে বাঁচাও।'

নতুন বছরকে স্বাগত জানালেন স্বস্তিকা

বিনোদন ডেস্ক : ফ্যাশন ডিজাইনার পরমা ঘোষের পোশাকে মডেল-অভিনেত্রী স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়। পরমার তত্ত্বাবধানে মডেল স্বস্তিকা সমুদ্রতটে আঁচল উড়িয়ে নতুন বছরকে বরণ করে নিলেন। এই পোশাকশিল্পী-অভিনেত্রীর জুটি নববর্ষে তুলে ধরলেন নতুন সাজ। জ্যাকেট, টপ, টিউনিকে নিজেকে মেলে ধরলেন স্বস্তিকা। পুদুচেরিতে শুটিং ফ্লোরে যা যা হলো, তা নিয়ে ফ্যাশন ডিজাইনার পরমা বললেন, আমি এতদিন স্বস্তিকার আড়ালে যে কথা বলতাম, আজ প্রকাশ্যে তা কথা বলছি। তিনি বলেন, পরমার পোশাকে স্বস্তিকাকে যতটা সুন্দর লাগে, অন্য কোনো পোশাকে ওকে ততটা সুন্দর লাগে না। এটা আমার পক্ষপাত, ভালোবাসা ও হিংসুটেপনার জায়গা থেকে বলছি। ওকে তো সুন্দর দেখায়ই, আমার জামাকাপড়গুলো আরও সুন্দর হয়ে যায় বলে জানান পরমা ঘোষ। স্বস্তিকার সাজ নিয়ে যা বললেন পরমা। সমুদ্রতটে শাড়ির আঁচল উড়িয়ে নতুন বর্ষকে স্বাগত জানাচ্ছেন যেন। এই গ্রীষ্মের দাবদাহে এই নির্মল হাসি ও প্রাণোচ্ছল ব্যক্তিত্ব আর প্রকৃতির আমেজের মেলবন্ধন দেখে খানিক স্বস্তি মিলবে বইকি। যেভাবে সমুদ্রতটে হালকা মেজাজে স্বস্তিকা, তাতে হলুদ

শাড়ির সঙ্গে সঙ্গত করেছে বেগনি রঙের ব্লাউজ। পিঠের দিকে দক্ষিণী হরফে লেখা একটি শব্দ। কাঁধে এক কাঁদি কলা, চুলে হলুদ ও বেগনি ফুলের সাজ। নতুন বছরে অভিনব সাজে অভিনেত্রী। কালো প্রিন্টেড শাড়ির সঙ্গে বেজ রঙের ব্লাউজ। অন্য ধরনের ডিজাইনের বদৌলতে পিঠের দুদিকের শরীরী হিল্লোল যে কোনো পুরুষের হৃদয়ে ঝড় তুলতে পারে।

আবারও বিতর্কে জড়ালেন উর্বশী

বিনোদন ডেস্ক : বিতর্ক যেন পিছু ছাড়ছে না উর্বশী রাউতেলার। মন্তব্য করলেই কটাক্ষের শিকার হচ্ছেন। কিছুদিন আগে নিজের সিনেমার প্রচারের জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে বাথরুমের ভিডিও প্রকাশ করে তুমুল বিতর্কের মুখে পড়েছিলেন তিনি। এবার নিজের সৌন্দর্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে বিতর্কে বিদ্ধ হলেন এই অভিনেত্রী। উত্তরাখণ্ডের মেয়ে উর্বশী। এই অঞ্চলের মেয়ে বলেই নাকি তিনি সব দিক থেকে সুন্দরী বলে দাবি করেছেন এই অভিনেত্রী। উর্বশীর মন্তব্যের সেই ভিডিও সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে মুহূর্তে। সেখানে তিনি বলেন, 'উত্তরাখণ্ডের মানুষ এমনিতেই লম্বা, ফর্সা এবং সুন্দর।' এরপরে নিজের বাবার সৌন্দর্যের বর্ণনাও দিয়েছেন

তিনি। ভারতের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম যে কোনও দিকের মানুষের চেয়েই উত্তরাখণ্ডের বাসিন্দারা সব দিক থেকে অনেক বেশি সুন্দর বলে দাবি উর্বশীর। উর্বশী বলেছেন, 'আপনি আমার যা দেখছেন সবটাই স্বাভাবিক। এর মধ্যে কৃত্রিম কিছু নেই। আমি তো উত্তরাখণ্ডের মানুষ। জন্মের পর থেকেই এখানকার মানুষ সুন্দর। তাই কৃত্রিমভাবে কোনও কিছু দরকার পড়ে না।' এর পরেই নিজের বাবার প্রসঙ্গে উর্বশী বলেন, 'আমার বাবাকেই দেখুন। তার উচ্চতা ৬ ফুট ৩ ইঞ্চি। ফর্সা, সুন্দর ও লম্বা। একেবারে সুপারমডেলের মতো।' এই ভিডিও ছড়িয়ে পড়তেই উর্বশীকে একজন বলেন, 'আপনি সব সময় নিজেকে নিয়ে এত বড়াই করেন কী ভাবে!

নদীতে পানি কম থাকায় এত দিন নদীর পাড়ে রাখা ছিল নৌকা। আসছে বর্ষায় নদীতে পানি বাড়বে। তখন কদর বাড়বে নৌকার। এর আগে নৌকা মেরামত করে নিচ্ছেন দুই ব্যক্তি। কুশিঘাট, সিলেট

শিশু আদিবা হত্যার অনুসন্ধানে বেরিয়ে আসছে রহস্যমূলক তথ্য

চাঁদপুর প্রতিনিধি : চাঁদপুরের মতলব দক্ষিণ উপজেলার নায়েরগাঁও ইউনিয়নের পাঁচদোনা গ্রামের শিশু আদিবা হত্যার পর গ্রেপ্তার হয় তিন আসামী। এদের মধ্যে সিএনজি চালিত অটোরিকশা চালক আউয়াল গ্রেপ্তারের পর স্থানীয় সাবেক ইউপি সদস্য শুক্কুর আলী প্রধানিয়া নিজ বাড়ি থেকে পালিয়েছেন। তার পালিয়ে যাওয়ার ঘটনায় এই হত্যাকান্ডের রহস্য ভিন্ন দিকে মোড় নিয়েছে। অনুসন্ধান ও ঘটনার বিবরণে জানাগেছে, চলতি বছরের ২০ জানুয়ারি বিকেল আনুমানিক ৪টার দিকে প্রবাসী আলাউদ্দিন এর শিশু কন্যা আদিবা (৮) কে একই গ্রামের প্রধানিয়া বাড়ীর মো. মজিব ফকিরের ছেলে মো. ইমন (২১) ও সরকার বাড়ির মো. লিটন সরকারের ছেলে মো. ইয়াছিন (২০) বাড়ির সামনে থেকে ফুল দিবে বলে অপহরণ করে নিয়ে যায়। ওই সময় আদিবা চাচাত বোন তাসফিয়ার সাথে খেলাধুলা করছিল। আদিবাকে ফুল দেবার কথা বলে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি আদিবার মার কাছে এসে জানায় সাথে থাকা তাসফিয়া। এরপরে তাসফিয়ার মা সামীমা আক্তার মেয়েকে খুঁজতে বাড়ি থেকে বের হন। তিনি বাড়ির আশপাশে, ইমন ও ইয়াছিনদের বাড়িতে গিয়ে অনেক খুঁজাখুঁজি করে আদিবাকে পাননি। সর্বশেষ আদিবার মা মতলব দক্ষিণ থানায় ওইদিন রাতে লিখিত অভিযোগ করেন। এদিকে অভিযোগের ভিত্তিতে মতলব দক্ষিণ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সালেহ আহম্মেদ বিষয়টি তদন্ত করার জন্য দায়িত্ব দেন থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) মো. জালাল উদ্দিনকে। পরবর্তীতে ওসির নির্দেশনায় এসআই জালাল উদ্দিন সঙ্গীয় ফোর্সসহ ২৩ জানুয়ারি অভিযুক্ত ইমনের বাড়ীর উত্তর পশ্চিমে নিজস্ব বাঁশঝাড়ের নীচে পচা ময়লারস্তূপ থেকে আদিবার মরদেহ উদ্ধার করে। এছাড়া অভিযুক্ত আসামী ইমন ও ইয়াছিনকে গ্রেপ্তার করে। তবে ঘটনায় জড়িত সন্দেহে কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি থানার শ্রীকান্দি এলাকার সিএনজি চালিত অটোরিকশা চালক আউয়াল গ্রেপ্তার হওয়ার পর হত্যার ঘটনাটি ভিন্ন দিকে মোড় ঘুরে। কারণ আউয়াল গ্রেপ্তার হওয়ার পর থেকেই হত্যার শিকার শিশু আদিবার প্রতিবেশি স্থানীয় সাবেক ইউপি সদস্য শুক্কুর আলী প্রধানিয়া পলাতক রয়েছেন। তবে তিনি এই মামলায় এজহারভুক্ত আসামী কিংবা তাকে কোনভাবে অভিযুক্তও করা হয়নি। সাবেক এই ইউপি সদস্য শুক্কুর আলী কেন বাড়ি থেকে পলাতক; এই বিষয়ে অনুসন্ধান করে জানাগেছে বিভিন্ন তথ্য। শিশু আদিবার পিতা আলাউদ্দিন বর্তমানে প্রবাসে। তিনি পাঁচদোনা নানার বাড়ীতে বড় হয়েছেন এবং পরবর্তীতে এখানে বসতি করে পরিবার নিয়ে বসবাস করে আসছেন। দীর্ঘ বছর এই এলাকায় থাকার সুবাধে আলাউদ্দিন সামাজিকভাবেও বিভিন্ন কাজে জড়িয়েছেন। এরই মধ্যে সাবেক ইউপি সদস্য শুক্কুর আলী পরিবার আলাউদ্দিন পরিবারের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও ষড়যন্ত্রমূলক অভিযোগ এনে একাধিক মামলা করেন। এসব মামলায় আলাউদ্দিন পরিবার আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ও মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। তিনি স্থানীয়ভাবে ব্যবসা করতেন, সেই ব্যবসাও বড় ধরণের ক্ষতি হয়। উপায় না পেয়ে পরিবারের ভরণ পোষণের জন্য দেশ ছেড়ে বিদেশে পাড়ি জমান। কিন্তু শুক্কুর আলী গংদের অন্যায়, অত্যাচার ও ষড়যন্ত্র থেমে থাকেনি। আদিবার মা ও মামলার বাদী সামীমা বলেন, আমার মেয়েকে হত্যার পর এবং অটোরিকশা চালক আউয়াল গ্রেপ্তারের পর থেকে শুক্কুর আলী বাড়ি থেকে পলাতক। সে অটোরিকশা চালক আউয়ালকে জামিন করানোর জন্য একজন আইনজীবী দিয়ে চেষ্টা চালায়। আমাদের মামলায় শুক্কুর আলী পরিবারের কেউ এজহারভুক্ত আসামী না। যে কারণে আমার শিশু কন্যা আদিবা হত্যাকান্ডে তারা জড়িত থাকার বিষয়টি সন্দেহ হয়। কারণ শুক্কুর আলী ও তার পরিবারের সদস্যরা আমাদের পরিবারের বিরুদ্ধে তিনটি মামলা করে ব্যাপক হয়রানি করে। এক মামলায় আমাকেও আসামী করে। তিনি আরো বলেন, আমার মেয়েকে অপহরণকারী ইমন পরিবারের সাথে আমাদের কোন ধরনের বিরোধ ছিলো না। ইমন আমাদের এলাকার ছেলে। সে আমার বাড়ির কাছে এসে প্রায় আড্ডা দিয়েছে। লোকজনের মুখে শুনেছি সে মাদকাসক্ত। ঘটনার কিছুদিন আগে এলাকায় আসে। আমাদের সাথে পূর্ব থেকে যাদের বিরোধ, তারাও ইমনকে আদিবা হত্যায় ব্যবহার করতে পারে! সামীমা আরো বলেন, শুক্কুর আলী এলাকায় একজন প্রভাবশালী।

সুজানগরে যখন তখন লোডশেডিং

সুজানগর, পাবনা প্রতিনিধি : পাবনার সুজানগরে দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর আবার ব্যাপক লোডশেডিং শুরু হয়েছে। গত এক সপ্তাহ হলো সুজানগর পৌরসভাসহ উপজেলার সর্বত্র যখন তখন লোডশেডিং দেওয়া হচ্ছে। একদিকে বৈশাখের প্রচণ্ড তাপদাহ অন্যদিকে ঘন ঘন লোডশেডিংয়ের কারণে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। পৌরসভার ৩নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা সাবেক পৌর কাউন্সিলর আনিসুর রহমান খোকন জানান, আগে সকাল এবং সন্ধ্যায় নির্দিষ্ট একটি সময়ে লোডশেডিং দেওয়া হতো। এ সময় বিদ্যুৎ গ্রাহকরা লোডশেডিংয়ের ওই সময়ের সাথে মিল রেখে বিদ্যুৎ নির্ভর কাজ গুলো আগেভাগে সেরে ফেলতেন। কিন্তু বর্তমানে সেই সুযোগ আর নেই। এখন আর নির্দিষ্ট কোন সময়ে লোডশেডিং দেওয়া হয়না। গত ৮/১০দিন হলো সকাল, দুপুর, বিকাল ও সন্ধ্যা ঠিক নাই যখন তখন লোডশেডিং দেওয়া হচ্ছে। এতে পাবনা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২'র আওতাধীন সুজানগর আঞ্চলিক অফিসের হাজার হাজার গ্রাহকদের সীমাহীন দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। সেই সঙ্গে ঘন ঘন লোডশেডিংয়ের কারণে শিক্ষার্থীদের লেখা-পড়া এবং এলাকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার পাশাপাশি অফিস-আদালতের কাজ-কর্ম বিঘ্নিত হচ্ছে। উপজেলার কুড়িপাড়া গ্রামের তাঁত মালিক আসাদুজ্জামান রোকনসহ অনেকে বলেন বর্তমানে অধিকাংশ তাঁত শিল্প বিদ্যুৎ নির্ভর। তাছাড়া আসন্ন ঈদকে সামনে রেখে তাঁত পল্লী এখন আরও ব্যস্ত। অথচ ইদানিং ঘন ঘন লোডশেডিংয়ের কারণে তাঁতের তৈরী বিশেষ করে শাড়ি ও লুঙ্গি উৎপাদন চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে। উক্ত আঞ্চলিক অফিসের ডিজিএম বলেন চাহিদার তুলনায় বিদ্যুতের বরাদ্দ কিছুটা কম। পাশাপাশি প্রচণ্ড তাপদাহে বিদ্যুৎ লাইনেও যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিচ্ছে। ফলে লোডশেডিং দিতে হচ্ছে।

বাঘায় ট্রেনের নিচে ঝাঁপ দেওয়া সেই বৃদ্ধের মৃত্যু কারন জানা গেলো

বাঘা, রাজশাহী প্রতিনিধি : রাজশাহীর বাঘায় চলন্ত ট্রেনের নিচে ঝাঁপ দেওয়া সেই বৃদ্ধ মীর রুহুল আমিন (৬০) এর মৃত্যু নিয়ে গুজব ছড়ানো হচ্ছে বলে দাবি করেন পরিবার। পরিবারের দাবি 'তিনি মানসিক প্রতিবন্ধী। এক জেদি মানুষ। তার মনে যা চাই তা করে। কারও কথা শোনে না।' তবে তিনি দীর্ঘদিন ধরে কোমড়ের ব্যথায় ভুগছিলেন। পরিবারের ধারণা অসুস্থতার কারণে সে আত্মহত্যা করতে পারে। জানা গেছে, গত সোমবার বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে রাজশাহীর বাঘা উপজেলার আড়ানী রেলস্টেশনে রাজশাহীগামী ধূমকেতু এক্সপ্রেস ট্রেনের নিচে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন মীর রুহুল আমিন। তিনি বাউসা ইউনিয়নের মাঝপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। এ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নেটিজেনরা বিভিন্ন মন্তব্য করে। এতে দেখা গেছে, নিহতের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে মন্তব্য করে অনেকে পোস্ট দেন। রুহুল আমিনের মৃত্যুর বিষয় নিয়ে গতকাল বুধবার দুপুরে কথা হয় ছেলে মীর মশিউর রহমানের সঙ্গে। তিনি বলেন, 'আমার বাবা মানষিক প্রতিবন্ধী। এক জেদি মানুষ। ছোট বেলা থেকে দেখে আসছি, সে কারও কথা শোনে না। মনে যা চাই সেটা করে। ঘটনার দিন বাবা আড়ানী স্টেশন বাজারে গিয়েছিলেন পরিবারের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে। তারমধ্যে তিনি পেঁয়াজ ঢেকে রাখার জন্য পলিথিনও কিনেছেন।' তিনি আক্ষেপ করে বলেন 'বাবার মৃত্যু নিয়ে অনেকেই বিভিন্ন লেখা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট করেছেন। সেখানে বাবাকে না খেতে দিয়ে ছেলের বৌ-দের দ্বারা নির্যাতন, মেয়ে বাবাকে দেখেনা ইত্যাদি। আসলে প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে, বাবা-মার আমরা দুই সন্তান। বড় বোন মৌসুমী আক্তারের ২০ বছর আগে বিয়ে হয়েছে পাবনার ঈশ্বরদীতে। বোন শ্বশুর বাড়িতে থাকে। আর আমি চাকরির সুবাদে স্ত্রী নিয়ে ঢাকায় থাকি।' তবে মৃত্যু নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে গুজব না ছড়িয়ে প্রকৃত ঘটনা তুলে ধরার দাবি জানান তিনি। শুধু বাবা-মা থাকতেন বাড়িতে।

কাপাসিয়ায় পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে গ্রামবাসীর মানববন্ধন ও সমাবেশ

কাপাসিয়া, গাজীপুর প্রতিনিধি : গাজীপুরের কাপাসিয়ার তরগাঁও ইউনিয়নের বাঘিয়া গ্রামের বাসিন্দা পুলিশ সদস্য মোঃ মনির হোসেনের বিরুদ্ধে গতকাল বুধবার সকালে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ করেছেন এলাকাবাসী। বাঘিয়া হাফচান্দের মোড় বাজারে প্রায় শতাধিক মানুষের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত মানববন্ধন শেষে এলাকাবাসী মনির হোসেনের বিরুদ্ধে অবৈধভাবে জমি দখল ও মাদক কারবারের অভিযোগ এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছেন। অভিযুক্ত মনির হোসেনের বিভিন্ন অপকর্মের বিরুদ্ধে বিচার চেয়ে মোঃ মতিউর রহমান নামে এক সাবেক সেনা সদস্য গত ২৮ মার্চ পুলিশ মহা পরিদর্শক বরাবরে লিখিত আবেদন জানিয়ে এখনো কোনো প্রতিকার পান নি বলে অভিযোগ করেন। বিক্ষোভ মিছিল শেষে মোঃ মতিউর রহমান জানান, উপজেলার তরগাঁও ইউনিয়নের বাঘিয়া গ্রামের মৃত হাছেন আলীর ছেলে পুলিশের নায়েক মোঃ মনির হোসেন (৪০) কর্মস্থলের দাপট খাটিয়ে স্থানীয় সন্ত্রাসীদের সহযোগিতায় গত মার্চ মাসের ২৫ তারিখে তার বাড়ির পাশে ৩৫ শতাংশ জমির গাছপালা কেটে দখল করে নিয়েছেন। খবর পেয়ে স্বজনদের নিয়ে তিনি বাধা দিতে গেলে মনির হোসেন বলেন, বর্তমানে তিনি পুলিশ হেডকোয়াটার ঢাকায় ডিআইজির ড্রাইভার হিসেবে কর্মরত। তাই বাংলাদেশের কোন থানা পুলিশ বা কোন ব্যক্তি তার বিচার করতে পারবে না। তিনি এই জমি জোর পূর্বক দখল করলে কোন ব্যক্তি দখলকৃত জমি রক্ষা করতে পারবে না। ডিআইজির ১টি মোবাইল ফোনই যথেষ্ট। এ সময় কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে মনিরের লোকজন তাদেরকে দেশিয় অস্ত্রসস্ত্রসহ হামলা করলে তারা দৌড়ে চলে আসেন। পরে তিনি এ বিষয়ে কাপাসিয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দিতে গেলে ওই পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ নিতে অপারগতা প্রকাশ করে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছিল।

কচুরিপানার মধ্যে একটি ডাহুক পাখি। সরকারি আজিজুল হক কলেজ চত্বর, বগুড়া

আমিরুন্নেছা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নব নির্বাচিত এডহক কমিটির সভাপতি কে সংবর্ধনা

পাটকেলঘাটা, সাতক্ষীরা প্রতিনিধি : সাতক্ষীরা তালা উপজেলার পাটকেলঘাটা আমিরুন্নেছা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নব নির্বাচিত এডহক কমিটির সভাপতি রাশিদুল হক রাজু কে বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে। গতকাল বুধবার বেলা ১২ টায় অত্র বিদ্যালয়ের হল রুমে নব নির্বাচিত কমিটি কে বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ফুল দিয়ে বরন করে নেওয়া হয়। অত্র বিদ্যালয়ের পধান শিক্ষক বাবলুর রহমানের সভাপতিত্বে ও সহকারী শিক্ষক মুজিবর রহমানের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন নব নির্বাচিত এডহক কমিটির সভাপতি সরুলিয়া ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি রাশিদুল হক রাজু। তিনি তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে বলেন এই বিদ্যালয়ের এডহক কমিটির সভাপতি হিসাবে যে দায়িত্ব আমাকে দেওয়া হয়েছে তা পালন করার জন্য আপনাদের সহযোগিতা চাই। আমি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে রাজনিতির বাইরে রেখে আমি আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে চাই। তিনি তার বক্তব্যে আরো বলেন বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ইঞ্জিনিয়ার শেখ মুজিবুর রহমানের চেষ্টায় বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এলাকার ১৬ টি পরিবারের রুটিরুযির ব্যবস্থা হয়েছে। সাথে সাথে গরীবের প্রতিষ্ঠান হিসাবে অনেক অসহায় পরিবারের ছেলে মেয়ে লেখা পড়ার সুযোগ পাচ্ছে। তিনি তার অবদানের কথা স্মরন করে তার দীর্ঘায়ু কামনা করেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ যেন সুন্দর থাকে সেজন্য শিক্ষকদের দায়িত্ব কর্তব্য পালনে যথেষ্ঠ দায়িত্ববান হওয়ার ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করেন। সকলের সহযোগিতায় বিদ্যালয়টি যেন আদর্শ বিদ্যালয় হিসাবে মাথা উচু করে দাড়াতে পারে এ ব্যাপারে তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক জয়নুল আবেদীন, শিক্ষক প্রতিনিধি আব্দুল মান্নান, অভিভাবক সদস্য আলমগীর হোসেন মন্টু প্রমুখ।

কালীগঞ্জে ছাত্রদলের পরীক্ষার্থী অভিভাবকদের মাঝে পানি ও স্যালাইন বিতরণ

কালীগঞ্জ, গাজীপুর প্রতিনিধি : গাজীপুরের কালীগঞ্জে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল সরকারি কালীগঞ্জ শ্রমিক কলেজ শাখা ও কালীগঞ্জ পৌর ছাত্রদলের উদ্যোগে মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট ও সমমান পরীক্ষার্থীদের সাথে আসা অভিভাবকদের মাঝে পানির বোতল ও খাবার স্যালাইন সরবরাহ এবং ছায়ার মাঝে বসার ব্যবস্থা করেছেন। এ কর্মসূচী গত মঙ্গলবার সকাল থেকে শুরু হয়ে পরীক্ষা শেষ দিন পর্যন্ত কালীগঞ্জ আর আর এন পাইলট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, কালীগঞ্জ সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও দুর্বাটি মদিনাতুল উলুম কামিল মাদ্রাসা পরীক্ষা কেন্দ্রে চলবে বলে জানান ছাত্রদলের নেতৃবৃন্দ। সরকারি কালীগঞ্জ শ্রমিক কলেজ ছাত্রদলের সদস্য সচিব হিমেল খান বলেন, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান এর নির্দেশে গাজীপুর জেলা বিএনপির আহবায়ক সাবেক সংসদ সদস্য আলহাজ্ব একেএম ফজলুল হক মিলন এর সার্বিক সহযোগিতায় মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট ও সমমান পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের জন্য এমন কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে। এই কর্মসূচি পরীক্ষার শেষ দিন পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। এছাড়া তীব্র গরমে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে জরুরি ভিত্তিতে প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা ও ঔষধ সহ পরীক্ষার্থীদের প্রয়োজনে কলম, স্কেল ও পেন্সিলের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এমন সুন্দর ব্যবস্থা করায় ছাত্রদলের নেতৃবৃন্দদের প্রশংসা করেন অভিভাবকবৃন্দ। কয়েকজন অভিভাবক জানান, পরীক্ষা কেন্দ্রে এসে অভিভাবকদের তীব্র গরম সহ্য করতে হয়। ছায়ার মধ্যে বসার জায়গা খুঁজতে হয়। এই সময় ছাত্রদল ব্যতিক্রম উদ্যোগ নিয়ে আমাদের জন্য পানি ও স্যালাইন বিতরণ করছেন। পাশাপাশি ছায়ায় বসার জন্য শামিয়ানার ব্যবস্থা করেছেন। আসলে বিষয়টি প্রশংসার দাবিদার। এই সময় কালীগঞ্জ পৌর ছাত্রদলের আহবায়ক মাজহারুল ইসলাম বিপ্লব, সদস্য সচিব ইমরান হোসেন সৈকত, পৌর ছাত্রদলের যুগ্ম আহবায়ক লাব্বি হাসান লাভু, সরকারি কালীগঞ্জ শ্রমিক কলেজ শাখার আহবায়ক হাবিবুল হাসান শান্ত, যুগ্ম আহবায়ক রাসিদুল ইসলাম জীবন, শ্রমিক কলেজ শাখার ছাত্রনেতা প্রত্যয়, রাকিব, সাদিম, শাওন, হাম্মাত, চয়ন ও আরাফাত উপস্থিত ছিলেন।

গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসনের প্রতিবাদে রংপুরে ব্যবসায়ীদের ধর্মঘট

রংপুর প্রতিনিধি : ফিলিস্তিনের গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসন ও গণহত্যার প্রতিবাদে রংপুরে দোকানপাট বন্ধ রেখে আধাবেলা ধর্মঘটের পালন করছে ব্যবসায়ীরা। সকাল ৬টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত নগরীর সব মার্কেট ও দোকানপাট বন্ধ রাখা হয়। তবে জরুরী ও পচনশীল পণ্য হিসেবে কাঁচাবাজার, ওষুধের দোকান-দোকানপাট খোলা ছিলো। গতকাল বুধবার দুপুরে নগরীর সুপার মার্কেটের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ, দখলদার ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর কুশপুত্তলিকা দাহ ও ফিলিস্তিনী শহীদদের জন্য দোয়া কর্মসূচি পালন করা হয়। এর আগে সকাল থেকেই নগরীর ছোট বড় বিপণীবিতান, শপিংমল এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ রেখে কর্মচারী ও ব্যবসায়ীরা বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে সুপার মার্কেটের সামনে সমবেত হয়। সেখানে আধাবেলা ধর্মঘটে সংহতি জানিয়ে বিক্ষোভ সমাবেশে অংশ নেন। পরে সেখানে রংপুর চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি ও দোকান মালিক সমিতির উদ্যোগে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। বিক্ষোভ সমাবেশ শেষে ফিলিস্তিনী শহীদদের জন্য দোয়া কর্মসূচি পালন করা হয়। এসময় সবাই কান্নায় ভেঙ্গে পরেন এবং আল্লাহর কাছে ফিলিস্তিনবাসীর জন্য দোয়া প্রার্থনা করেন তারা। পরে বিক্ষোভ সমাবেশে অংশ নেয়া সকলকে নিয়ে একটি বিশাল বিক্ষোভ মিছিল করে নগরীতে। এসময় বিক্ষোভ মিছিলটি নগরীর প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসনের প্রতিবাদে রংপুরে ব্যবসায়ীদের আধাবেলা ধর্মঘটে অংশ নেন রংপুর নগরীর ১৫৬টি ব্যবসায়ী সংগঠনের নেতারা, শিক্ষক-শিক্ষার্থী, চিকিৎসক, সাংবাদিক, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, রাজনীতিবিদসহ নানা শ্রেণি পেশার মানুষ। বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন রংপুর চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির প্রেসিডেন্ট আকবর আলী, মহানগর দোকান মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক জয়নাল আবেদীন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক তানবীর হোসেন আশরাফী, সুপার মার্কেট দোকান মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক রশিদুজ্জামান বুলবুল, জেলা দোকান মালিক সমিতির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আলমগীর হোসেন আলম, রংপুর চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির পরিচালক এমদাদ হোসেন, জুয়েলারী ব্যবসায়ী সমিতির সংগঠক আব্দুল আলীম বুলু, মোটরসাইকেল পার্টস ব্যবসায়ী সমিতির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোখলেছুর রহমানসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

শেরপুরে যুবদল নেতার চাঁদা দাবির প্রতিবাদে সমাবেশ-মানববন্ধন

শেরপুর প্রতিনিধি : শেরপুর সদর উপজেলার চরশেরপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মো. সেলিম রেজার কাছে চরশেরপুর ইউনিয়ন যুবদল নেতা শাকিল আহমেদ ড্রাইভার কর্তৃক চাঁদা দাবির প্রতিবাদে সমাবেশ ও মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত মঙ্গলবার বিকেলে চরশেরপুর তালেব আলী দাখিল মাদ্রাসা মাঠে ওই প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন চরশেরপুর ইউনিয়ন জামায়াতের সেক্রেটারি মোহাম্মদ আলী, ১ নং ওয়ার্ড জামায়াত সভাপতি রুবেল মিয়া, ৯ নং ওয়ার্ড জামায়াত সভাপতি মো. মুতাসিম বিল্লাহ, জেলা বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সদস্য সচিব সাজেদুর রহমান সাঈম, চরশেরপুর ইউনিয়ন সেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আব্দুল মান্নান, শেরপুর সদর উপজেলা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক শামিম মিয়া, ইউনিয়ন ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক শাকিল রানা প্রমুখ। এসময় বক্তারা বলেন, চরশেরপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান গত নির্বাচনে আওয়ামী লীগের দলীয় নৌকা প্রতিকের প্রার্থীকে বিপুল ভোটে পরাজিত করে চেয়ারম্যান হয়েছেন। কিন্তু চাহিদা মত চাঁদা না দেয়ায় তাকে আওয়ামী লীগের দোসর বানানোর অপচেষ্টা করা হচ্ছে। ফেসবুকসহ অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তাকে জড়িয়ে মিথ্যা অপবাদ ছড়ানো হচ্ছে। চেয়ারম্যান সেলিম রেজা নিজেকে বিএনপি সমর্থিত দাবি করে বলেন, আমি নৌকার বিপরীতে নির্বাচন করে জয়ী হয়েছি। সমস্যা হলো আমার ইউনিয়ন থেকেই জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ছানুয়ার হোসেন ছানু জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। একই ইউনিয়নের বাসিন্দা হওয়ায় সরকারি কর্মকান্ডে আমাকে বিভিন্ন পোগ্রামে অংশগ্রহন করতে হয়েছে। সেইসব ছবি ব্যবহার করে আমাকে ফ্যাসিস্ট বলা হচ্ছে। সরকার পতনের পর থেকেই আমার কাছে শাকিল গং চাঁদা দাবি করে আসছে। কিন্তু যে পরিমান চাঁদা দাবি করে তা কোনভাবেই দেয়া সম্ভব নয়। এছাড়া সরকারি কার্ড তারা সব একাই দাবি করে। আমি সব কার্ড তাদের হাতে তুলে দেইনি এটাই আমার অপরাধ। অভিযুক্ত যুবদল নেতা শাকিল আহমেদ ড্রাইভার বলেন, চাঁদা দাবির প্রশ্নই উঠেনা। আমি ইতোমধ্যে মানববন্ধন করে চেয়ারম্যানের বিচার দাবি করেছি। প্রতিবাদ সমাবেশ ও মানববন্ধন শেষে চেয়ারম্যানের পক্ষ থেকে জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

ধান কাটার ধুম পড়েছে গ্রামীণ জনপদে। আলুটিলা, রাঙামাটি

তারাগঞ্জে অযৌক্তিক কর্মবিরতি ও মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে মানববন্ধন

তারাগঞ্জ, রংপুর প্রতিনিধি : রংপুর তারাগঞ্জের প্রায় আড়াই লক্ষ মানুষ কে জিম্মি করে ৪ দিন ধরে কর্ম বিরতিতে রয়েছে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্মকর্তা কর্মচারী রা। বন্ধ রয়েছে স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম। স্বাস্থ্য সেবা বন্ধ রেখে হাসপাতাল স্টাফদের থাকা কর্মবিরতিতে সাধারণ মানুষ স্বাস্থ্যসেবা বঞ্চিত, হাসাপাতালে ডাক্তারদের সেবা প্রদানে অনিহা, সেবা প্রার্থীদের হেনস্থা ও চিকিৎসা সেবায় বিলম্ব এর প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছে তারাগঞ্জ উপজেলার সর্বস্তরের জনগণ। গত মঙ্গলবার তারাগঞ্জের সর্বস্তরে মানুষের ব্যানারে বিকেল সাড়ে ৫টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর?যন্ত চৌপথী বাসস্ট্যান্ডে ওই মানববন্ধন পালন করে। এতে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনসহ মানববন্ধনে অংশ বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ। মানববন্ধনে বক্তব্য দেন বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের রংপুর জেলা কমিটির আহ্বায়ক ইমরান আহমেদ, সদস্য সচিব ডা. জামিল হোসেন, মুখ্য সংগঠক রিফাত হাসান, সদস্য আল-আমিন আকাশ, তারাগঞ্জের বিশিষ্টি ব্যবসায়ী একরামুল হক সহ অন্যান্যরা। এ সময় বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের রংপুর জেলা কমিটির আহ্বায়ক ইমরান আহমেদ বলেন, চিকিৎসককে মারধরের যে অভিযোগ এনে তারাগঞ্জে দুই ছাত্র ভাইয়ের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। সেই মারধরে ভিডিও যদি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে প্রকাশ করতে না পারে, তাহলে তাদের মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। তা না হলে মার্চ ফর তারাগঞ্জ থানা গণ স্বাক্ষর কর্মসূচি পালন করা হবে। সিভিল সার্জন মারধরের ঘটনা প্রমাণ করতে না পারলে তাকে রংপুর থেকে প্রত্যাহার করতে হবে। তা না হলে লাগাতার কর্মসূচি, অবরোধ, বিক্ষোভ এবং হরতালের মতো কর্মসূচ আমরা পালন করতে বাধ্য হব। মানববন্ধনে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের রংপুর জেলা কমিটির সদস্য সচিব ডঃজামিল বলেন, স্বাস্থ্য সেবা মানুষের মৌলিক অধিকার। যেটা পাওয়ার অধিকার প্রত্যেক মানুষের আছে। আপনারা মামলা করেছেন, আইনকে আইনের মতো এগোতে দেন। কর্মবিরতি প্রত্যাহার করে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি থেকে মুক্তি দেন। মানববন্ধনে উপজেলার "ব্রাদাস এ্যাগ্রো ফুড"এর সত্ত্বাধিকারী একরামুল হক বলেন, মুমূর্ষ অবস্থায় হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা পাচ্ছে না অনেকে, আপনারা জনগণের টাকায় স্বাস্থ্যসেবায় ডাক্তার হিসেবে নিয়োজিত। সেখানে পাঁচ ইউনিয়ন নিয়ে ছোট্ট একটা উপজেলার হাসপাতালে নেই ডাক্তার, নেই চিকিৎসা সেবা। এছাড়াও তারাগঞ্জ একটি দুর্ঘটনাপ্রবণ এলাকা, এখানকার শিল্প-কারখানা গুলোতে হাজার হাজার শ্রমিকরাও কাজ করতে গিয়ে আহত হয়। আমি রংপুরে সিভিল সার্জনকে অনুরোধ করবো তারাগঞ্জের সেবার মান উন্নত করা হোক। তারাগঞ্জের ছাত্র সমন্বয়ক আল-আমিন বলেন, গত ১৭ বছরে কেউ কারো দাবি আদায় করতে পারে নাই, আন্দোলনে নামতে পারে নাই, আমরা ছাত্ররা পুরো দেশের পরিবর্তন এনেছি। ডাক্তারদের কর্মবিরতির ঘটনায় আমরা দফায় দফায় তাদের সাথে সমঝোতার চেষ্টা করেছি। ওনারা বলেন আপনারা আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হন। আমরা আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, তাহলে তারা কেন কর্মবিরতিতে গেল, সাধারণ মানুষের কি অপরাধ, তারা কেন সেবা বঞ্চিত হলো, আপনাদের কাছে আমরা জবাব চাই। এর জবাব না দিলে আমরা পরবর্তীতে তাদের নামে মানহানির মামলা করব বলে হুশিয়ারী দেন।

নাগেশ্বরীতে জমির খাজনা আদায়ে হালখাতা

নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম প্রতিনিধি : কুড়িগ্রামের নাগেশ্বরীতে জমির খাজনা (কর) আদায়ে হালখাতার আয়োজন করেছে উপজেলা ভূমি অফিস। বৈশাখের দ্বিতীয় দিন ভূমি অফিস কার্যালয়ে এ হালখাতার আয়োজন করা হয়। ইতোপূর্বে ব্যবসায়ীক প্রতিষ্ঠানের বকেয়া টাকা তুলতে ব্যাক্তিগত হালখাতার আয়োজন দেখা গেলেও এবার প্রথম জমির খাজনা আদায়ে হালখাতার ব্যবস্থা করা হয়। এক বছরের বকেয়া প্রায় ১৩ লাখ টাকার মধ্যে একদিনের হালখাতায় বকেয়া উত্তোলন হয়েছে সোয়া ৪ লাখ টাকা। এ উপলক্ষে লাল নীল কাগজ, ব্যানার ফেস্টুনে সাজানো হয় ভূমি অফিস চত্তর। ঘোড়ার গাড়ী গরুর গাড়ীসহ আয়োজন করা হয় গ্রামীণ নানা অনুসঙ্গ। হাল খাতায় অংশগ্রহণকারীদের খাওয়ানো হয়েছে মোয়া মুড়ি ও মিষ্টি। এ ধরণের আয়োজনে জমির মালিকরা অনেক খুশি। সন্তোষপুর ইউনিয়নের ৭ নম্বর ওয়ার্ড ধনিগাগলা এলাকার বাসিন্দা আনোয়ার হোসেন তালুকদার বলেন, স্বাধীনতার পর আমি আমার জীবদ্দশায় কখনো দেখি নাই জমির খাজনা দিতে আসলে জনগণকে মিষ্টি খাওয়ায়। জনগণকে দালালের হয়রানি ছাড়া জমির খাজনা পরিশোধ করার জন্য উপজেলা প্রশাসনের এই হালখাতা প্রতিবছর হলে জমির খাজনা বকেয়া পড়বে না। বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হারিসুল বারি রনি জানান, এবছরই প্রথম এমন আয়োজন দেখেছেন তিনি। এমন আয়োজন হলে মানুষ উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে হালখাতার মাধ্যমে ভূমি কর পরিশোধ করতে পারবেন। এতে করে দেশের রাজস্ব খাতে বিপুল পরিমাণ অর্থ জমা হয়ে দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে।

অ্যালুমিনিয়ামের পাতিল বিক্রি করে চলে সংসার। নগরের বিভিন্ন এলাকায় পাতিল ফেরি করতে বের হয়েছেন এই ব্যক্তি। কুশিঘাট, সিলেট

পিএসজির সেমিফাইনালে যাওয়া আটকাতে পারলোনা ভিলা

স্পোর্টস ডেস্ক : প্রথম লেগের ফল দেখেই অনেকে ধরে নিয়েছেন, প্যারিস সেইন্ট জার্মেইকে (পিএসজি) আটকানোর আর সুযোগ নেই অ্যাস্টন ভিলার। কারণ, হারের ব্যবধানটাই একটু বেশিই হয়ে গিয়েছিল, ৩-১। তবে ফুটবলে যেকোনো কিছুই হতে পারে। ফিরতি লেগ নিজেদের মাঠে হবে বিধায় বাড়তি আত্মবিশ্বাস ছিল এমিলিয়ানো মার্টিনেজদের দল ভিলার। গত মঙ্গলবার ঘরের মাঠ ভিলা পার্কে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনালের দ্বিতীয় লেগে মরণ কামড় দিয়েছে ভিলা। তাতেও পিএসজির সেমিফাইনালে যাওয়া আটকাতে পারেনি ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের দলটি। ফিরতি লেগে ভিলার কাছে ৩-২ গোলে হারলেও দুই লেগ মিলিয়ে ৫-৪ ব্যবধানে জিতে সেমিতে চলে গেছে ফরাসি লিগ ওয়ানের ক্লাব পিএসজি। প্রথম লেগে ৩-১ ব্যবধানে এগিয়ে থাকা পিএসজি মনে হচ্ছিল ম্যাচটা প্রায় নিশ্চিত করে ফেলেছে প্রথমার্ধেই। দুই ফুলব্যাক আশরাফ হাকিমি ও নুনো মেন্ডেস দুর্দান্ত দুটি কাউন্টার-অ্যাটাক থেকে গোল করে ভিলা পার্ক স্টেডিয়ামের দর্শকদের স্তব্ধ করে দেন। পিএসজি প্রথমে আঘাত হানে ১১ মিনিটে। যখন হাকিমি ভিলার নির্ভরযোগ্য গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্টিনেজের হাতে লাগা বল থেকে সহজেই জালে পাঠান। ১৬ মিনিট পর মেন্ডেস রেকটি ঝড়ো কাউন্টার-অ্যাটাকে পোস্ট ঘেঁষে দুর্দান্ত শটে ভিলার জাল কাঁপান। দুই লেগ মিলিয়ে ৫-১ ব্যবধানে পিছিয়ে গেলেও ভিলা ছিল আত্মবিশ্বাসে ভরপুর, বিশেষ করে তাদের ঘরের মাঠে। কেননা নিজেদের মাঠে টানা ১৭ ম্যাচ অপরাজিত ছিল ভিলা। আবার ফর্মের চূড়ায় থাকা পিএসজির বিপক্ষে এ ম্যাচের শুরুতেই তারা কর্নার থেকে গোলের সুযোগ তৈরি করে। ইউরি টিলেমানস ৩৪ মিনিটে একটি ডিফ্লেক্টেড শটে গোল করে ভিলার আশা জাগান। টিলেমানসের প্রথমার্ধের গোল দেখে মনে হয়নি ম্যাচে কোনো নাটকীয় পরিবর্তন আসবে। কিন্তু সেটাই ভিলাকে অনুপ্রাণিত করে দ্বিতীয়ার্ধে ঝড় তোলার জন্য। ৫৫ মিনিটে জন ম্যাকগিন বক্সের বাইরে থেকে জোরালো শটে গোল করেন, যা একটি সামান্য ডিফ্লেকশনে জালে ঢুকে যায়। এরপর ৫৭ মিনিটে এজরি কনসা ভিলার হয়ে তৃতীয় গোল করেন মার্কাস রাশফোর্ডের দুর্দান্ত ড্রিবলিং ও অ্যাসিস্ট থেকে। আর মাত্র একটি গোল হলেই স্কোরলাইন ৫-৫ করে ফেলতো ভিলা। কিন্তু পিএসজির গোলরক্ষক জিয়ানলুইজি ডনারুমা একে একে রাশফোর্ড, টিলেমানস এবং বদলি খেলোয়াড় মার্কো অ্যাসেনসিওকে প্রতিরোধ করে দেন। পিএসজির অধিনায়ক মারকুইনহোস বলেন, 'অ্যাস্টন ভিলা আমাদের জন্য ম্যাচটা কঠিন করে তুলেছিল, কিন্তু আমরা আমাদের কাজটা করেছি। এই টুর্নামেন্টটা অনেক কঠিন, কিন্তু আমরা দিনে দিনে উন্নতি করছি এবং প্রমাণ করছি আমরা সত্যিই ভালো একটি দল। সেমিফাইনালটা কঠিন হবে-আর্সেনাল হোক বা রিয়াল মাদ্রিদ-কিন্তু আমাদের মধ্যে বিশ্বাস আছে যে এই পিএসজি দল শিরোপা জিততে পারে।

রশিদের খানের সাথে রিশাদের তুলনা করলেন স্যাম বিলিংস

স্পোর্টস ডেস্ক : গেল বছর লাহোর কালান্দার্সের হয়ে পিএসএল খেলেছিলেন রশিদ খান। এবার আইপিএল ও পিএসএল একই সময়ে বলে রশিদ বেছে নিয়েছেন আইপিএলকে। তবে লাহোর পেয়েছে রশিদের মতোই আরেকজনকে- রিশাদ হোসেন। শুধু নামই কাছাকাছি নয়, কাজেও দুজনের মিল রয়েছে। রিশাদকে দেখে তাই রশিদের কথাই মনে হচ্ছে স্যাম বিলিংসের। ইংলিশ এই ক্রিকেটার পিএসএলে রিশাদের সতীর্থ। শাহীন শাহ আফ্রিদির নেতৃত্বাধীন দলে রিশাদের মতো তিনিও হয়ে উঠেছেন গুরুত্বপূর্ণ এক সদস্য। রিশাদের সাথে পিএসএলে প্রথম দেখা হলেও এমন একজন সতীর্থ পেয়ে ৩৩ বছর বয়সী তারকা যে কতটা উচ্ছ্বসিত, তা সংবাদ সম্মেলনেই স্পষ্ট। করাচি কিংসকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার পর সংবাদ সম্মেলনে এসেই রিশাদকে প্রশংসায় ভাসান বিলিংস। তিনি বলেন, 'রিশাদকে এই প্রথম সরাসরি দেখছি, এই প্রথম একসাথে খেলছি। এত তরুণ একজন খেলোয়াড় যেভাবে বলছে করছে- অবিশ্বাস্য, দুর্দান্ত।' এখন পর্যন্ত যে দুটি ম্যাচ খেলেছেন, দুই ম্যাচেই পাওয়ারপ্লে শেষ হওয়ার পর বল তুলে দেওয়া হয়েছে রিশাদকে। দুটি ম্যাচেই শিকার করেছেন গুরুত্বপূর্ণ তিনটি করে উইকেট। হয়ে উঠেছেন দলের স্বীকৃত শিকারি, যিনি পূরণ করছেন গেল মৌসুমের রশিদ খানের অভাব। বিলিংস নিজেই রিশাদকে নিয়ে কথা বলতে গিয়ে তুলে আনলেন রশিদের প্রসঙ্গ। তিনি বলেন, 'এই ফরম্যাটে এমন একজন রিস্ট স্পিনার খুব গুরুত্বপূর্ণ। সে আমাদের জন্য মিডল ওভারে উইকেট টেকিং অপশন। দুর্দান্ত খেলে যাচ্ছে। গত বছর আমাদের দলে মিডল ওভারে রশিদ খান ছিল। এবং এমন একজন পেস বোলারদের খুবই সহায়তা করে। রিশাদ আমাদের পেস বোলারদের সহায়তা করছে, নিজেও দারুণ ভূমিকা পালন করছে।' প্রথম ম্যাচে একাদশে সুযোগ হয়নি রিশাদের। সেই ম্যাচে লাহোর পাত্তাই পায়নি ইসলামাবাদ ইউনাইটেডের কাছে। তবে রিশাদ একাদশে ফেরার পরের দুই ম্যাচে পেয়েছে যথাক্রমে ৭৯ রান ও ৬৫ রানের বিশাল দুই জয়, তাও কোয়েটা গ্ল্যাডিয়েটর্স ও করাচি কিংসের মতো দলের বিপক্ষে। সব মিলে রিশাদ যেন শাহীন-বিলিংসদের জন্য হয়ে উঠেছেন আশীর্বাদ।

রিয়ালকে পাল্টা হুমকি দিলেন আর্তেতা

স্পোর্টস ডেস্ক : চ্যাম্পিয়নস লিগের কোয়ার্টার ফাইনালের দ্বিতীয় লেগে মাঠে নামতে যাচ্ছে রিয়াল মাদ্রিদ-আর্সেনাল। প্রথম লেগটা ৩-০ ব্যবধানে জিতে বেশ এগিয়ে আছে লন্ডনের ক্লাবটি। তাই গানার্স কোচ মিকেল আর্তেতা তাঁর দলকে আহবান জানিয়েছেন, তারা যেন রিয়ালের আরেকটি ঐতিহাসিক প্রত্যাবর্তনের প্রত্যাশা ভুলে গিয়ে 'মাঠে কথা বলে'। রিয়ালের মাঠ সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে আর্সেনাল যাচ্ছে চ্যাম্পিয়নস লিগের সেমিফাইনালে উঠার মিশন নিয়ে। লন্ডনের ক্লাবটি শেষবার ২০০৯ সালে এই টুর্নামেন্টের শেষ চারে খেলেছিল। তবে আর্তেতার দলের প্রতিপক্ষ রেকর্ড ১৫ বার চ্যাম্পিয়নস লিগ জয়ী রিয়াল। যারা অতীতে অনেকবার অসম্ভব বলে মনে হওয়া ম্যাচে ফিরে আসার ইতিহাস রয়েছে। তবে তারা ইউরোপিয়ান প্রতিযোগিতায় একমাত্র একবারই তিন গোলের ঘাটতি থেকে ফিরেছে। সেটা ১৯৭৫-৭৬ মৌসুমে, যখনও টুর্নামেন্টটির নাম ইউরোপিয়ান কাপ ছিল। রিয়াল মাদ্রিদের মিডফিল্ডার জুড বেলিংহ্যাম মঙ্গলবার বলেছেন, "এই রাতটি রিয়াল মাদ্রিদের জন্য তৈরি।" এই ইংলিশ মিডফিল্ডার স্বীকার করেন যে গত সপ্তাহ থেকে তিনি স্প্যানিশ শব্দ 'রেমন্তাদা' (প্রত্যাবর্তন) শব্দটি প্রায় এক মিলিয়ন বার শুনেছেন। বেলিংহ্যামের এই কথার প্রেক্ষিতে ম্যাচে পূর্ববর্তী সংবাদ সম্মেলনে আর্তেতা বলেন, "আমরা ঠিক তার উল্টো বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করেছি। খেলোয়াড়দের মাথায় গত ৭২ ঘণ্টায় যেটা আমরা ঢুকিয়েছি, সেটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। আবারও বলছি, মাঠে নেমে সেটা অনুভব করতে হবে, সেটা পেরোতে হবে। এটাই আমাদের কাল করতে হবে। আমি বুঝতে পারি এই 'ন্যারেটিভ' (বেলিংহ্যামের বলা প্রত্যাবর্তন) তাদের (মাদ্রিদের) জন্য জ্বালানি হিসেবে কাজ করবে।" আর্সেনাল প্রায় দুই বছর ধরে কোনো ম্যাচ তিন গোলের ব্যবধানে হারেনি এবং চ্যাম্পিয়নস লিগের ইতিহাসে

এখন পর্যন্ত মাত্র চারবার এমন ঘাটতি থেকে ফিরে আসা সম্ভব হয়েছে। আর্তেতা বলেন, "এখন আমাদের এই প্রেক্ষাপটে তা প্রমাণ করতে হবে এবং এটাই আসল সৌন্দর্য। এটাই চ্যালেঞ্জ এবং এটাই খেলাধুলার সবচেয়ে চমৎকার দিক। আমরা দেখিয়েছি আমরা তা করতে পারি, সেটাই আমাদের আত্মবিশ্বাস ও নিশ্চয়তা দেবে। আর এখন, মাঠেই কথা বলতে হবে। মাঠের খেলাই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ।" "খেলার তিনটি মূল দিক আছে- শারীরিক, প্রযুক্তিগত ও কৌশলগত এবং আবেগ।

হেরেও সেমির পথে বার্সা

স্পোর্টস ডেস্ক : যা করার প্রথম লেগেই করে রেখেছিল বার্সেলোনা। বরুসিয়া ডর্টমুন্ডের ফেরার সব পথ প্রায় বন্ধ করে রেখেছিল কাতালানরা। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগে ঘরের মাঠ এস্তাদিও অলিম্পিক লুইস কোম্পানি স্টেডিয়ামে ৪-০ ব্যবধানে ডর্টমুন্ডকে উড়িয়ে দিয়েছিল হানসি ফ্লিকের দল। গত বুধবার দ্বিতীয় লেগে নিজেদের মাঠে আগের ধাক্কা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করে ডর্টমুন্ড। এতে কিছুটা সফলও হয় জার্মান বুন্দেসলিগার ক্লাবটি। তবে শেষ পর্যন্ত ফলাফলকে নিজেদের পক্ষে আনতে পারেনি। ফিরতি লেগে ৩-১ গোলে জিতেছে বটে, দুই লেগ মিলিয়ে হেরে বার্সার কাছে হেরে গেছে ৫-৩ ব্যবধানে। এতে ৬ বছর পর চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমিতে গেছে স্প্যানিশ লা লিগার ক্লাব বার্সা। ২০১৯ সালের পর এই প্রথম চ্যাম্পিয়ন্স লিগ সেমিফাইনালে পৌঁছালো বার্সা। সেমিতে কাতালানদের মুখোমুখি হবে ইন্টার মিলান অথবা বায়ার্ন মিউনিখ। খেলার শুরু থেকেই অতিথি দল বার্সা চাপে পড়ে। ডর্টমুন্ড শুরুতেই দুটি সোনালী সুযোগ পায়। তবে গোল করতেও বেশি দেরি করেনি স্বাগতিকরা। ১১ মিনিটে সারহু গিরাসি একটি চিপ শটে পেনাল্টি থেকে গোল করে ডর্টমুন্ডকে এগিয়ে দেন। ২০২৫ সালে এই ম্যাচের আগে পর্যন্ত অপরাজিত থাকা বার্সা ধীরে ধীরে ম্যাচে ফিরে আসতে শুরু করে এবং ৪০ মিনিটে জুল কুন্দে সুযোগ পেলেও বাজে ফিনিশিংয়ের কারণে সমতায় ফিরতে পারেনি। বিরতির পর আবারও ডর্টমুন্ড ম্যাচে আধিপত্য দেখাতে থাকে। দ্বিতীয়ার্ধের চতুর্থ মিনিটে কর্নার থেকে রামি বেনসেবাইনি হেড করে বল বাড়ান, যেখান থেকে গিরাসি আবার হেডে গোল করে দলের ও নিজের দ্বিতীয় গোল করেন। তখন মনে হচ্ছিল ডর্টমুন্ড ইতিহাস গড়ার পথে এগিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ৫৪ মিনিটে ডর্টমুন্ডের যামি বেনসেবাইনি আত্মঘাতী গোল করে বসেন। এতে কিছুটা চাপমুক্ত হয় বার্সা। ফারমিন লোপেজের কাটব্যাকের পেছনে ছুটে রবার্ট লেওয়ানডস্কি চাপ সৃষ্টি করলে বেনসেবাইনি ভুল করে নিজ জালেই বল পাঠিয়ে দেন। ৬৪ মিনিটে ফারমিন লোপেজের শটে আরও একটি গোলের সম্ভাবনা তৈরি হয় বার্সার। কিন্তু তার শট লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়।

দেশের হয়ে খেলা চালিয়ে জেতে চান সাকিব

স্পোর্টস ডেস্ক : টেস্ট ও টি-টোয়েন্টি থেকে নিয়েছেন অবসর। এরপর আর ওয়ানডে দলেও ফেরা হয়নি। ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপের পর এই ফরম্যাটে আর দেখাই যায়নি সাকিবকে। সবাই যখন সাকিবের আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারের ইতি দেখে ফেলেছেন, তখন সাকিব নিজেই জানালেন বাংলাদেশের হয়ে আরও এক বা দুই বছর খেলতে চান। তবে এজন্য সরকারের উপরের মহল থেকে সহায়তা ও ইতিবাচক সাড়া কামনা করেছেন তিনি। সাথে জানিয়েছেন, নিশ্চিত করতে হবে নিরাপত্তাও। এক সাক্ষাৎকারে সাকিব বলেন, 'আমি তখন অনেক দিন ধরেই দেশের বাইরে। প্রথমে ইউএসএতে এমএলসি খেললাম, এরপর কানাডায়। ছবিটা কানাডায় তোলা। আমি পোস্ট করিনি, যদিও দায় নিচ্ছি। পূর্বপরিকল্পিত একটা পারিবারিক ভ্রমণ ছিল। পাবলিক ফিগার হিসেবে আমার আরও সচেতন থাকা উচিৎ ছিল। আমি এটা মানি। তবে আমার মনোযোগ সবসময় ক্রিকেটেই ছিল। এমপি হওয়ার আগে কিংবা পরেও। আমাকে কখনও রাজনীতিতে মাথা

ঘামাতে বলা হয়নি। সবসময় বলা হয়েছে- ক্রিকেট খেলো।' টেস্ট ও টি-টোয়েন্টি থেকে অবসর নেওয়ার আগে সাকিব বুঝতে পারছিলেন, এত মানসিক চাপ নিয়ে খেলা চালিয়ে যাওয়া কঠিন হচ্ছে। তবে দেশে বিদায়ী টেস্ট খেলতে কিংবা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির অংশ হতে আলোচনা থামাননি। এমনকি কথা বলেছেন প্রধান উপদেষ্টার সাথেও। সাকিব বলেন, 'বুঝতে পারলাম শেষ-যখন দেখলাম এত চাপ নিয়ে আর খেলতে পারছি না। এমন নয় আমি দেশের হয়ে খেলতে চাই না। আমি এখনও বাংলাদেশের হয়ে খেলতে চাই। এই আকাঙ্ক্ষা সবসময় থাকবে। আমি এজন্য সবার সাথে জগাজগ করার চেষ্টা করেছি, বিসিবি সভাপতি থেকে শুরু করে সরকারের উচ্চপদস্থ কর্তারা। হ্যাঁ আমি এমপি ছিলাম, এখন নেই। তবে আমি রাজনৈতিক দলে কোনো পদের অধিকারী তো নই। ১৮-২০ বছর যা করেছি এখন তা বন্ধ হয়ে যাওয়া কি অসম্মানজনক নয়? এখনও আমি বাংলাদেশের হয়ে খেলে নিজের কেরিয়ারের ইতি টানতে চাই। সুযোগ এলে ভাবতে চাই একটি সিরিজ খেলব নাকি দুটি সিরিজ, নাকি আরও এক বছর। আমার সবচেয়ে বড় ইচ্ছা দেশের হয়ে খেলা এবং নিজেকে এজন্য উজাড় করে দিতে প্রস্তুত।

স্বাস্থ্য

শিশুর হার্টে ছিদ্র হওয়ার কারণ ও চিকিৎসা

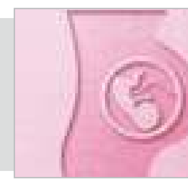

● স্বাস্থ্য ডেস্ক

মানবদেহের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অঙ্গ হৃদপিণ্ডে। জন্মগতভাবেই অনেকের হৃদপিণ্ডে ছিদ্র। মূলত গর্ভাবস্থায় শিশুর হৃৎপিণ্ডের বিকাশজনিত সমস্যা কারণে এই ছিদ্র দেখা দিতে পারে। বাংলাদেশের হৃদরোগ বিশেষজ্ঞদের করা সাম্প্রতিক এক জরিপে দেখা যায়, দেশের প্রতি ১০০০ শিশুর মধ্যে অন্তত আট থেকে নয়জন এই হৃদপিণ্ডের ছিদ্রজনিত সমস্যায় ভুগে থাকে। তবে বাংলাদেশ শিশু হাসপাতালের শিশু হৃদরোগ বিভাগের প্রধান এবং সিনিয়র কনসালট্যান্ট ডা. খলিফা মাহমুদ তারিক মনে করেন এই সংখ্যাটা আরও বেশি হবে। অনেকে বিষয়টি জানেন না বলে সঠিক সংখ্যা জানা যায় না।

জন্মের পরই যদি সমস্যাটি ধরা পড়ে, তাহলে দ্রুত চিকিৎসার মাধ্যমে শিশুকে সম্পূর্ণ সুস্থ করা সম্ভব। তবে যদি দেরি হয়, জটিলতা আরও বাড়ে। এর চিকিৎসা কেমন হবে সেটা নির্ভর করে হৃদপিণ্ডে ছিদ্রটি কোথায় আছে এবং ছিদ্রটি কতো বড় সেটার ওপর। হৃদপিণ্ডের ছিদ্রের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল, ব্রিটেনের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ-এনএইচএস এবং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের থেকে।

হৃদপিণ্ডে ছিদ্র : মানুষের হৃৎপিণ্ডের চারটি প্রকোষ্ঠ থাকে। ওপরের দুটি হলো অলিন্দ বা অ্যাট্রিয়া ও নিচের দুটি নিলয় বা ভেন্ট্রিকল। ওপরের দুটি অ্যাট্রিয়া ইন্টারএট্রায়াল সেপ্টাম নামক পর্দা দিয়ে আলাদা করা থাকে এবং নিচের দুটি ভেন্ট্রিকল আলাদা করে রাখে ইন্টারভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাম নামে আরেকটি পর্দা। শিশুরা হার্টের বিভিন্ন অংশে ছিদ্র নিয়ে জন্মাতে পারে। এর মধ্যে ওপরের প্রকোষ্ঠের পর্দায় কোনো ছিদ্র থাকলে তাকে অ্যাট্রিয়াল সেপ্টাল ডিফেক্ট (এএসডি) বলা হয়। নিচের পর্দার মধ্যে কোন ছিদ্র থাকলে তাকে ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্ট (ভিএসডি) বলে।

এই ছিদ্রের কারণে হার্ট ও ফুসফুসের মধ্যে রক্ত চলাচল অস্বাভাবিক হয়ে পড়ে। মানবদেহের ফুসফুস রক্তে অক্সিজেনের যোগান দেয়। আর সেই অক্সিজেনযুক্ত রক্ত সারা শরীরে পরিবহনের কাজ করে হৃদপিণ্ড। শরীরের দূষিত রক্ত মহাশিরার মাধ্যমে প্রথমে হৃদপিণ্ডের ডান অলিন্দে প্রবেশ করে তার পর ডান নিলয়ে প্রবেশ করে। এই নিলয় থেকে দূষিত রক্ত ফুসফুসীয় ধমনীর মাধ্যমে ফুসফুসে পৌঁছায়। ফুসফুস ওই দূষিত রক্তে অক্সিজেনের যোগান দেয়। এরপর ফুসফুস থেকে বিশুদ্ধ রক্ত হৃদপিণ্ডের বাম অলিন্দে প্রবেশ করে এরপর বাম নিলয়ে যায়। হৃদপিণ্ডের বাম নিলয়ে আসা এই অক্সিজেন সমৃদ্ধ বিশুদ্ধ রক্ত মহা-ধমনীর মাধ্যমে সারা শরীরে প্রবাহিত হয়।

হার্টে ছিদ্র থাকলে অর্থাৎ এএসডি বা ভিএসডি থাকলে ফুসফুসের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত রক্ত চলাচল অস্বাভাবিক হয়ে পড়ে। কারণ ছিদ্রটি রক্তের স্বাভাবিক গতিপথে বাধা দেয়। বাম অলিন্দ থেকে অক্সিজেন সমৃদ্ধ বিশুদ্ধ রক্ত বাম নিলয়ে যাওয়ার কথা থাকলেও, এএসডি এর কারণে কিছু বিশুদ্ধ রক্ত ডান অলিন্দে চলে যায়। এতে বিশুদ্ধ রক্ত দূষিত রক্তের সাথে মিশে যায় এবং ফুসফুসের দিকে প্রবাহিত রক্তের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়।

আবার ভিএসডি থাকলে বাম নিলয়ের কিছু বিশুদ্ধ রক্ত ছিদ্র দিয়ে ডান নিলয়ে প্রবেশ করে। এতে বিশুদ্ধ ও দূষিত রক্ত একসাথে মিশে যায়। এই রক্তই আবার ফুসফুসে ফিরিয়ে আনে। ছিদ্র বড় হলে বা দীর্ঘদিন ধরে থাকলে হার্ট এবং ফুসফুসের ক্ষতি করতে পারে। এতে ফুসফুসের ধমনীতে রক্তচাপ বেড়ে যায়। হৃৎপিণ্ডকে তখন রক্ত পাম্প করার জন্য আরও কঠোর পরিশ্রম করতে হয়। এতে হার্টের ভালভের ওপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি হয়। ফলে ভালভ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এছাড়া ফুসফুসের ধমনীতে উচ্চ রক্তচাপ বা পালমোনারি হাইপারটেনশন দেখা দিতে পারে। যা স্থায়ীভাবে ফুসফুসের ক্ষতি করতে পারে। এতে ফুসফুস অক্সিজেন সরবরাহে ব্যর্থ হয়। যা শিশুকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে পারে।

শিশুদের হার্টে ছিদ্র কেন হয় : শুরুতেই বলা হয়েছে হৃদপিণ্ডে ছিদ্র হওয়া একটি জন্মগত ত্রুটি। অর্থাৎ শিশু হার্টে ছিদ্র নিয়েই জন্মায়। বাহ্যিক কোনো কারণে হার্টে ছিদ্র হওয়ার নজির নেই। মাতৃগর্ভে শিশুর হৃৎপিণ্ড একটি নল থেকে বিকশিত হয়, এরপর সেটি চারটি প্রকোষ্ঠে ভাগ হয়। সেই প্রকোষ্ঠের দুটি অংশ আলাদা করতে পর্দা গড়ে ওঠে। এই প্রক্রিয়া চলাকালীন কোনো সমস্যা হলে ছিদ্র দেখা দিতে পারে বলে জানিয়েছেন, ডা. খলিফা মাহমুদ তারিক।

জেনেটিক সমস্যা যেমন, ডাউন সিনড্রোম থাকলে শিশুর হার্টে ছিদ্র দেখা দিতে পারে। সেইসাথে গর্ভবতী হওয়ার প্রথম কয়েক মাসের মধ্যে যদি মায়ের রুবেলা হয় তাহলে শিশুর হার্টে ছিদ্র বা হার্টের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে জন্মানোর ঝুঁকি বাড়ে। মায়ের যদি অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস থাকে। গর্ভকালীন মায়ের ভাইরালজনিত ইনফেকশন হলে। মা গর্ভকালীন অপুষ্টিজনিত রোগে ভুগলে। সেইসাথে মায়ের মদ ও তামাক জাতীয় পণ্য খাওয়ার অভ্যাস থাকলে এবং বিভিন্ন মাদক সেবনের কারণেও এমনটা হতে পারে।

এছাড়া গর্ভবতী থাকাকালীন মা যদি খিঁচুনি প্রতিরোধী ওষুধ, কোলেস্টরেল কমানোর ওষুধ, ব্রণের ওষুধ এবং মানসিক রোগের চিকিৎসার জন্য ওষুধ খেয়ে থাকেন। সেটিও শিশুর ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। এছাড়া কোনো সুস্পষ্ট কারণ ছাড়াও শিশুর হার্টে ছিদ্র দেখা দিতে পারে।

লক্ষণ সমূহ : শিশু বড় হতে থাকলে তাদের ছুটোছুটি বাড়ে। এতে হার্টের ওপর চাপ বাড়ে। তখন লক্ষণ প্রকাশ পেতে শুরু করে। হার্টের এ ছিদ্র ছোট-বড় হওয়ার ওপর নির্ভর করে লক্ষণগুলো কেমন হবে। যদি ছিদ্র ছোট হয়, তাহলে শিশু জোরে জোরে শ্বাস নেয়, ঘন ঘন কাশি ও শ্বাসকষ্ট হয় এবং শ্বাসনালীতে ইনফেকশন বা নিউমোনিয়া হওয়ার প্রবণতা বেড়ে যায়। তার সমবয়সী অন্য শিশুদের মতো পরিশ্রম করতে পারে না। সামান্য খেলাধুলা বা ছোটাছুটি করলে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। শরীর দুর্বল লাগে, ক্লান্তিতে ঝিমিয়ে পড়ে। অনিয়মিত হৃৎস্পন্দন বা এরিথমিয়া, ছিদ্র দিয়ে রক্ত প্রবাহের কারণে হার্ট থেকে মারমার জাতীয় শব্দ বের হয়। বুক ধকধক করতে থাকে, অনেক সময় খালি চোখে বুকের মাংসপেশির লাফানো দেখা যায়। সব সময় জ্বর বা অসুস্থতা থাকে। খেতে পারে না, ক্ষুধামন্দা। খাওয়ার সময় ক্লান্ত হয়ে যায়, কান্নাকাটি করে বা অল্পতেই ঘামতে থাকে। কান্নার সময় দম আটকে যাওয়া। শারীরিক বৃদ্ধি দেরিতে হওয়া, বয়সের সাথে ওজন না বাড়া। কাজে বা পড়ালেখায় মনোযোগ থাকে না। পা, পায়ের পাতা ও পেট ফুলে যায়। যদি ছিদ্র বড় হয়, তাহলে উপরের সমস্যার পাশাপাশি শিশু উচ্চ-রক্তচাপে ভোগে। ফুসফুসে পর্যাপ্ত রক্ত সরবরাহের অভাবে অক্সিজেন স্বল্পতায় অনেক সময় শিশুর ঠোঁট, জিহ্বা নীল হয়ে ওঠে। এ ধরণের লক্ষণ দেখা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেরি না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে বলা হয়েছে।

চিকিৎসা : সাধারণত চেস্ট এক্স-রে, ইলেক্ট্রোকার্ডিওগ্রাম (উকএ), ইকোকার্ডিওগ্রাম, কার্ডিয়াক ক্যাথেটারাইজেশন ইত্যাদি পরীক্ষার মাধ্যমে এই ছিদ্র আছে কী না তা শনাক্ত করা হয়। হার্টের জন্মগত এসব ছিদ্রের চিকিৎসা নির্ভর করে ছিদ্রের আকার ও অবস্থানের ওপর। ছোট আকারের ছিদ্র কয়েক মাস পর নিজে থেকেই বন্ধ হয়ে যায়।

হার্টের এই ছিদ্র বড় নাকি ছোট সেটা নির্ভর করে রোগীর বয়সের ওপর। এ বিষয়ে ডা. খলিফা মাহমুদ তারিক বলেন, 'একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের জন্য চার থেকে পাঁচ মিলিমিটার ছিদ্র অনেক ছোট। কিন্তু এই ছিদ্র শিশুদের ক্ষেত্রে অনেক বড়।' হার্টে ছিদ্রের কারণে যেহেতু দূষিত ও বিশুদ্ধ রক্ত মিশে যায়। ছিদ্র ছোট হলে কম রক্ত মিশ্রিত হয়, ছিদ্র বড় বলে বেশি রক্ত মিশে। সেক্ষেত্রে ছোট ছিদ্রগুলো বন্ধ হওয়ার আগ পর্যন্ত কিছু ক্ষেত্রে ওষুধ প্রয়োগ করে ফুসফুসের বাড়তি রক্তের চাপ কমিয়ে রাখা হয়। তবে মাঝারি বা বড় আকারের ছিদ্র হলে জটিলতা প্রতিরোধ করার জন্য শিশুদের জীবনের প্রথম দিকে অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হতে পারে। আবার রক্তনালীর বালভের খুব কাছে ছিদ্র থাকলে অস্ত্রোপচার ছাড়া উপায় নেই। অস্ত্রোপচার সাধারণত শিশু জন্মের প্রথম কয়েক সপ্তাহ থেকে কয়েক মাসের মধ্যে করা হয়। সবচেয়ে ভালো স্কুলে ভর্তি করার আগে অস্ত্রোপচার সেরে নিলে। সার্জন বুকের দেয়ালে একটি ছেদ তৈরি করে অস্ত্রোপচার করে থাকেন। সার্জন সরাসরি ছিদ্রটি সেলাই করতে পারেন বা ছিদ্রের উপরে একটি প্যাচ বসিয়ে দিতে পারেন। হার্টের টিস্যু প্যাচ বা সেলাইয়ের অংশটি নিরাময় করে। এভাবে অস্ত্রোপচারের ছয় মাসের মধ্যে টিস্যুটি সম্পূর্ণ ছিদ্রটিকে ঢেকে দেয়।

আবার কার্ডিয়াক ক্যাথেটারাইজেশনের মাধ্যমেও অস্ত্রোপচার করা হয়। এজন্য শিশুর পায়ের রক্তনালীতে একটি পাতলা, নমনীয় টিউব (ক্যাথেটার) ঢুকিয়ে হার্টের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। এই ক্যাথেটারের আগায় জালের মতো ডিভাইস বসানো থাকে। এরপর হার্টের ছিদ্রের ভেতরে ডিভাইসটি ঢুকিয়ে জালটি ছিদ্রের আশেপাশের পর্দায় ছড়িয়ে বসানো হয়। সময়ের সাথে সাথে শরীরের নতুন কোষ ডিভাইসের ওপর তৈরি হতে থাকে। অন্তত ছয় মাসের মধ্যে যন্ত্রটি শরীরের নিজস্ব অংশ হয়ে যায়। এই ধরণের অস্ত্রপচারে কাটাছেঁড়া না হওয়ায় কম সময় লাগে, শিশুরা অল্প সময়েই সেরে ওঠে। তবে ছিদ্র অনেক বড় হলে বা ছিদ্রটি জটিল জায়গায় হলে ওপেন হার্ট সার্জারি ছাড়া উপায় নেই। শিশুর জন্মের দুই মাস বয়সের পর থেকে এই অস্ত্রপচার করা সম্ভব।

করণীয় : শিশুর হার্টে ছিদ্র শনাক্ত হলে চিকিৎসকের পরামর্শে শিশুকে নিয়মিত ওষুধ খাওয়ানোর সঙ্গে সঙ্গে শিশুর প্রতি বেশি যত্নবান হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন চিকিৎসকরা। এই খেলাধুলা, ছুটোছুটি বা কায়িক শ্রম হয় এমন কাজ থেকে বিরত রাখতে বলা হয়েছে।

যদি ছিদ্র বড় হয় সেক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শে যত দ্রুত সম্ভব অপারেশন করাতে পারলে ভালো। এতে শিশুটি দ্রুত স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পারবে। চিকিৎসার পর শিশুরা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলেও চিকিৎসকরা দীর্ঘসময় ধরে তাদের নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। এজন্য নিয়মিত ফলো-আপ ভিজিট করতে হবে। সঠিক সময়ে চিকিৎসা না করালে হার্ট বড় হয়ে যেতে পারে। সেই সঙ্গে হৃৎপিণ্ডের ভেতরের পৃষ্ঠে রক্তের ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রমণ এন্ডোকার্ডাইটিস হওয়ার ঝুঁকি থাকে, হার্টের বালভ নষ্ট হওয়া, এরিথমিয়া এমনকি হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোকের ঝুঁকিও বাড়ে।

-বিবিসি বাংলা

দুই মিনিটেই ঘুমিয়ে পড়বেন যেভাবে

● স্বাস্থ্য ডেস্ক

বিছানায় ওলটপালট করছেন অথচ ঘুম আসছে না? ঘুমানোর চেয়ে বেশি সময় নষ্ট হচ্ছে ঘুমানোর চেষ্টায়? লাইট অফ করে মোবাইল ফোন দূরে রেখেও কোনো লাভ হয় না? ঘুমের এমন সমস্যা আপনার একার নয়। তবে মাঝে মাঝে এমনটা হলে তা উদ্বেগের কারণ নাও হতে পারে, কিন্তু যদি প্রতিদিনই এমনটা ঘটে তাহলে তা কিছু স্বাস্থ্য সমস্যার কারণে হতে পারে।

সুস্থ থাকার জন্য প্রত্যেক মানুষেরই ঘড়ি ধরে ৭-৮ ঘণ্টা ঘুমানো প্রয়োজন। পর্যাপ্ত ঘুম আমাদের উজ্জীবিত করে, মাথা ঠাণ্ডা রাখে, হরমোন নিয়ন্ত্রণে রাখে ও এতে শরীরের বাড়তি ওজনও কমে। কিছু কৌশল ব্যবহার করে আপনি অল্প সময়ের মধ্যেই ভালো ঘুম পেতে পারেন। জেনে নিন এমন একটি কৌশল যার মাধ্যমে আপনি মাত্র দুই মিনিটেই ঘুমিয়ে পড়তে পারবেন :

মার্কিন সামরিক পদ্ধতিতে ঘুমের কৌশল। মার্কিন সৈন্যদের যেকোনো সময় ঘুমিয়ে পড়তে সাহায্য করার জন্য মার্কিন সামরিক বাহিনী একটি কৌশল তৈরি করেছে। এই কৌশল ১৯৮১ সালের রিলাক্স অ্যান্ড উইন : চ্যাম্পিয়নশিপ পারফরম্যান্স নামে একটি বই থেকে এসেছে। ফিটনেস কোচ জাস্টিন অগাস্টিন টিকটকে তার ১.৯ মিলিয়ন ফলোয়ারের সঙ্গে এই ঘুমের কৌশলটি কীভাবে করবেন তা শেয়ার করেছেন।

জাস্টিন অগাস্টিন বলেন, 'আমার গবেষণা অনুসারে, এটি মূলত ফাইটার পাইলটদের জন্য তৈরি করা হয়েছিল যাদের কাজের ক্ষেত্রে শতভাগ মনোযোগ প্রয়োজন। ঘুমের অভাব হলে এই মনোযোগে বিঘ্ন ঘটে, এটি আমাদের সবারই জানা।' এই ফিটনেস কোচ দাবি করেন যে, ৯৬ শতাংশ লোক এই কৌশল আয়ত্ত করে তাদের চোখ বন্ধ করার দুই মিনিটের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়তে সক্ষম হয়। তিনি কৌশলটি আয়ত্ত করতে ছয় সপ্তাহ ধরে প্রতি রাতে অনুশীলন করার পরামর্শ দেন।

১. আপনার শরীরকে শান্ত করুন এবং হাত-পা ছড়িয়ে শিথিল করুন। মাথা থেকে পা পর্যন্ত আপনার শরীরের প্রতিটি অংশের কার্যক্রম বন্ধ করুন। কপালের পেশী শিথিল করে শুরু করুন। আপনার চোখ, গাল, চোয়াল শিথিল করুন এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের ওপর ফোকাস করুন।

২. এরপর, আপনার ঘাড় এবং কাঁধ শিথিল করুন। জাস্টিন বলেন, 'নিশ্চিত করুন যে আপনার কাঁধে টেনশন নেই। এগুলিকে যতটা সম্ভব ঝেড়ে ফেলুন এবং আপনার হাত, আঙ্গুল ও বাহুগুলো আলগা রাখুন। কল্পনা করুন এই উষ্ণ সংবেদন আপনার মাথা থেকে আপনার আঙ্গুলের ডগা পর্যন্ত যাচ্ছে।' ৩. গভীরভাবে শ্বাস নিন এবং ধীরে ধীরে শ্বাস ছাড়ুন, আপনার বুক, পেট, উরু, হাঁটু এবং পায়ের পাতা শিথিল করুন। আবার, কল্পনা করুন যে এই উষ্ণ সংবেদনটি আপনার হৃদয় থেকে আপনার পায়ের আঙ্গুল পর্যন্ত নেমে যাচ্ছে। ৪. যেকোনো চাপ থেকে আপনার মনকে মুক্ত করুন।

জাস্টিন দু'টি পরিস্থিতিতে চিন্তা করার পরামর্শ দেন : আপনি একটি শান্ত হ্রদে একটি ক্যানোতে শুয়ে আছেন যেখানে আপনার উপরে একটি পরিষ্কার নীল আকাশ ছাড়া কিছুই নেই। আপনি একটি পিচ কালো ঘরে একটি কালো মখমল হ্যামক পড়ে শুয়ে আছেন। জাস্টিন বলেন, 'আপনি যখন অন্য কিছু ভাবতে শুরু করবেন বা বিভ্রান্ত হতে শুরু করেন, তখন এই শব্দগুলো দশ সেকেন্ডের জন্য পুনরাবৃত্তি করুন - 'মনে করবো না। ভাববো না।'